প্রশ্নোত্তরে সহজ নাহবে মীর

সম্পাদনা

হাফেয মাওলানা হাবীবুর রহমান

মুসলিম বিশ্বের উলামা-মাশায়েখ সমর্থিত, মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড, বেফাকুল মাদারিস বাংলাদেশ, ইত্তেহাদুল মাদারিস, তানযীমুল মাদারিস, গওহরডাঙ্গা বেফাক এবং সিলেট ইদারা -এর নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের বোর্ড পরীক্ষার কিতাব হিসাবে নির্ধারিত।

প্রশ্নোত্তরে

সহজ নাহ্‌বেমীর

নাহ্‌বেমীর -এর বর্ধিত প্রশ্নোত্তর সংস্করণ

মূল

মীর সাইয়েদ শরীফ (রহ.)

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
শাইখুল হাদীস, মাদরাসা দারুর রাশাদ মীরপুর, ঢাকা
-এর পরামর্শক্রমে

মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান (কিশোরগঞ্জ)
কর্তৃক সংকলিত

আল-কাউসার প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, পাঠকবন্ধু মার্কেট
১১,বাংলোবাজার, ঢাকা। ৫০, বাংলোবাজার, ঢাকা।
ফোন ঃ ৭১৬৫৪৭৭, মোবাইল ঃ ০১৭১৬-৮৫৭৭২৮

প্রকাশক

মুহাম্মদ ব্রাদার্স

২১৭, ব্লক-৩ মিরপুর-১২, ঢাকা।

ফোনঃ ৯০০৯৫২৯

মোবাঃ ০১৭১-৩৯১৬৯৭

প্রকাশকাল

জুমাদাল উখরা, ১৪২৪ হিজরী

অক্ষর বিন্যাস

আল-কাউসার কম্পিউটার্স,

মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

মূল্য ঃ এক শত টাকা মাত্র।

মুদ্রণ

মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস

লালবাগ, ঢাকা।

প্রাপ্তিস্থান

চকবাজার, বাংলাবাজারসহ দেশের অভিজাত লাইব্রেরীসমূহ

প্রশ্নোত্তরে সহজ নাহবেমীর -এর

কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

- মূল কিতাবে নেই এমন বহু গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা সংযোজন।
- মূল কিতাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রশ্নোত্তর সংযোজন।
- প্রতিটি আলোচনার শেষে অনুশীলনী সংযোজন।
- প্রচলিত আধুনিক আরবী উদাহরণ সংযোজন।
- আরবী উদাহরণের বাংলা অর্থ সংযোজন।
- আরবীর পাশাপাশি বাংলা প্রতিশব্দ সংযোজন।
- কিতাবের বিষয় ও লেখক পরিচিতি সংযোজন।
- নাহবেমীরের 'খুলাছা' -এর মতন ও তরজমা সংযোজন।
- সংক্ষেপে একশত আমেল-এর বর্ণনা সংযোজন।
- 'জুমাল'-এর তরজমা ও তারকীব সংযোজন।
- নাহবেমীরের উল্লেখিত উদাহরণসমূহের তারকীব সংযোজন।
- কিতাবের বিষয়াদি সহজে খুজে পাওয়ার সুবিধার্থে কিতাবের শুরুতে একটি বিস্তারিত ও অনন্য সূচীপত্র সংযোজন।

প্রসঙ্গ কথা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد

মনের ভাব প্রকাশের জন্য মানুষ ভাষা ব্যবহার করে। বর্তমান বিশ্বে যত ভাষা প্রচলিত আছে তন্মধ্যে আরবী ভাষার স্থান ও মর্যাদা সকল দিক দিয়ে সর্বোচ্চে। কুরআন ও হাদীছ উভয়টির ভাষাই আরবী। তাই মুসলমানদের জন্য আরবী ভাষা শিক্ষা করা অপরিহার্য। যে কোন ভাষা শুদ্ধরূপে লিখতে, পড়তে ও বলতে গেলে সে ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কে অবগতি লাভ করা অত্যাবশ্যক। আরবী ব্যাকরণকে কেন্দ্র করে ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে মীর সায়্যেদ শরীফ (রহ.) কর্তৃক ফারসী ভাষায় রচিত 'নাহবেমীর' কিতাবটি ইলমী মহলে সর্বাধিক সমাদৃত। যুগ যুগ ধরে দরসে নিযামীর পাঠ্যসূচীতে কিতাবটি এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আসছে।

বাংলা উর্দু ও ফার্সী ভাষায় কিতাবটির বহু অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষাভাষী ছাত্র-ছাত্রীরা কিতাবটি যাতে সহজে আয়ত্ব করতে পারে সে লক্ষ্যে ইতোপূর্বে আমরা কিতাবটির মূল ভাষা ফারসী থেকে বাংলায় রূপান্তর করে "সহজ নাহবেমীর" নামে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। পাঠক মহলে তা যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। অনেক মাদরাসার আসাতিযায়ে কিরাম কিতাবটিকে তাদের পাঠ্যসূচীতেও অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছেন।

পরবর্তীতে আমরা ছাত্রদের রুচি ও মননশীলতা সামনে রেখে প্রশ্নোত্তর আকারে কিতাবটিকে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করি। মাদরাসা দারুর রাশাদের তরুণ উস্তাদ আমাদের স্নেহাস্পদ মাওলানা হাবীবুর রহমান এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আঞ্জাম দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ইলম ও আমলে আরো তারাক্কী নছীব করুন।

মূল কিতাবের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য বজায় রেখে সহজ-সরল ভাষায় শুধু প্রশ্নোত্তর আকারে এ কিতাবটিকে সাজানো হয়েছে। ইলমে নাহুর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা, যা মূল কিতাবে স্থান পায়নি, সেগুলোকেও বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে চয়ন করে এতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস দ্বীনী মাদরাসার সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আরবী ব্যাকরণের মূল মাসআলাগুলো অতি সহজে বুঝতে ও আয়ত্ব করতে কিতাবখানা বিশেষ সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে পাঠক মহলে আরজ, সাধ্যমত চিন্তা-চেষ্টা করার পরও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। অতএব, কারো চোখে কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে বা বইটির মান উন্নয়নের ব্যাপারে কোন সুপরামর্শ থাকলে আমাদেরকে জানালে কৃতজ্ঞ হবো।

আল-কাউসার প্রকাশনী

তারিখ ঃ ৯ই জুমাদাল উখরা, ১৪২৪হি

বিনীত

প্রকাশক

কিতাবের বিষয় ও লেখক পরিচিতি

বিষয় পরিচিতি

আভিধানিক অর্থ : نحو শব্দের আভিধানিক অর্থ– পদ্ধতি, ইচ্ছা করা ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থ :

النحو علم بالوصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض -

অর্থাৎ ইলমে নাহব এমন কতিপয় নিয়ম-কানুন জানার নাম যার মাধ্যমে মু'রাব ও মাবনী হিসেবে শব্দের শেষ অক্ষরের অবস্থা জানা যায় এবং বাক্য গঠনের পদ্ধতি সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান অর্জন করা যায়।

উদ্দেশ্য : ইলমে নাহ্ব-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আরবী ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা।

আলোচ্য বিষয়: ইলমে নাহুর আলোচ্য বিষয় হলো 'কালেমা' এবং 'কালাম'।

ইলমে নাহুর পাঠ্য কিতাব : ✪ নাহবেমীর ✪ মিয়াতে আমেল ✪ শরহে মিয়াতে আমেল ✪ হিদায়াতুন নাহ্ব ✪ কাফিয়াহ ✪ শরহে জামী ✪ শরহে ইবনে আকীল

লেখক পরিচিতি

জন্ম ও বংশ : নাহবেমীর গ্রন্থকারের প্রকৃত নাম আলী। কুনিয়াত আবুল হাসান। লকব যায়নুদ্দীন। পিতার নাম মুহাম্মদ, দাদার নাম আলী। তিনি মীর সাইয়েদ শরীফ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ২২ শে শা'বান, ৭৪০ হিজরী সনে ইরানের জুরজান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন : মীর সাইয়েদ শরীফ (রহ.) ছোট বেলাতেই প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষভাবে আরবী সাহিত্য তথা ইলমে আদব শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি শরহে মাতালে', কুতবী প্রভৃতি কিতাবাদী স্বয়ং গ্রন্থকারের নিকট পড়ার উদ্দেশ্যে হেরাত গমন করেন। তিনি যখন হেরাত পেঁছেন তখন কুতুবুদ্দীন (রহ.) বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাকে দেখে বললেন, তোমাকে পড়ানোর মত শক্তি এখন আর আমার বাকী নেই। তাই তুমি আমার ছাত্র মোবারক শাহের নিকট কায়রোতে চলে যাও। তিনি তাঁর কথা মত কায়রোতে গমন করেন এবং মোবারক শাহের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন।

ইলমের গভীরতা : সাইয়েদ সাহেব (রহ.) -এর উস্তাদ মোবারক শাহের বাড়ী মাদরাসার অতি সন্নিকটে ছিল। তার ঘরের দরজা মাদরাসার দিকেই ছিল। এক রাতে মোবারক শাহ (রহ.) ছাত্ররা কী করছে তা দেখার জন্য চুপচাপ ঘর থেকে

বের হলেন এবং চলতে চলতে মীর সাইয়্যেদ শরীফ (রহ.) -এর কামরার সামনে এসে থামলেন। এ সময় মীর সাহেব পিছনের পড়া পড়ছিলেন। এভাবে পড়তে পড়তে এক পর্যায়ে তিনি বলতে লাগলেন– "গ্রন্থকার এ মাসআলাটি এভাবে উপস্থাপন করেছেন, ব্যাখ্যাকারক মাসআলাটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, মুহতারাম উস্তাদ এ সম্পর্কে এ কথা বলেছেন এবং আমি এ মাসআলাটি এভাবে বয়ান করছি।"

এ মাসআলা সম্পর্কে স্বীয় ছাত্রের এ বর্ণনাটি মোবারক শাহ (রহ.) -এর এতই পছন্দ হল যে, তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। তদুপরি এ ঘটনা তিনি এত বেশি প্রভাবান্বিত হলেন যে, পরদিন সকাল থেকে সাইয়েদ শরীফের জন্য পৃথক দরসের ব্যবস্থা করেদিলেন।

সুলূক ও তাছাওউফ : মীর সাহেব (রহ.) ইলমে জাহেরের সাথে সাথে ইলমে বাতেন দ্বারাও অলংকৃত হয়েছিলেন। তিনি হযরত খাজা সাইয়েদ বাহাউদ্দীন (রহ.) এর খলীফা খাজা আলাউদ্দীন মোহাম্মদ আত্তার বোখারী (রহ.) -এর নিকট থেকে আধ্যাত্মিক সাধনা করার পর খেলাফত লাভে ধন্য হন। মীর সাহেব বলেন, আমি আল্লাহ পর্যন্ত যতটুকু পৌঁছা দরকার ততটুকু ততক্ষণ পর্যন্ত পৌঁছতে পারিনি, যতক্ষণ না আমি খাজা আত্তার (রহ.) -এর খেদমতে উপস্থিত হই।

কর্মজীবন : মীর সাইয়েদ শরীফ (রহ.) জাহেরী ও বাতেনী ইলমের ধারক -বাহক হিসেবে সারাটি জীবন নিজেকে ইলমে দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত রাখেন। কিছুদিন রোমে অবস্থানের পর তিনি পারস্যের সিরাজ নগরে চলে আসেন। সেখানে বিশ বছর যাবত ইলমে দ্বীন প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিক সাধনার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে পারস্যের তৎকালীন শাসক শাহ শুজা তাঁকে শাহী দরবারে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিশাল সংবর্ধনা ও সম্মান জ্ঞাপন করেন। বাদশাহ তৈমূর লং -এর অধীনে সমরকন্দ যখন ইবনে বতুতার ভাষায় "পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ সুন্দর ও মনোরম নগরী" তে পরিণত হয়, তখন মীর সাইয়েদ শরীফ (রহ.) সমরকন্দে এসে ইলমে দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত হন।

ইন্তেকাল : ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে তৈমূর লং যখন মারা যান, তখন তিনি সমরকন্দ ত্যাগ করে সিরাজ নগরীতে ফিরে আসেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সেখানে ইলমে দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত থাকেন এবং ৬ই রবিউল আওয়াল, ৮১৬ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন।

রচনাবলী : আল্লামা সাইয়েদ শরীফ (রহ.) অসংখ্য অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন : ছুগরা কুবরা, তরজমাতুল কোরআনিল কারীম,(ফারসী ভাষায়), হাশিয়ায়ে বায়যাবী, হাশিয়ায়ে মিশকাত শরীফ, হাশিয়ায়ে হিদায়া, হাশিয়ায়ে শরহে মাতালে', ছরফে মীর, তা'রীফুল আশয়া, মীর কুতবী, নাহবেমীর ইত্যাদি।

সূচীপত্র

নবম পাঠ ঃ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ইসম -এর প্রকারভেদ

দশম পাঠ ঃ اسم متمكن এর اعراب এর বর্ণনা

প্রথম অধ্যায় ঃ আমলকারী হরফসমূহের বর্ণনা

দ্বিতীয় অধ্যায় আমলকারী ফে'লসমূহের বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ফায়েল ও মাফউল -এর বর্ণনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ফায়েলের প্রকারভেদ ও তার হুকুম

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ফে'লে মুতাআদ্দী-এর প্রকারভেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ আফআলে নাকেছা-এর বর্ণনা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ আফয়ালে মুকারাবার বর্ণনা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ আফআলে মাদ্হ ওয়া যম-এর বর্ণনা

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ আফআলে তাআজ্জুব-এর বর্ণনা

তৃতীয় অধ্যায় ঃ আমলকারী ইসমসমূহের বর্ণনা

عامل معنوى এর বর্ণনা

পরিশিষ্ট

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ توابع বা অনুগামী পদের বর্ণনা

(সমাপ্ত)

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ - وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক। আর পরকালের শুভ পরিণাম পরহেযগারদের জন্য। দরূদ ও শান্তি বর্ষিত হোক সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের উপর।

হামদ ও সালাতের পর, তুমি জেনে রেখ, (আল্লাহ তোমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন) এটি ইলমে নাহব সম্পর্কে লিখিত একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব। আরবী শব্দ ভাণ্ডার মুখস্ত করার পর, শব্দের রূপান্তর সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন এবং ইলমুছ ছরফের গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরসমূহ আয়ত্বে আনার পর এ কিতাবটি (যথাযথভাবে অধ্যয়ন করলে) আরবী ভাষা শিক্ষার্থীকে অতি সহজেই আরবী তারকীব বা বাক্য গঠন পদ্ধতির দিকে পথ দেখাবে এবং অতি দ্রুত মু'রাব, মবনীর পরিচয় লাভে ও আরবী ইবারত পড়ায় (আল্লাহ তা'আলার তৌফিকে) যোগ্যতা ও শক্তি সঞ্চার করবে।

প্রথম পাঠ

শব্দের পরিচয় ও প্রকারভেদ

প্রশ্ন ঃ ইলমে নাহু কাকে বলে? ইলমে নাহু -এর উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয় কি?

উত্তর ঃ বিভিন্ন শব্দকে যুক্ত ও বিন্যস্ত করার নিয়মাবলীকে ইলমে নাহু বলে, নির্ভূল বাক্য গঠন ইলমে নাহু -এর উদ্দেশ্য। বাক্য ও বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের শেষাবস্থা ইলমে নাহু -এর আলোচ্য বিষয়।

প্রশ্ন ঃ আরবী ভাষায় ব্যবহৃত (অর্থবোধক) শব্দ কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ দুই প্রকার (১) مفرد (একক শব্দ) (২) مركب (যৌগিক শব্দ)

প্রশ্ন ঃ مفرد কাকে বলে?

উত্তর ঃ অর্থবোধক একক শব্দকে مفرد বলে। مفرد এর অপর নাম كلمه

প্রশ্ন ঃ كلمۃ কত প্রকার ও কি কি ?

উত্তর ঃ كلمه তিন প্রকার।

(১) اسم (বিশেষ্য) যেমন ঃ رَجُلٌ (একজন পুরুষ)।

(২) فعل (ক্রিয়া) যেমন ঃ ضَرَبَ (সে একজন পুরুষ মারল)।

(৩) حرف (অব্যয়) যেমন ঃ هَلْ (কি?)

প্রশ্ন مركب কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ দুই বা ততোধিক শব্দের সমষ্টিকে مركب বলে। مركب দুই প্রকার

(১) مركب مفيد (পূর্ণ অর্থবোধক শব্দসমষ্টি বা বাক্য)

(২) مركب غير مفيد (অপূর্ণ অর্থবোধক শব্দসমষ্টি বা বাক্যাংশ)

অনুশীলনী

১। مركب শব্দের পাশে ✔ চিহ্ন দাও।

قَلَمٌ - هٰذَا الْكِتَابُ - رَمَضَانُ - اَنَا تِلْمِيْذٌ -

২। দুটি مفرد কে যোগ করে مركب তৈরী কর।

رب + نا -كتاب + جديد- معلم + نا - كتاب + الله- نبي + نا

দ্বিতীয় পাঠ
مركب مفيد এর পরিচয় ও প্রকারভেদ

প্রশ্ন ঃ مركب مفيد কাকে বলে? مركب مفيد কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ مركب مفيد (পূর্ণবাক্য) ঐ مركب (শব্দ সমষ্টি) কে বলে. যার বক্তা তার বক্তব্য বলে চুপ করলে শ্রোতা তা থেকে কোন খবর বা তলব (চাহিদা) বুঝতে পারে।
মুরাক্কাবে মুফীদ-এর অপর নাম জুমলা ও কালাম।

جملہ দুই প্রকার

(১) جمله خبريه (সংবাদমূলক বাক্য)

(২) جمله انشائيه (রচনামূলক বাক্য)

প্রশ্ন ঃ جمله خبريه কাকে বলে ? উহা কত প্রকার ও কি কি ?

উত্তর ঃ جمله خبريه ঐ مركب مفيد কে বলে যার বক্তা (বা বক্তব্য) কে সত্য ও মিথ্যার গুণে গুণান্বিত করা যায়।

جمله خبريه দুই প্রকার।

(১) جمله اسميه (নামবাচক বাক্য)

(২) جمله فعليه (ক্রিয়াবাচক বাক্য)

প্রশ্ন ঃ جمله اسميه কাকে বলে ? جمله اسميه -এর প্রথম অংশকে কি বলে এবং দ্বিতীয় অংশকে কি বলে ?

উত্তর ঃ جمله خبريه এর প্রথম অংশ اسم হলে তাকে جمله اسميه বলে। যেমন- زَيْدٌ عَالِمٌ (যায়েদ জ্ঞানী)

جمله اسميه এর প্রথম অংশটি مسند اليه , যাকে مبتدا (উদ্দেশ্য) বলে এবং দ্বিতীয় অংশটি مسند , যাকে خبر (বিধেয়) বলে।

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১২৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রশ্ন ঃ جملہ فعلیہ কাকে বলে ? جملہ فعلیہ-এর প্রথম অংশকে কি বলে এবং দ্বিতীয় অংশকে কি বলে ?

উত্তর ঃ جملہ خبریہ এর প্রথম অংশ فعل হলে তাকে جملہ فعلیہ বলে। যেমন ঃ ضَرَبَ زَيْدٌ (যায়েদ প্রহার করেছে)

جملہ فعلیہ এর প্রথম অংশটি مسند যাকে ফেল বলে এবং দ্বিতীয় অংশটি مسند الیہ (উদ্দেশ্য) যাকে ফায়েল বলে।

প্রশ্ন ঃ مسند الیہ ও مسند কাকে বলে ?

উত্তর ঃ مسند হুকুমকে বলে। যার উপর হুকুম লাগানো হয় তাকে مسند الیہ বলে। অর্থাৎ বাক্যে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাকে مسند الیہ (উদ্দেশ্য) বলে। আর مسند الیہ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় তাকে مسند (বিধেয়) বলে। আর উভয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাকে اسناد বা نسبت تامہ বলে।

প্রশ্ন ঃ اسم কি مسند الیہ ও مسند উভয়টি হতে পারে ?

উত্তর ঃ اسم মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহি উভয়টিই হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ فعل কি مسند الیہ হতে পারে?

উত্তর ঃ فعل মুসনাদ হতে পারে, মুসনাদ ইলাইহি হতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ حرف কি مسند الیہ ও مسند হতে পারে ?

উত্তর ঃ حرف মুসনাদ কিংবা মুসনাদ ইলাইহি কোনটিই হতে পারে না।

অনুশীলনী

১। جملہ-এর প্রকার এবং مسند ও مسند الیہ নির্ণয় কর।

كَتَبْتُ - اَنَا مَرِيْضٌ - اَلْغُرْفَةُ وَاسِعَةٌ - مَاتَ رَجُلٌ .

ذَهَبَ مَاجِدٌ - اَلْكَعْبَةُ بَيْتُ اللّٰهِ - اَلْمَسْجِدُ جَمِيْلٌ .

اَلزَّهْرَةُ جَمِيْلَةٌ - رَاشِدٌ تِلْمِيْذٌ .

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১২৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রশ্ন ঃ جملہ انشائیہ কাকে বলে?

উত্তর ঃ জুমলায়ে ইনশাইয়্যাহ্ ঐ مرکب مفید কে বলে যার বক্তা (বা বক্তব্য) কে সত্য ও মিথ্যার গুণে গুণান্বিত করা যায় না।

প্রশ্ন ঃ جملہ انشائیہ কত প্রকার ও কি কি ?

উত্তর ঃ جملہ انشائیہ বেশ কয়েক প্রকার। (মূল কিতাবে দশ প্রকার উল্লেখ আছে)

(১) امر (নির্দেশসূচক বাক্য) যেমন ঃ اِضْرِبْ (তুমি প্রহার করো)

(২) نہی (নিষেধসূচক বাক্য) যেমনঃ لَا تَضْرِبْ (তুমি প্রহার করো না)

(৩) استفہام (প্রশ্নবোধক বাক্য) যেমন ঃ هَلْ ضَرَبَ زَيْدٌ

(যায়েদ কি প্রহার করেছে ?)

(৪) تمنی (আকাঙ্খাবোধক বাক্য) যেমন ঃ لَيْتَ زَيْدًا حَاضِرٌ

(আহা! যায়েদ যদি উপস্থিত হতো!)

(৫) ترجی (আশাব্যঞ্জক বাক্য) যেমন ঃ لَعَلَّ عَمْرًوا غَائِبٌ

(আশা করা যায় যে আমর অনুপস্থিত থাকবে)

(৬) عقود (চুক্তিমূলক বাক্য) যেমন ঃ بِعْتُ ، وَاشْتَرَيْتُ

(আমি বিক্রি করলাম, আমি কিনলাম।)

(৭) ندا (আহবানসূচক বাক্য) যেমন ঃ يَا اَللّٰهُ (হে আল্লাহ)

(৮) عرض (অনুযোগমূলক বাক্য) যেমন ঃ

اَلَا تَنْزِلُ بِنَا فَتُصِيْبَ خَيْرًا

(তুমি আমাদের নিকট আসনা কেন, তাহলে তোমার ভাল হত)

(৯) قسم (শপথমূলক বাক্য) যেমন ঃ وَاللّٰهِ لَاَضْرِبَنَّ زَيْدًا

(খোদার কসম! আমি যায়েদকে মারব)

(১০) تعجب (আশ্চর্যবোধক বাক্য) যেমন ঃ

مَا اَحْسَنَهٗ (সে কত সুন্দর) اَحْسِنْ بِهٖ (সে কি চমৎকার)

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১২৭ ও ১২৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রশ্ন ঃ মূল কিতাবে উল্লেখ করা হয়নি এমন কয়েকটি জুমলায়ে ইনশাইয়্যাহ উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ কিতাবে উল্লেখ করা হয়নি এমন কয়েকটি جملہ انشائیہ নিম্নরূপ ঃ

(ক) دعا (মঙ্গল বা অমঙ্গল কামনা) যেমন ঃ جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا
(আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন)

(খ) مدح (প্রশংসাসূচক বাক্য) যেমন ঃ نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ
(যায়েদ বড় ভাল লোক)

(গ) ذم (নিন্দা জ্ঞাপক বাক্য) যেমন ঃ بِئْسَ الرَّجُلُ زَيْدٌ
(যায়েদ বড়ই খারাপ লোক)

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত جملہ সমূহের মধ্যে কোনটি جملہ خبریہ এবং কোনটি جملہ انشائیہ নির্দিষ্ট কর।

اِضْرِبْ زَيْدًا - لَاتَقُمْ عَلٰى سَقْفٍ - اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ .
اَلصَّلٰوةُ قَائِمَةٌ - اَلْوَلَدُ مَرِيْضٌ - مَاتَ خَالِدٌ .

২। নিম্নলিখিত বাক্যসমূহে جملہ انشائیہ-এর প্রকার চিহ্নিত কর ঃ

لَيْتَ زَيْدًا عَالِمٌ - هَلْ بَكْرٌ ضَرَبَ عَمْرًوا - اِذْهَبْ بِكِتَابِىْ .
وَاللّٰهِ لَاَذْهَبَنَّ - لَعَلَّ اللّٰهَ يُوَفِّقُنَا صَلَاحًا - لَاتَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ
وَلَا تَنْهَرْهُمَا - اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ؟ يَا زَيْدُ - مَا اَحْسَنَ زَيْدًا .

তৃতীয় পাঠ

مركب غير مفيد এর পরিচয় ও প্রকারভেদ

প্রশ্ন ঃ مركب غير مفيد কাকে বলে?

উত্তর ঃ مركب غير مفيد ঐ مركب কে বলে যার বক্তা তার বক্তব্য বলে শেষ করলে শ্রোতা তা থেকে কোন খবর বা তলব (চাহিদা) বুঝতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ مركب غير مفيد কত প্রকার ও কি কি ?

উত্তর ঃ مركب غير مفيد তিন প্রকার ঃ

(১) مركب اضافى (সম্বন্ধ পদ) যেমন - غُلَامُ زَيْدٍ

(২) مركب بنائى (সংযুক্ত অপরিবর্তনশীল পদ) যেমন - أَحَدَ عَشَرَ

(৩) مركب منع صرف (সংযুক্ত রূপান্তরহীন পদ) যেমন - بَعَلَبَكُّ

প্রশ্ন ঃ مركب اضافى কাকে বলে ? এবং مركب اضافى -এর প্রথম ও দ্বিতীয় অংশকে কি বলে? এবং مضاف اليه -এর اعراب কি হয়?

উত্তর ঃ مركب اضافى সম্বন্ধ পদকে বলে। মুরাক্কাবে এযাফী এর প্রথম অংশকে مضاف এবং দ্বিতীয় অংশকে مضاف اليه বলে। مضاف اليه সর্বদা مجرور (যের বিশিষ্ট) হয়। যেমন ঃ غُلَامُ زَيْدٍ (যায়েদের গোলাম) এখানে غُلَامُ শব্দটি مضاف এবং زَيْدٍ শব্দটি مضاف اليه

প্রশ্ন ঃ اضافت- مضاف ও مضاف اليه কাকে বলে?

উত্তর ঃ একটি এসেমকে অন্য একটি এসেমের সাথে সম্বন্ধ করাকে اضافت বলে। যে এসেমকে اضافت করা হয়ে তাকে مضاف বলে। যার সাথে সম্বন্ধ করা হয় তাকে مضاف اليه বলে।

প্রশ্ন ঃ مضاف ও مضاف اليه -এর হুকুম কি?

উত্তর ঃ (ক) مضاف-এর শুরুতে الف-لام আসবে না।

(খ) مضاف -এর শেষে تنوين আসবে না।

(গ) اضافت -এর সময় تثنيه ও جمع مذكر سالم -এর نون থাকবে না।

(ঘ) مضاف ও مضاف اليه মিলে পূর্ণ বাক্য হয় না।

(ঙ) مضاف اليه সর্বদা জের বিশিষ্ট হয়।

প্রশ্ন ঃ مركب بنائى কাকে বলে ?

উত্তর ঃ مركب بنائى ঐ مركب غير مفيد কে বলে যাতে দুটি ইস্‌মকে এক করা হয় এবং দ্বিতীয় ইস্‌মটির পূর্বে একটি হরফ লুকায়িত থাকে, যেমন ঃ اَحَدَ عَشَرَ (এগার) থেকে تِسْعَةَ عَشَرَ (উনিশ) পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দগুলি।

প্রশ্ন ঃ اَحَدَ عَشَرَ ও تِسْعَةَ عَشَرَ শব্দ দুটি মূলতঃ কি ছিল?

উত্তর ঃ এগুলো মূলতঃ اَحَدٌ وَّعَشَرٌ এবং تِسْعَةٌ وَّ عَشَرٌ ছিল। واؤ কে حذف (বিলুপ্ত) করে দুইটি اسم কে এক করা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ এ শব্দগুলির اعراب কি হবে?

উত্তর ঃ اَحَدَ عَشَرَ থেকে تِسْعَةَ عَشَرَ পর্যন্ত সংখ্যগুলি مبنى على الفتح (সর্বাবস্থায় যবর বিদ্যমান) থাকবে তবে اِثْنَا عَشَرَ এর ব্যতিক্রম। কারণ এর প্রথমাংশ معرب (পরিবর্তনশীল)

প্রশ্ন ঃ مركب منع صرف কাকে বলে ?

উত্তর ঃ مركب منع صرف ঐ مركب غير مفيد কে বলে যাতে দুটি اسم কে এক করা হয়, কিন্তু দ্বিতীয় اسم এর পূর্বে কোন حرف লুকায়িত থাকে না। যেমনঃ بَعْلَبَكٌّ (একটি শহরের নাম)

অধিকাংশ আলেমদের মতে مركب منع صرف এর প্রথমাংশ مبنى على الفتح (সর্বাবস্থায় যবর বিদ্যমান) এবং দ্বিতীয়াংশ معرب (পরিবর্তনশীল)।

প্রশ্ন ঃ শহরের নাম بَعْلَبَكٌّ ও حَضَرَ مَوْتٌ রাখা হলো কেন?

উত্তর ঃ بَعْلَبَكٌّ এটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। بَعْلٌ একটি মুর্তির নাম بَكٌّ এক বাদশাহ্‌র নাম। সে বাদশাহ্ ঐ মূর্তির পূজা করত। পরবর্তীতে তার ও তার মুর্তির নাম চির স্মরণীয় করে রাখার জন্য সে তার শহরের নামকরণ করেছে بَعْلَبَكٌّ - حَضَرَ مَوْتٌ এটিও দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। حَضَرَ অর্থ উপস্থিত হয়েছে مَوْتٌ অর্থ মৃত্যু। অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি পথিমধ্যে আকস্মিকভাবে মারা যাওয়ার কারণে সে স্থানটি حَضَرَ مَوْتٌ নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ مركب غير مفيد -এর উপরোল্লেখিত প্রকার ছাড়াও আরও কোন প্রকার আছে কি ?

উত্তর ঃ مركب غير مفيد এর আরো কয়েকটি প্রকার পাওয়া যায়।

(১) مركب توصيفى যা موصوف এবং তার صفت দ্বারা ঘঠিত হয়।) যেমন ঃ رَجُلٌ عَالِمٌ (যার গুণ বর্ণনা করা হয় তাকে موصوف এবং গুণটিকে صفت বলা হয়।)

(২) مركب صوتى (যা একটি ইসম এবং একটি আওয়াজ দ্বারা গঠিত হয়।) যেমন ঃ سِيْبَوَيْهِ (এখানে سِيْبَ একটি اسم এবং وَيْهِ (একটি আওয়াজ)

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে مركب غير مفيد চিহ্নিত কর ঃ

جَلِيْسُ السُّوْءِ شَيْطَانٌ - رَسُوْلُ اللّٰهِ - رَبَّنَا - حَجُّ الْبَيْتِ - كِتَابٌ جَدِيْدٌ - عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ . عِنْدِىْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا - قَرَأَ غُلَامُ الرَّجُلِ - اِسْلَامْ آبَادْ بَلَدٌ قَدِيْمٌ - حَضَرَ مَوْتُ بَلَدٌ مَغْضُوْبٌ .

২। আল কুরআনুল কারীম থেকে مركب غير مفيد ও مركب مفيد -এর তিনটি করে উদাহরণ দাও।

চতুর্থ পাঠ
বাক্য গঠন প্রণালী

প্রশ্ন ঃ مركب غير مفيد কি পূর্ণ বাক্য হতে পারে?

উত্তর ঃ مركب غير مفيد সর্বদা বাক্যের অংশ হয়। (কখনো পূর্ণ বাক্য হতে পারে না।) যেমন ঃ

غُلَامُ زَيْدٍ قَائِمٌ - عِنْدِىْ اَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا - جَاءَ بَعْلَبَكُّ

প্রশ্ন ঃ جملہ বা বাক্য গঠন করতে হলে কতটি كلمه প্রয়োজন?

উত্তর ঃ কোন جملہ বা বাক্য দুটি কালিমার কমে গঠিত হতে পারে না। চাই তা لفظا (প্রকাশ্যে) হোক যেমন ঃ زَيْدٌ قَائِمٌ বা تقديرا (অপ্রকাশ্যে) হোক যেমন ঃ اِضْرِبْ এর মধ্যে انت শব্দটি লুকায়িত আছে। দুইয়ের অধিক কালিমা দ্বারাও বাক্য গঠিত হয়। তবে এই আধিক্যের কোন সীমা নেই।

প্রশ্ন ঃ বাক্যের মধ্যে শব্দ বেশি হওয়ার কয়েকটি উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ বাক্যে কখনো তিনটি কালেমা হয়। যেমন ঃ ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا

কখনো চার কালেমা হয়। যেমন ঃ ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا ضَرْبًا

কখনো পাঁচ কালেমা হয়। যেমন ঃ ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا ضَرْبًا شَدِيْدًا

আবার কখনো তার চেয়েও বেশি হয়। বেশির কোন সীমা নেই।

প্রশ্ন ঃ جملہ বা বাক্যের মধ্যে শব্দের সংখ্যা বেশী হলে কয়টি কাজ করলে বাক্যের সঠিক অর্থ জানা যাবে?

উত্তর ঃ جملہ (বাক্য) এর মধ্যে শব্দ যখন বেশী হয়ে যাবে, তখন দেখতে হবে-(১) কোনটি اسم , কোনটি فعل, কোনটি حرف,
(২) কোনটি معرب (মুরাব), কোনটি مبنى (মাবনী),
(৩) কোনটি عامل (আমেল), কোনটি معمول (মা'মুল),
(৪) كلمه গুলির পরস্পর সম্পর্ক কি তাও জানতে হবে।

এ কাজগুলো করলে مسند এবং مسند اليه বের করা সহজ হয়ে যাবে এবং এর ফলে বাক্যের সুস্পষ্ট অর্থ সঠিকভাবে জানা যাবে।

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১২৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

পঞ্চম পাঠ

ইস্‌ম, ফে'ল ও হরফের আলামতসমূহ

প্রশ্ন ঃ اسم কাকে বলে ?

উত্তর ঃ (১) اسم ঐ শব্দকে বলে যে নিজেই নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে এবং তার মধ্যে তিন যমানার কোন যমানা পাওয়া যায়না যেমন ঃ رَجُلٌ (একজন পুরুষ)।

প্রশ্ন ঃ اسم -এর আলামত কয়টি ও কি কি ?

উত্তর ঃ اسم এর আলামত ১১টি

(১) শব্দের শুরুতে الف لام যুক্ত হওয়া। যেমনঃ اَلْحَمْدُ (সমস্ত প্রশংসা)

(২) (শব্দের শুরুতে) حرف جار যুক্ত হওয়া। যেমনঃ بِزَيْدٍ (যায়েদের সাথে)

(৩) (শব্দের শেষাক্ষরে) তানবীন যুক্ত হওয়া। যেমন ঃ زَيْدٌ

(৪) مسند اليه হওয়া। যেমন ঃ زَيْدٌ قَائِمٌ (যায়েদ দন্ডায়মান)

(৫) مضاف (সম্বন্ধপদ) হওয়া। যেমন ঃ غُلَامُ زَيْدٍ (যায়েদের গোলাম)

(৬) مصغر (ক্ষুদ্রতাবাচক বিশেষ্য) হওয়া। যেমন ঃ قُرَيْشٌ (কুরাইশ বংশীয় লোক)।

(৭) منسوب (সম্পর্কমূলক বিশেষ্য) হওয়া। যেমন ঃ بَغْدَادِيٌّ (বাগদাদের অধিবাসী)

(৮) مثنى (দ্বিবচন) হওয়া। যেমন ঃ رَجُلَانِ (দুইজন পুরুষ)

(৯) مجموع (বহুবচন) হওয়া। যেমন ঃ رِجَالٌ (পুরুষগুলি)

(১০) موصوف (গুণবিশিষ্ট বিশেষ্য) হওয়া। যেমন ঃ جَاءَ رَجُلٌ عَالِمٌ (একজন জ্ঞানী লোক এসেছেন)।

(১১) (শব্দের শেষে) تائے متحرك (হরকত বিশিষ্ট 'তা') যুক্ত হওয়া। যেমন ঃ ضَارِبَةٌ (প্রহারকারিণী)

প্রশ্ন ঃ مكبر ও مصغر কাকে বলে ? ঃ

উত্তর ঃ تصغير (ক্ষুদ্রাকৃতি) تعظيم (সম্মান), تحقير (নিন্দা) বা شفقت (আদর) বুঝানোর জন্য কোন শব্দকে فعيل - فعيعل এবং فعيليل এর ওযনে গঠন করাকে تصغير বলে। যে اسم কে تصغير করা হয়, তাকে مصغر বলে। যে ইস্‌মকে تصغير করা না হয় তাকে مكبر বলে।

প্রশ্ন ঃ منسوب কাকে বলে?

উত্তর ঃ কোন কিছুর সাথে সম্পর্কিত বুঝানোর জন্য কোন শব্দের শেষে يائے نسبتى যোগ করলে সেই শব্দকে منسوب বলে। যেমন ঃ بنغلاديشىٌ (বাংলাদেশী)

প্রশ্ন ঃ فعل কাকে বলে ?

উত্তর ঃ যে শব্দ নিজের অর্থ নিজেই প্রকাশ করে এবং এতে তিন যামানার কোন একটি যামানা পাওয়া যায় তাকে ফে'ল বলে।

প্রশ্ন ঃ فعل-এর علامت কয়টি ও কি কি ?

উত্তর ঃ فعل এর আলামত ৮টিঃ

(১) (শব্দের পূর্বে) قد আসা। যেমন ঃ قد ضرب (সে প্রহার করেছে)

(২) (শব্দের শুরুতে) س আসা। যেমন ঃ سيضرب (অচিরেই সে মারবে)

(৩) (শব্দের পূর্বে) سوف আসা। যেমন ঃ سوف يضرب (অনতিবিলম্বে সে মারবে।)

(৪) (শব্দের পূর্বে) حرف جازم আসা। যেমন ঃ لم يضرب (সে প্রহার করেনি)

(৫) (শব্দের সাথে) ضمير مرفوع متصل যুক্ত হওয়া। যেমন ঃ ضربت (আমি মেরেছি)

(৬) (শব্দের শেষে) تائے ساكنه (জযম বিশিষ্ট تاء) যুক্ত হওয়া। যেমনঃ ضربت (সে একজন মহিলা প্রহার করেছে)।

(৭) امر হওয়া। যেমন ঃ اِضْرِبْ (তুমি প্রহার কর।)
(৮) نهى হওয়া। যেমন ঃ لَاتَضْرِبْ (তুমি প্রহার কর না)।

প্রশ্ন ঃ حرف কাকে বলে ?

উত্তর ঃ যে শব্দ নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে না বরং তার অর্থ প্রকাশ করার জন্য অন্য শব্দের প্রতি মুখাপেক্ষী হয় তাকে حرف বলে।

প্রশ্ন ঃ حرف -এর আলামত কি?

উত্তর ঃ اسم এবং فعل এর কোন আলামত না থাকাই হরফের আলামত।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত جمله গুলিতে কি كلمه উহ্য রয়েছে বল ঃ

اِضْرِبْ - لَاتَضْرِبْ - قَالَ - فَعَلُوْا - قَالَتَا - اِذْهَبُوْا -

২। مركب غير مفيد বাক্যের অংশ হওয়ার তিনটি উদাহরণ পেশ কর।

৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে ইসম, ফে'ল ও হরফ চিহ্নিত কর ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - جَاءَ رَجُلَانِ - مَرَرْتُ بِزَيْدٍ .
صَعِدَ عَلَى الشَّجَرَةِ - سَيَذْهَبُ زَيْدٌ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ - لَمْ يَقُلْ .
اُنْصُرْ - هُوَ مَدَنِيٌّ - لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ .

ষষ্ঠ পাঠ

مبنی ও معرب -এর পরিচয়

প্রশ্ন ঃ كلمه -এর শেষ অবস্থা পরিবর্তন হওয়া না হওয়ার ভিত্তিতে আরবী শব্দ কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ كلمه -এর শেষ অবস্থা পরিবর্তন হওয়া না হওয়ার ভিত্তিতে আরবী শব্দসমূহ মোট দুই প্রকার।

(১) معرب (পরিবর্তনশীল) (২) مبنی (অপরিবর্তনশীল)

প্রশ্ন ঃ معرب কাকে বলে?

উত্তর ঃ معرب ঐ শব্দকে বলে যার পূর্বে বিভিন্ন ধরনের আমেল আসার কারণে তার শেষাক্ষর বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। যেমন ঃ

جَاءَ زَيْدٌ - رَأَيْتُ زَيْدًا - مَرَرْتُ بِزَيْدٍ

বাক্যসমূহে زَيْدٌ শব্দটি। এখানে جَاءَ শব্দটি আমেল زَيْدٌ শব্দটি মুরাব, رفع এরাব, 'দাল' محل اعراب

প্রশ্ন ঃ مبنی কাকে বলে ?

উত্তর ঃ مبنی ঐ শব্দকে বলে যার পূর্বে বিভিন্ন ধরনের আমেল আসার কারণে তার শেষাক্ষর বিভিন্ন রূপ ধারণ করে না। যেমন ঃ هؤلاء শব্দটি – (مَرَرْتُ بِهٰؤُلَاءِ - رَأَيْتُ هٰؤُلَاءِ - جَاءَ هٰؤُلَاءِ) হালাতে রফা, হালাতে নছব ও হালাতে জর সর্বাবস্থায় একই রকম থাকে।

প্রশ্ন ঃ اعراب কাকে বলে ?

উত্তর ঃ معرب -এর শেষের পরিবর্তনের অবস্থাকে اعراب বলে।

প্রশ্ন ঃ اعراب কত প্রকার ও কি কি ?

উত্তর ঃ اعراب দুই প্রকার যথা ঃ

(১) اعراب بالحركات যেমন ঃ ضمه - فتح - كسره - جزم

(২) اعراب بالحروف যেমন ঃ واو - الف - يا - نون اعرابی

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১২৮ ও ১২৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রশ্ন ঃ حالت কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ আমেল এসে মু'রাবের শেষে যে বিভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি করে তাকে حالت বলে। حالت মোট চার প্রকার। যথা ঃ

(১) حالت رفعی (২) حالت نصبی (৩) حالت جری (৪) حالت جزمی

প্রশ্নঃ محل اعراب কাকে বলে?

উত্তর ঃ اعراب প্রকাশের স্থানকে محل اعراب বলে? যেমনঃ جَاءَ زَيْدٌ বাক্যে زَيْدٌ শব্দের শেষাক্ষর دال টি محل اعراب

প্রশ্ন ঃ عامل কাকে বলে? এবং عامل কত প্রকার ও কি কি ?

উত্তর ঃ যে জিনিস معرب -এর শেষাবস্থাকে পরিবর্তন করে তাকে عامل বলে। عامل চার প্রকার। যথা ঃ

(১) عامل رافع (২) عامل ناصب

(৩) عامل جار (৪) عامل جازم

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত জুমলাসমূহে আমেল এবং محل إعراب নির্ণয় কর ঃ

ذَهَبَ خَالِدٌ - اَعْطَيْتُ بَكْرًا -قَالَ قَائِلٌ - لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيْدِ كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ - قَرَأَ زَيْدٌ الْكِتَابَ - جَلَسَ الْمُعَلِّمُ عَلَى الْكُرْسِيِّ نَحْنُ نَحْتَرِمُ الْمُعَلِّمَ - سَلِّمْ عَلَى الْأُسْتَاذِ .

সপ্তম পাঠ

مبنى ও معرب -এর প্রকারভেদ

প্রশ্ন ঃ مبنى কত প্রকার ও কি কি ?

উত্তর ঃ مبنى দু প্রকার ঃ (১) مبنى اصل (২) مبنى بالمشابه

প্রশ্ন ঃ مبنى اصل কয়টি?

উত্তর ঃ مبنى اصل ৩টি। যথা-

(১) حروف (২) جمله فعل ماضى (৩) امر حاضر معروف

প্রশ্নঃ উপরোক্ত তিন প্রকার শব্দ ছাড়াও কি কোন শব্দ مبنى আছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ আছে। فعل مضارع -এর যে সমস্ত ছীগায় نون جمع مونث এবং نون تاكيد পাওয়া যায় সেগুলো মাবনী। অনুরূপ اسم غير متمكن মাবনী। (সুতরাং মাবনী মোট পাঁচ প্রকার হল।)

প্রশ্ন ঃ اسم متمكن কাকে বলে?

উত্তর ঃ اسم متمكن ঐ اسم কে বলে যা مبنى اصل এর সাথে সাদৃশ্য রাখে না।

প্রশ্ন ঃ معرب কত প্রকার ও কি কি ?

উত্তর ঃ معرب দুই প্রকার।

(১) اسم متمكن যদি বাক্যে ব্যবহৃত হয়।

(২) فعل مضارع যদি نون جمع مؤنث এবং نون تاكيد থেকে খালি হয়।

অতএব দেখা গেল যে, আরবী ভাষায় মাত্র দুই প্রকার শব্দ معرب আর বাকী সব শব্দ مبنى

অনুশীলনী

১। নিম্নে বর্ণিত উদাহরণসমূহে মুরাব ও মবনী নির্ধারণ কর ঃ

أُولَاءِ - مُوْسٰى - عِيْسٰى - هٰؤُلَاءِ - عَمْرًوا - حَمْرَاءُ - اَللّٰهُ

حُبْلٰى - كِتَابٌ - قَلَمٌ - دَرْسٌ - نَصَرْتُ - اِضْرِبْ

২। فعل مضارع -এর যে সব ছীগা মাবনী এগুলোর তিনটি করে উদাহরণ দাও।

অষ্টম পাঠ

اسم غير متمكن -এর প্রকারভেদ

প্রশ্ন ঃ اسم غير متمكن কাকে বলে?

উত্তর ঃ اسم غير متمكن ঐ اسم কে বলে যা اصل مبنى -এর সাথে সামঞ্জস্য রাখে।

প্রশ্ন ঃ اسم غير متمكن কত প্রকার ও কি কি ?

উত্তর ঃ اسم غير متمكن মোট ৮ প্রকার।

(১) مضمرات (২) اسمائے اشارات (৩) اسمائے موصولات
(৪) اسمائے افعال (৫) اسمائے اصوات (৬) اسمائے ظروف
(৭) اسمائے كنايات (৮) مركب بنائى

প্রথম প্রকার

مضمرات (সর্বনাম)

প্রশ্ন ঃ ضمير কাকে বলে?

উত্তর ঃ اسم ظاهر (প্রকাশ্য ইসম) এর পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয় তাকে যমীর বলে। বাংলায় যমীরকে সর্বনাম বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ যমীর কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ যমীর পাঁচ প্রকার।

(১) ضمير مرفوع متصل (ক্রিয়া সংযুক্ত কর্তৃকারকের সর্বনাম)
(২) ضمير مرفوع منفصل (ক্রিয়া থেকে পৃথক কর্তৃকারকের সর্বনাম)
(৩) ضمير منصوب متصل (ক্রিয়া সংযুক্ত কর্মকারকের সর্বনাম)
(৪) ضمير منصوب منفصل (ক্রিয়া থেকে পৃথক কর্মকারকের সর্বনাম)
(৫) ضمير مجرور متصل (সম্বন্ধপদের সংযুক্ত সর্বনাম)

প্রশ্ন ঃ ضمير مرفوع متصل কাকে বলে ?

উত্তর ঃ ضمير مرفوع متصل ঐ যমীরকে বলে যা عامل رافع -এর সাথে মিলিত হয়ে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন ঃ ضمير مرفوع متصل কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ ضمير مرفوع متصل ১৪টি। যথা ঃ

(১) ضَرَبْتُ (আমি মেরেছি) (২) ضَرَبْنَا (আমরা মেরেছি)

(৩) ضَرَبْتَ (তুমি (পুং) মেরেছো) (৪) ضَرَبْتُمَا (তোমরা দুজন (পুং) মেরেছো)

(৫) ضَرَبْتُمْ (তোমরা সকল (পুং) মেরেছো) (৬) ضَرَبْتِ (তুমি (স্ত্রী) মেরেছো)

(৭) ضَرَبْتُمَا (তোমরা দুজন (স্ত্রী) মেরেছো) (৮) ضَرَبْتُنَّ (তোমরা সকল (স্ত্রী) মেরেছো)

(৯) ضَرَبَ সে (পুং) মেরেছে) (১০) ضَرَبَا (তারা দুজন (পুং) মেরেছে)

(১১) ضَرَبُوْا (তারা সকল (পুং) মেরেছে) (১২) ضَرَبَتْ (সে (স্ত্রী) মেরেছে)

(১৩) ضَرَبَتَا (তারা দুজন (স্ত্রী) মেরেছে) (১৪) ضَرَبْنَ (তারা সকল (স্ত্রী) মেরেছে)

প্রশ্ন ঃ ضمير مرفوع منفصل কাকে বলে?

উত্তর ঃ ضمير مرفوع منفصل ঐ যমীরকে বলে যা عامل رافع থেকে পৃথক ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন ঃ ضمير مرفوع منفصل কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ ضمير مرفوع منفصل ১৪টি। যথা ঃ

(১) اَنَا (আমি) (২) نَحْنُ (আমরা দুজন (পুং/স্ত্রী)

(৩) اَنْتَ (তুমি পুং) (৪) اَنْتُمَا (তোমরা দুজন (পুং)

(৫) اَنْتُمْ (তোমরা সকল (পুং) (৬) اَنْتِ (তুমি (স্ত্রী)

(৭) اَنْتُمَا (তোমরা দুজন (স্ত্রী) (৮) اَنْتُنَّ (তোমরা সকল (স্ত্রী)

(৯) هُوَ (সে (পুং) (১০) هُمَا (তারা দুজন (পুং)

(১১) هُمْ (তারা সকল (পুং) (১২) هِيَ (সে (স্ত্রী)

(১৩) هُمَا (তারা দুজন (স্ত্রী) (১৪) هُنَّ (তারা সকল (স্ত্রী)

প্রশ্ন ঃ ضمير منصوب متصل কাকে বলে?

উত্তর ঃ ضمير منصوب متصل ঐ যমীরকে বলে যা ناصب عاملএর সাথে মিলিত হয়ে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন ঃ ضمير منصوب متصل কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ ضمير منصوب متصل ১৪টি। যথা ঃ

(১) ضَرَبَنِىْ (সে আমাকে মেরেছে)

(২) ضَرَبَنَا (সে আমাদেরকে মেরেছে)

(৩) ضَرَبَكَ (সে তোমাকে (পুং) মেরেছে)

(৪) ضَرَبَكُمَا (সে তোমাদের দুজন (পুং) কে মেরেছে)

(৫) ضَرَبَكُمْ (সে তোমাদের সকল (পুং) কে মেরেছে)

(৬) ضَرَبَكِ (সে তোমাকে (স্ত্রী) মেরেছে)

(৭) ضَرَبَكُمَا (সে তোমাদের দুজন (স্ত্রী) কে মেরেছে)

(৮) ضَرَبَكُنَّ (সে তোমাদের সকল (স্ত্রী) কে মেরেছে)

(৯) ضَرَبَهٗ (সে তাকে (পুং) মেরেছে)

(১০) ضَرَبَهُمَا (সে তাদের দুজন (পুং) কে মেরেছে)

(১১) ضَرَبَهُمْ (সে তাদের সকল (পুং) কে মেরেছে)

(১২) ضَرَبَهَا (সে তাকে (স্ত্রী) মেরেছে)

(১৩) ضَرَبَهُمَا (সে তাদের দুজন (স্ত্রী) কে মেরেছে)

(১৪) ضَرَبَهُنَّ (সে তাদের সকল (স্ত্রী) কে মেরেছে)

প্রশ্ন ঃ ضمير منصوب منفصل কাকে বলে?

উত্তর ঃ ضمير منصوب منفصل ঐ যমীরকে বলে যা ناصب عامل থেকে পৃথক ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন ঃ ضمير منصوب منفصل কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ ضمير منصوب منفصل ১৪টি। যথা ঃ

(১) اِيَّایَ (আমাকে) (২) اِيَّانَا (আমাদেরকে)

(৩) اِيَّاكَ [তামাকে (পুং) (৪) اِيَّا كُمَا [তোমাদের দুজনকে(পুং)]

(৫) اِيَّاكُمْ [তোমাদের সকল (পুং)] কে (৬) اِيَّاكِ [তোমাকে (স্ত্রী)]

(৭) اِيَّاكُمَا [তোমাদের দুজনকে (স্ত্রী) কে] (৮) اِيَّاكُنَّ [তোমাদের সকল (স্ত্রী) কে]

(৯) اِيَّاهُ [তাকে (পুং)] (১০) اِيَّاهُمَا [তাদের দুজন (পুং)কে]

(১১) اِيَّاهُمْ [তাদের সকল (পুং) কে] (১২) اِيَّاهَا [তাকে (স্ত্রী) কে]

(১৩) اِيَّاهُمَا [তাকে দুজন (স্ত্রী) কে] (১৪) اِيَّاهُنَّ [তাদের সকল (স্ত্রী)কে]

প্রশ্ন ঃ ضمير مجرور متصل কাকে বলে?

উত্তর ঃ مضاف বা حرف جار এর সাথে মিলিত যমীরকে **ضمير مجرور متصل** বলে ।

প্রশ্ন ঃ ضمير مجرور متصل কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ ضمير مجرور متصل ১৪টি। যথা ঃ

حرف جار -এর সাথে মিলিত ضمير مجرور متصل

(১) لِیْ (আমার) (২) لَنَا (আমাদের)

(৩) لَكَ [তোমার (পুং)] (৪) لَكُمَا [তামাদের (দুজন পুঃ)]

(৫) لَكُمْ [তোমাদের (সকল পুং)] (৬) لَكِ [তোমার (স্ত্রী)]

(৭) لَكُمَا [তোমাদের (দুজনস্ত্রী) (৮) لَكُنَّ [তোমাদের (সকল স্ত্রী)]

(৯) لَهٗ [তার (পুং)] (১০) لَهُمَا [তাদের (দুঃ পুঃ]

(১১) لَهُمْ [তাদের সকলের (পুং)] (১২) لَهَا [তার (স্ত্রী)]

(১৩) لَهُمَا [তাদের (দুঃ স্ত্রী)] (১৪) لَهُنَّ [তাদের (স ঃ স্ত্রী)]

ضمير مجرور متصل -এর সাথে মিলিত مضاف (ইসম)

(১) دَارِيْ (আমার বাড়ী) (২) دَارُنَا (আমাদের বাড়ী)

(৩) دَارُكَ (তোমার [একঃ পুঃ] বাড়ী) (৪) دَارُكُمَا (তোমাদের [দুঃপুঃ] বাড়ী)

(৫) دَارُكُمْ (তোমাদের [সঃ পুঃ] বাড়ী) (৬) دَارُكِ (তোমার [এক স্ত্রী] বাড়ী)

(৭) دَارُكُمَا (তোমাদের [দুঃ স্ত্রী] বাড়ী) (৮) دَارُكُنَّ (তোমাদের [সঃস্ত্রী] বাড়ী)

(৯) دَارُهُ (তাহার [এক পুঃ] বাড়ী) (১০) دَارُهُمَا (তাহাদের [দুঃ পুঃ] বাড়ী)

(১১) دَارُهُمْ (তাহাদের [সঃ পুঃ] বাড়ী) (১২) دَارُهَا (তাহার [এক স্ত্রী] বাড়ী)

(১৩) دَارُهُمَا (তাহাদের [দুঃ স্ত্রী] বাড়ী) (১৪) دَارُهُنَّ (তাহাদের [সঃ স্ত্রী] বাড়ী)।

দ্বিতীয় প্রকার

اسمائے اشارات (ইঙ্গিতসূচক বিশেষ্যসমূহ)

প্রশ্ন ঃ اسمائے اشارة কাকে বলে?

উত্তর ঃ যে সকল اسم দ্বারা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয় সেগুলোকে اسمائے اشارة বলে।

প্রশ্ন ঃ مشار اليه কাকে বলে?

উত্তর ঃ اسم اشاره দ্বারা যে ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়, তাকে مشار اليه বলে।

প্রশ্ন ঃ اسمائے اشاره কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ اسمائے اشاره তেরটি। যথা ঃ

১. এক বচন مذكر এর ক্ষেত্রে - ذا

২. এক বচন مؤنث এর ক্ষেত্রে- تَا. تِيْ. تِهْ. تِهِيْ. ذِهْ. ذِهِيْ تِهِيْ

৩. দ্বি বচন مذكر এর ক্ষেত্রে- ذَا - ذَانِ - ذَيْنِ

৪. দ্বি বচন مؤنث এর ক্ষেত্রে- تَانِ - تَيْنِ

৫. বহু বচন مذكر ও مؤنث উভয় ক্ষেত্রে-- اُولَاءِ - اُولِيْ

তৃতীয় প্রকার

اسمائے موصولہ (সম্বন্ধসূচক বিশেষ্যসমূহ)

প্রশ্ন ঃ اسمائے موصولہ কাকে বলে?

উত্তর ঃ اسمائے موصولہ এমন اسم কে বলে যার উদ্দেশ্য পরবর্তী জুমলা দ্বারা নির্ধারিত হয়।

প্রশ্ন ঃ صلہ কাকে বলে?

উত্তর ঃ যে জুমলা اسم موصول এর উদ্দেশ্য নির্ধারিত করে তাকে صلہ বলে।

প্রশ্ন ঃ عائد কাকে বলে?

উত্তর ঃ صلہ এর মধ্যে সাধারণত একটি ضمیر থাকে, যা اسم موصول এর দিকে ফিরে, তাকে ضمیر عائد বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ اسمائے موصولہ কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ اسمائے موصولہ বারটি। যথা ঃ

১. এক বচন مذکر -এর ক্ষেত্রে- اَلَّذِيْ

২. দ্বি বচন مذکر -এর ক্ষেত্রে- اَللَّذَانِ - اَللَّذَيْنِ

৩. বহু বচন مذکر -এর ক্ষেত্রে- اَلَّذِيْنَ

৪. এক বচন مؤنث -এর ক্ষেত্রে- اَلَّتِيْ

৪. দ্বি বচন مؤنث -এর ক্ষেত্রে- اَللَّتَانِ - اَللَّتَيْنِ

৫. বহু বচন مؤنث -এর ক্ষেত্রে- اَللَّاتِيْ - اَللَّوَاتِيْ

৬. غير ذوي العقول -এর ক্ষেত্রে- مَا

৭. ذوي العقول -এর ক্ষেত্রে- مَنْ

৮. مذکر -এর ক্ষেত্রে- اَيٌّ

৯. مؤنث -এর ক্ষেত্রে- اَيَّةٌ

১০. مذکر ও ও مؤنث উভয়ের ক্ষেত্রে- الف لام بمعنى الذي ইসমে ফায়েল ও ইসমে মাফউলে আসে। যেমন ঃ اَلضَّارِبُ - اَلْمَضْرُوْبُ

১১. বনী তাঈ গোত্রের ভাষারীতি অনুযায়ী ذُوْ শব্দটিও اَلَّذِيْ এর অর্থে আসে। যেমন ঃ جَاءَنِيْ ذُوْ ضَرَبَكَ (অর্থাৎ اَلَّذِيْ ضَرَبَكَ)

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১২৮ ও ১২৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রশ্ন ঃ أَيٌّ ও أَيَّةٌ শব্দ দু'টি মু'রাব না মাবনী?

উত্তর ঃ أَيٌّ এবং أَيَّةٌ শব্দ দুটি এক অবস্থায় مبنى তিন অবস্থায় معرب ।

প্রশ্ন ঃ أَيٌّ ও أَيَّةٌ কোন অবস্থায় معرب কোন অবস্থায় مبنى?

উত্তর ঃ أَيٌّ এবং أَيَّةٌ শব্দ দুটি যখন مضاف হয় এবং তার صله উল্লেখ করা না হয়, তখন مبني । যেমন ঃ أَيُّهُمْ قَائِمٌ

আর বাকী তিন অবস্থায় معرب

১. শব্দ দুটি مضاف হবে এবং صدرصله উল্লেখ থাকবে।

যেমন ঃ أَيُّهُمْ هُوَ قَائِمٌ

২. শব্দ দুটি مضاف হবে না এবং صدرصله উল্লেখ থাকবে না।

যেমন ঃ أَيٌّ قَائِمٌ

৩. শব্দ দুটি مضاف হবে না, কিন্তু صدر صله উল্লেখ থাকবে।

যেমন ঃ أَيٌّ هُوَ قَائِمٌ

চতুর্থ প্রকার

اسمائے افعال (ফেল এর অর্থবোধক ইস্‌মসমূহ)

প্রশ্ন ঃ اسمائے افعال কাকে বলে?

উত্তর ঃ اسمائے افعال - اسم فعل এর বহু বচন। اسم فعل এমন কালিমা যা ওযন ও কাঠামোগত اسم হলেও فعل এর অর্থ প্রদান করে।

প্রশ্ন ঃ اسمائے افعال কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ اسمائے افعال দুই প্রকার ঃ যথা ঃ

(১) ঐ সমস্ত اسمائے افعال যেগুলো امر حاضر এর অর্থ প্রকাশ করে। যেমন ঃ هَلُمَّ (এসো) حَيَّهَلْ (এসো) بَلْهَ (ছাড়) رُوَيْدَ (সুযোগ দাও)

(২) ঐ সমস্ত اسمائے افعال যেগুলো فعل ماضى এর অর্থ প্রকাশ করে। যেমন ঃ هَيْهَاتَ (দূর হয়েছে) شَتَّانَ (পৃথক হয়েছে)

পঞ্চম প্রকার

اسمائے اصوات (ধ্বনিসূচক শব্দসমূহ)

প্রশ্ন ঃ اسمائے اصوات কাকে বলে?

উত্তর ঃ যে সকল শব্দ দ্বারা কোন পশু-পাখি অথবা মানুষের আওয়াজ নকল করা হয় তাকে اسمائے اصوات বলে। যেমন ঃ اُحْ اُحْ (কাশির শব্দ) اُفْ (ব্যথা বেদনার শব্দ) بَخٍّ (আনন্দ প্রকাশের শব্দ) نَخٍّ উট বসানোর শব্দ) غَاقْ (কাকের আওয়াজ)।

ষষ্ঠ প্রকার

اسمائے ظروف (স্থান বা কালসূচক ইস্‌মসমূহ)

প্রশ্ন ঃ اسمائے ظروف কাকে বলে?

উত্তর ঃ যে সকল اسم কোন কাজের সময় অথবা স্থান বুঝায় তাকে اسمائے ظروف বলে।

প্রশ্ন ঃ اسمائے ظروف কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ اسمائے ظروف দুই প্রকার।

(১) ظرف زمان (কালসুচক বিশেষ্য)

যেমন ঃ اِذْ - اِذَا - مَتٰى - كَيْفَ - اَيَّانَ - اَمْسِ - مُذْ - مُنْذُ - قَطُّ - عَوْضَ - قَبْلُ - بَعْدُ

(২) ظرف مكان (স্থানবাচক বিশেষ্য)

প্রশ্ন ঃ কোন কোন اسمائے ظروف কখন معرب আবার কখন مبني হয়?

উত্তর ঃ যে সকল اسمائے ظروف কখনো معرب ও কখনো مبني হয় তা হল- قَبْلُ - بَعْدُ . تَحْتُ - قُدَّامُ

এই ইসমগুলো দুই অবস্থায় معرب ও এক অবস্থায় مبني হয়।

১. مضاف اليه প্রকাশ্যে থাকবে। যেমন ঃ قَبْلَ اَيَّامٍ

২. অথবা যখন আদৌ مضاف হবে না। যেমন ঃ رُبَّ بَعْدٍ خَيْرٌ مِنْ قَبْلٍ
উক্ত দুই অবস্থায় معرب

(৩) আর যখন তার مضاف اليه মনে মনে থাকবে তখন সেগুলো ضمه এর উপর مبني হবে। যেমন ঃ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ

প্রশ্ন ঃ যে সকল ظروف أسمائے সর্বদা معرب হয় সেগুলো কি কি?

উত্তর ঃ اَمَامٌ . وَرَاءٌ . خَلْفٌ . يَمِيْنٌ . شِمَالٌ

সপ্তম প্রকার
اسمائے کنایات (অস্পষ্ট ইঙ্গিতসূচক বিশেষ্যসমূহ)

প্রশ্ন ঃ اسمائے کنایات কাকে বলে?

উত্তর ঃ যে সকল اسم দ্বারা কোন অস্পষ্ট সংখ্যা, কথা বা কাজের প্রতি ইঙ্গিত করা হয় তাদেরকে اسمائے کنایات বলে।

প্রশ্ন ঃ اسمائے کنایات কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ اسمائے کنایات দুই প্রকার।

১. সংখ্যার প্রতি ইঙ্গিত বাচক। যেমন ঃ كَمْ . كَذَا

২. কথা বা কাজের প্রতি ইঙ্গিত বাচক যেমন ঃ كَيْتَ . ذَيْتَ

অষ্টম প্রকার
مرکب بنائی (সংযুক্ত অপরিবর্তনশীল পদ)

যেমন ঃ اَحَدَعَشَرَ -এর আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

অনুশীলনী

১। নিম্নোক্ত বাক্যগুলোতে ضمير এর প্রকার নির্ণয় কর।

اَطَعْنَا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ

২। নিম্নলিখিত اسمائے اشارات ও اسمائے موصوله এর কোনটি مذكر এবং কোনটি مؤنث এবং কোনটি واحد কোনটি تثنيه এবং কোনটি جمع বল।

ذَانِ - اُولَاءِ - تَا - ذَيْنِ - تِهْ - ذِهْ - ذَا - تَيْنِ - ذِهِيْ -
اَلَّذَيْنِ - اَللَّوَاتِىْ - اَلَّتِىْ - اَلَّذَانِ - اَللَّتَيْنِ - اَللَّاتِىْ - اَيَّةٌ - اَىٌّ

নবম পাঠ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে اسم -এর প্রকারভেদ

✪ জেনে রাখা উচিত যে, (নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট হওয়ার দিক থেকে) اسم দুই প্রকার। যথা ঃ (১) معرفه (নির্দিষ্ট) (২) نكره (অনির্দিষ্ট)

প্রশ্ন ঃ معرفة কাকে বলে?

উত্তর ঃ معرفه এমন ইসমকে বলে যদ্বারা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বুঝায়। যেমন ঃ شَمْسٌ . مَدْرَسَةٌ. بَكْرٌ

প্রশ্ন ঃ معرفة কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ معرفه সাত প্রকার।

(১) مضمرات (সর্বনাম) যেমন ঃ نَحْنُ . اَنَا

(২) اعلام (নামবাচক বিশেষ্য) যেমন ঃ عَمْرٌو - زَيْدٌ

(৩) اسمائے اشارات যেমন ঃ ذَانِ . ذَا

(৪) اسمائے موصوله যেমন ঃ اَلَّذِيْنَ . اَلَّذِيْ

(৫) معرف بالنداء (حرف ندا দ্বারা নির্দিষ্ট বিশেষ্য) যেমন ঃ يَا رَجُلُ

(৬) معرف باللام যেমন ঃ اَلرَّجُلُ (লোকটি)

(৭) معرف بالاضافة অর্থাৎ معرف بالنداء ব্যতীত বাকী পাঁচটি معرفه এর প্রতি যে اسم মুযাফ্ হয়, যেমন ঃ

غُلَامُهٗ (তারগোলাম) غُلَامُ زَيْدٍ (যায়েদের গোলাম)

غُلَامُ هٰذَا (ঐ ব্যক্তির গোলাম) غُلَامُ الرَّجُلِ (লোকটির গোলাম)

غُلَامُ الَّذِىْ عِنْدِىْ (তার গোলাম যে আমার নিকট আছে)

প্রশ্ন ঃ نكرة কাকে বলে?

উত্তর ঃ نكره এমন ইসমকে বলে যা অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বুঝায়।

যেমন ঃ رَجُلٌ (একটি লোক) এবং فَرَسٌ (একটি ঘোড়া)।

লিঙ্গ হিসেবে ইসম -এর প্রকারভেদ

প্রশ্ন ঃ লিঙ্গ হিসেবে اسم কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ লিঙ্গ হিসেবে اسم দুই প্রকার।

(১) مذكر (পুংলিঙ্গ) যেমন ঃ رَجُلٌ (একজন পুরুষ)

(২) مؤنث (স্ত্রীলিঙ্গ) যেমন ঃ اِمْرَأَةٌ (একজন মহিলা)

প্রশ্ন ঃ مذكر কাকে বলে?

উত্তর ঃ مذكر এমন ইসমকে বলে যাতে علامت تانيث (স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন) পাওয়া যায় না । যেমন رَجُلٌ (পুরুষ)।

প্রশ্ন ঃ مؤنث কাকে বলে?

উত্তর ঃ مؤنث এমন ইমসকে বলে যাতে علامت تانيث পাওয়া যায়। যেমন ঃ اِمْرَأَةٌ (মহিলা)

প্রশ্ন ঃ مؤنث এর আলামত কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ مؤنث এর আলামত চারটি।

১। تاء ملفوظه (স্পষ্ট 'তা') যেমন ঃ طَلْحَةٌ (একজনের নাম)
২। الف مقصورة (হ্রস্ব আলিফ)১ যেমন ঃ حُبْلٰى (গর্ভবতী মহিলা)
৩। الف ممدوده (দীর্ঘ আলিফ)২ যেমন ঃ حَمْرَاءُ (সুন্দরী মহিলা)
৪। تائے مقدره (উহ্য 'তা')৩ যেমন اَرْضٌ (পৃথিবী)

প্রশ্ন ঃ اَرْضٌ মূলত কি ছিল?

উত্তর ঃ اَرْضٌ শব্দটি মূলত ঃ اَرْضَةٌ ছিল। কেননা اَرْضٌ এর তাছগীর اُرَيْضَةٌ ব্যবহৃত হয়। আর কোন শব্দের تصغير করলে তার মূল রূপ প্রকাশ পায়। এ ধরনের مؤنث কে مؤنث سماعى (শ্রুতি নির্ভর স্ত্রীলিঙ্গ) বলে।

প্রশ্ন ঃ مؤنث কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ مؤنث দুই প্রকার।

(১) مونث حقيقى (প্রকৃত স্ত্রীলিঙ্গ)

(২) مونث لفظى বা مؤنث غير حقيقى (শব্দগত স্ত্রীলিঙ্গ)

প্রশ্ন ঃ **مؤنث حقيقى** কাকে বলে?

উত্তর ঃ مؤنث حقيقى ঐ مؤنث কে বলে যার বিপরীতে কোন পুরুষ জীব পাওয়া যায়। যেমন ঃ اِمْرَأَةٌ এর বিপরীতে رَجُلٌ এবং نَاقَةٌ (উষ্ট্রি) এর বিপরীতে جَمَلٌ (উট) পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ঃ **مؤنث لفظى** কাকে বলে?

উত্তর ঃ مؤنث لفظى ঐ مؤنث কে বলে যার বিপরীতে কোন পুরুষ জীব পাওয়া যায় না। যেমন ঃ ظُلْمَةٌ (অন্ধকার) এবং قُوَّةٌ (শক্তি)

বচন হিসেবে ইসম এর প্রকারভেদ

প্রশ্ন ঃ বচন হিসেবে اسم কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ বচন হিসাবে ইসম তিন প্রকার ঃ

(১) واحد (একবচন) যেমন ঃ كِتَابٌ

(২) مثنى (দ্বিবচন) যেমন ঃ كِتَابَانِ

(৩) مجموع (বহুবচন) যেমন ঃ كُتُبٌ

প্রশ্ন ঃ **واحد - مثني** ও **مجموع** কাকে বলে?

উত্তর ঃ

✪ واحد ঐ اسم কে বলা হয় যদ্দারা একজন ব্যক্তি বা বস্তু বুঝায়।

যেমন ঃ رَجُلٌ (একজন পুরুষ)

✪ مثنى ঐ اسم কে বলে যার শেষাংশে আলিফ অথবা ইয়া পূর্বাক্ষর যবর এবং نون مكسوره যোগ করার ফলে দুজন ব্যক্তি বা বস্তু বুঝায়। যেমন ঃ رَجُلَيْنِ - رَجُلَانِ (দুজন পুরুষ)

✪ جمع ঐ اسم কে বলে যার واحد এর গঠনে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য পরিবর্তন করার ফলে দু'য়ের অধিক ব্যক্তি বা বস্তু বুঝায়।

প্রকাশ্য পরিবর্তন, যেমন : رَجُلٌ এর বহুবচন رِجَالٌ অপ্রকাশ্য পরিবর্তন যেমন : فلك (নৌকাগুলি) তার ওয়াহেদও فلك যদি তা قُفُلٌ এর ওজনে ধরা হয় তখন ওয়াহেদ। আর যদি أُسُدٌ এর ওজনে ধরা হয় তখন جمع

প্রশ্ন : শব্দ হিসেবে جمع কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : শব্দ হিসেবে جمع দুই প্রকার।

(১) جمع تكسير (অনিয়মিত বহুবচন)

(২) جمع تصحيح (নিয়মিত বহুবচন)

প্রশ্ন : جمع تكسير কাকে বলে?

উত্তর : جمع تكسير ঐ جمع কে বলে যাতে واحد এর وزن ঠিক থাকে না। যেমন : رَجُلٌ এর বহুবচন رِجَالٌ - مَسْجِدٌ -এর বহুবচন مَسَاجِدُ

প্রশ্ন : جمع تكسير বানানোর নিয়ম কি?

উত্তর : তিন অক্ষর বিশিষ্ট (ثلاثى) শব্দের جمع تكسير বানানোর নির্দিষ্ট কোন وزن নেই। এগুলো سماعي অর্থাৎ শ্রুতি নির্ভর। তবে চার অক্ষর বিশিষ্ট (رباعى) এবং পাঁচ অক্ষরবিশিষ্ট (خماسى) শব্দের جمع تكسير সাধারণতঃ فعالل এর وزن এ ব্যবহৃত হয়। যেমন : جَعْفَرٌ (এক ব্যক্তির নাম) এর বহুবচন جَعَافِرُ এবং جَحْمَرِشٌ (অতিবৃদ্ধা) এর বহুবচন جَحَامِرُ এখানে পঞ্চম অক্ষরটিকে (حذف বা) বিলুপ্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন : جمع تصحيح কাকে বলে?

উত্তর : جمع تصحيح ঐ جمع কে বলে যার মধ্যে واحد এর وزن ঠিক থাকে। (এটির অপর নাম جمع سالم)

প্রশ্ন ঃ جمع تصحيح কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ **جمع تصحيح (বা جمع سالم) দুই প্রকার।**

(১) جمع مذكر سالم (বহুবচন পুংলিঙ্গ)

(২) جمع مؤنث سالم (বহুবচন স্ত্রীলিঙ্গ)

প্রশ্ন ঃ جمع مذكر سالم কাকে বলে?

উত্তর ঃ جمع مذكر سالم : ঐ جمع কে বলে যার শেষাংশে واوماقبل مضموم অথবা ياء ماقبل مكسور এবং نون مفتوح সংযুক্ত করা হয়। যেমন- مُسْلِمُوْنَ ، مُسْلِمِيْنَ

প্রশ্ন ঃ جمع مؤنث سالم কাকে বলে?

উত্তর ঃ جمع مؤنث سالم : ঐ جمع কে বলে যার শেষাংশে الف এবং (লম্বা) تاء সংযুক্ত করা হয়। যেমন- مُسْلِمَاتٌ

প্রশ্ন ঃ অর্থ হিসেবে جمع কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ অর্থ হিসাবে جمع দুই প্রকার। যথা ঃ

(১) جمع قلت (কম সংখ্যাবোধক বহুবচন)

(২) جمع كثرت (অধিক সংখ্যাবোধক বহুবচন)

প্রশ্ন ঃ جمع قلت কাকে বলে?

উত্তর ঃ جمع قلت ঐ جمع কে বলে যা তিন থেকে দশের নিম্নে যে কোন সংখ্যক ব্যক্তি বা বস্তু বুঝায়।

প্রশ্ন ঃ جمع قلت এর وزن কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ جمع قلت এর وزن ৪টি। যথা ঃ

(১) اَفْعُلٌ যেমন ঃ اَكْلُبٌ (কুকুরগুলি)

(২) اَفْعَالٌ যেমন ঃ اَقْوَالٌ (বক্তব্য সমূহ)

(৩) اَفْعِلَةٌ যেমন ঃ اَعْوِنَةٌ (মধ্য বয়সী মহিলাগণ)

(৪) فِعْلَةٌ যেমন ঃ غِلْمَةٌ (গোলামগুলি)

এছাড়া আলিফ লাম বিহীন جمع سالم -এর দুটি ওজনও (যেমন ঃ مُسْلِمَاتٌ ও مُسْلِمُوْنَ) جمع قلت হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন ঃ جمع كثرت কাকে বলে?

উত্তর ঃ جمع كثرت ঐ جمع কে বলে যা দশ বা দশ এর অধিক সংখ্যক ব্যক্তি বা বস্তু বুঝায়।

প্রশ্ন ঃ جمع كثرت এর وزن কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ جمع قلت এর ছয়টি ওজন ছাড়া বাকী সমস্ত ওযনই جمع كثرت এর ওজন।

অনুশীলনী

১। কি কি উপায়ে نكره কে معرفه বানানো যায়? উদাহরণ দিয়ে বুঝাও।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলি معرفه না نكره বল–

ذَالِكَ الْكِتَابُ - شَجَرَةٌ - غُلَامُهُ -كِتَابُ هٰذَا الرَّجُلِ - يَاخَادِمُ -

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলি مؤنث حقيقى না কি مؤنث لفظى প্রমাণসহ বুঝিয়ে বল।

نَاقَةٌ - حَقِيْبَةٌ - طَاقَةٌ - صَنْعَةٌ - اِمْرَأَةٌ - دُجَاجَةٌ .

৪। جمع বানানোর নিয়ম কয়টি ও কি কি? প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও।

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বচন নির্দিষ্ট কর এবং واحد হলে তার جمع কি হবে? অথবা جمع হলে তার واحد কি হবে? বল ঃ

جِبَالٌ - نِسَاءٌ - مُؤْمِنَةٌ - فُلْكٌ - غَافِلَاتٌ - حَافِظَةٌ -

দশম পাঠ

اسم متمكن এর اعراب এর বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ اسم معرب এর اعراب কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ اسم معرب এর اعراب তিনটি।

(১) رفع (২) نصب (৩) جر

প্রশ্ন ঃ اعراب হিসেবে اسم متمكن কয় প্রকার?

উত্তর ঃ اعراب হিসেবে اسم متمكن মোট ১৬ প্রকার।

প্রথম প্রকার ঃ مفرد منصرف صحيح । যেমন ঃ زَيْدٌ

দ্বিতীয় প্রকার ঃ مفرد منصرف جارى مجرائے صحيح

(একবচন ছহীহ সমতুল্য ইস্‌ম) যেমন ঃ ظَبْيٌ - دَلْوٌ

তৃতীয় প্রকার ঃ جمع مكسر منصرف যেমন ঃ رِجَالٌ

প্রশ্ন ঃ উপরোক্ত তিন প্রকার ইস্‌ম -এর اعراب কি?

উত্তর ঃ উপরোক্ত তিন প্রকার ইস্‌ম -এর حالت رفع তে জুম্মাহ, حالت نصب এ ফাতহা এবং حالت جر এ কাছরাহ হয়।

حالت رفع যেমন ঃ جَاءَنِیْ زَيْدٌ وَظَبْيٌ وَرِجَالٌ
(আমার নিকট যায়েদ এবং একটি হরিণ ও বহুলোক এসেছে)

حالت نصب যেমন ঃ رَأَيْتُ زَيْدًا وَظَبْيًا وَرِجَالًا
(আমি যায়েদ এবং একটি হরিণ ও বহুলোককে দেখেছি)

حالت جر যেমন ঃ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَظَبْيٍ وَرِجَالٍ
(আমি যায়েদ এবং একটি হরিণ ও বহুলোকের পাশ দিয়ে গমণ করেছি)

প্রশ্ন ঃ مفرد দ্বারা কি বুঝানো হয়ে থাকে?

উত্তর ঃ مفرد দ্বারা একথা বুঝানো হয় যে,

(১) শব্দটি মুফরাদ অর্থাৎ শব্দটি মুরাক্কাব নয়। যেমন কিতাবের শুরুতে বলা হয়েছে– "ব্যবহৃত শব্দ দুই প্রকার ঃ মুফরাদ ও মুরাক্কাব।"

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১২৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

(২) শব্দটি মুফরাদ অর্থাৎ শব্দটি তাছনীয়া ও জমা নয়। এ উদ্দেশ্যেই এখানে মুফরাদ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

(৩) শব্দটি মুফরাদ অর্থাৎ শব্দটি মুযাফ নয়। এ উদ্দেশ্যেই লায়ে নফী জিন্‌স-এর আলোচনায় ব্যবহৃত হয়েছে। যা সামনে আসছে।

(৪) শব্দটি মুফরাদ অর্থাৎ শব্দটি মুযাফ বা মুশাবা মুযাফ নয়। এই উদ্দেশ্যেই হরফে নেদা এর আলোচনায় ব্যবহৃত হয়েছে। এটাও সামনে আসছে।

প্রশ্ন ঃ صحيح ও جارى مجرائے صحيح দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে?

উত্তর ঃ صحيح দ্বারা এমন শব্দ বুঝানো হয়েছে, যার শেষাক্ষরে حرف علت নেই।

جارى مجرائے صحيح দ্বারা এমন শব্দকে বুঝানো হয়েছে যার শেষে حرف علت হলেও তার পূর্বের শব্দ ساكن হয় এ কারণে صحيح এর মত পড়তে সহজ হয়।

চতুর্থ প্রকার ঃ جمع مؤنث سالم

প্রশ্ন ঃ جمع مؤنث سالم এর اعراب কি কি?

উত্তর ঃ جمع مؤنث سالم এর حالت رفع তে ضمة এবং حالت نصب ও جر এ كسره হয়।

حالت رفع যেমন ঃ هُنَّ مُسْلِمَاتٌ (তারা মুসলিম মহিলা)

حالت نصب যেমন ঃ رَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ (মহিলাদেরকে দেখেছি)

حالت جر যেমন ঃ مَرَرْتُ بِمُسْلِمَاتٍ (আমি মহিলাদের নিকট দিয়ে গিয়েছি।)

পঞ্চম প্রকার ঃ غير منصرف

প্রশ্ন ঃ غير منصرف কাকে বলে?

উত্তর ঃ غير منصرف এমন اسم কে বলে যাতে منصرف পড়তে বাধা প্রদানকারী নয়টি اسباب এর দুটি سبب অথবা দুটির সমান একটি سبب পাওয়া যায়।

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১২৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রশ্ন ঃ منصرف পড়তে বাধা প্রদানকারী اسباب কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ منصرف পড়তে বাধা প্রদানকারী اسباب নয়টি। যথা ঃ

(১) عدل (২) وصف (৩) تانيث (৪) معرفه (৫) عجمه

(৬) جمع (৭) تركيب (৮) وزن فعل (৯) الف ونون زائدتان

যেমন ঃ عُمَرُ - اَحْمَرُ - طَلْحَةُ - زَيْنَبُ - اِبْرَاهِيْمُ - مَسَاجِدُ - مَعْدِيْكَرَبُ - اَحْمَدُ عِمْرَانُ -

প্রশ্ন ঃ যে একটি سبب দু'টি سبب এর সমান সেগুলো কি কি?

উত্তর ঃ غير منصرف-এর যে একটি سبب দু'টি سبب এর সমান এগুলো হল-

(১) جمع অর্থাৎ جمع منتهى الجموع-এর اوزان

যেমন ঃ مَسَاجِدُ . مَصَابِيْحُ

(২) تانيث بالالف المقصورة যেমন ঃ حُبْلٰى

(৩) تانيث بالالف الممدودة যেমন ঃ حَمْرَاءُ . سَوْدَاءُ . صَفْرَاءُ

প্রশ্ন ঃ غير منصرف এর اعراب কি?

উত্তর ঃ غير منصرف এর حالت رفع তে জুম্মাহ, حالت نصب এবং حالت جر এ فتحه হয়।

حالت رفع যেমন ঃ جَاءَ عُمَرُ (উমর এসেছে)

حالت نصب যেমন ঃ رَاَيْتُ عُمَرَ (আমি উমরকে দেখেছি)

حالت جر যেমন ঃ مَرَرْتُ بِعُمَرَ (আমি উমরের কাছ দিয়ে গিয়েছি)

ষষ্ঠ প্রকার ঃ اسمائے سته مكبره

প্রশ্ন ঃ اسمائے سته مكبره কি কি?

উত্তর ঃ (১) اَبٌ (বাবা) (২) اَخٌ (ভাই) (৩) حَمٌ (দেবর)

(৪) هَنٌ (লজ্জাস্থান) (৫) فَمٌ (মুখ) (৬) ذُوْ مَالٍ (মালের মালিক)

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৩০ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রশ্ন ঃ اسمائے ستہ مکبرہ এর اعراب কি?

উত্তর ঃ এ ইসমগুলোর حالت رفع তে واؤماقبل مضموم এবং حالت نصب এ الف ماقبل مفتوح এবং حالت جار এ یائےماقبل مکسور হবে।

حالت رفع যেমন ঃ جَاءَ اَبُوْكَ (তোমার পিতা এসেছেন)

حالت نصب যেমন ঃ رَأَيْتُ اَبَاكَ (আমি তোমার পিতাকে দেখেছি)

حالت جر যেমন ঃ مَرَرْتُ بِاَبِيْكَ (আমি তোমার পিতার সাথে গিয়েছি)

প্রশ্ন ঃ اسمائے ستہ مکبرہ এর মাঝে উপরোক্ত اعراب হওয়ার জন্য শর্ত কয়টি?

উত্তর ঃ اسمائے ستہ مکبرہ এর মাঝে উপরোক্ত اعراب হওয়ারে জন্য মোট চারটি শর্ত।

(১) এই ইছমগুলি মুফরাদ হবে। (২) এই ইছমগুলি মুযাফ হবে (৩) এই ইছমগুলি মুছাগ্‌গার হবে না (৪) এই ইছমগুলি یائے متکلم ব্যতীত অন্য কোন ইসম এর দিকে মুযাফ হবে।

প্রশ্ন ঃ اسمائے ستہ مکبرہ বা مصغرة যদি یاء متکلم এর দিকে اضافت হয় তবে তার اعراب কি হবে?

উত্তর ঃ اسمائے ستہ مکبرہ বা مصغرہ যদি یاء متکلم এর দিকে اضافت হয় তবে তার اعراب সর্বাবস্থায় تقديري হবে। যেমন ঃ

جَاءَ أَبِيْ - رَأَيْتُ أَبِيْ - مَرَرْتُ بِأَبِيْ

প্রশ্ন ঃ এ ইসমগুলি যদি مضاف না হয় তাহলে এগুলির اعراب কি হবে?

উত্তর ঃ اسمائے ستہ مکبرہ যদি مضاف না হয় তখন اعراب بالحرکات হবে। যেমন ঃ - جَاءَ الْاَبُ - رَأَيْتُ الْاَبَ - مَرَرْتُ بِالْاَبِ

প্রশ্ন ঃ اسمائے ستہ مصغرة এর اعراب কি?

উত্তর ঃ اسمائے ستہ مصغرة অন্য শব্দের দিকে مضاف হোক বা না হোক সর্বাস্থায় اعراب بالحرکات হবে।

যেমন ঃ جَاءَ اُبَيُّكَ - رَأَيْتُ اُبَيَّكَ - مَرَرْتُ بِاُبَيِّكَ

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৩০ পৃষ্ঠায় দেখুন

সপ্তম প্রকার ঃ **مثنى** (দ্বিবচন) যেমন ঃ رَجُلَانِ (দুজন পুরুষ)

অষ্টম প্রকার ঃ **كِلَا وكِلْتَا** যখন ضمير এর দিকে مضاف হয়।

নবম প্রকার ঃ **اِثْنَانِ واِثْنَتَانِ**

প্রশ্ন ঃ উপরোক্ত তিন প্রকার اسم এর মাঝে কি اعراب হবে?

উত্তর ঃ এই তিন প্রকার اسم এ حالت رفع তে الف - হালাতে নছব এবং حالت جر এ يائے ماقبل مفتوح হবে।

حالت رفع যেমনঃ جَاءَ نِيْ رَجُلَانِ وَكِلَاهُمَا واِثْنَانِ
(আমার নিকট দুইজন পুরুষ /উভয়ে/ দুজন এসেছে)

حالت نصب যেমন ঃ رَاَيْتُ رَجُلَيْنِ وكِلَيْهِمَا واِثْنَيْنِ
(আমি দুইজন পুরুষকে/উভয়কে/ দুজনকে দেখেছি)

حالت جر যেমনঃ مَرَرْتُ بِرَجُلَيْنِ و كِلَيْهِمَا واِثْنَيْنِ
(আমি দুইজন পুরুষের/উভয়ের/দুজনের পাশ দিয়ে গিয়েছি)

দশম প্রকার ঃ **جمع مذكر سالم** যেমন ঃ مُسْلِمُوْنَ

একাদশতম প্রকার ঃ **اُولُوْ** (ذُوْ শব্দের বহুবচন)

দ্বাদশতম প্রকার ঃ عِشْرُوْنَ থেকে تِسْعُوْنَ পর্যন্ত দশক সংখ্যাগুলো

প্রশ্ন ঃ উপরোক্ত তিন প্রকার اسم এর মাঝে কি اعراب হবে?

উত্তর ঃ উপরোক্ত তিন প্রকার اسم এ حالت رفع তে واؤ ماقبل مضموم হালাতে নছবে এবং حالت جر এ يائے ماقبل مكسور হবে।

حالت رفع যেমন ঃ جَاءَ نِيْ مُسْلِمُوْنَ وَاُولُوْ مَالٍ وعِشْرُوْنَ رَجُلًا-

حالت نصب যেমন ঃ رَأَيْتُ مُسْلِمِيْنَ وَاُولِىْ مَالٍ وعِشْرِيْنَ رَجُلًا

حالت جر যেমন ঃ مَرَرْتُ بِمُسْلِمِيْنَ واُولِىْ مَالٍ وعِشْرِيْنَ رَجُلًا

ত্রয়োদশতম প্রকার ঃ اسم مقصور

প্রশ্ন ঃ اسم مقصور কাকে বলে?

উত্তর ঃ اسم مقصور ঐ- اسم কে বলে যার শেষাংশে الف مقصوره পাওয়া যায়। যেমন ঃ مُوْسٰى

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৩০ ও ১৩১ পৃষ্ঠায় দেখুন

চতুর্দশতম প্রকার ঃ غير جمع مذكر سالم مضاف بيائے متكلم

(জমা মুযাক্কার সালেম ব্যতিত অন্য কোন ইস্‌ম متكلم يائے এর দিকে ইযাফত হয়)। যেমন ঃ غُلَامِىْ

প্রশ্ন ঃ উপরোক্ত ইসম -এর মাঝে কি اعراب হয়

উত্তর ঃ উপরোক্ত দুই প্রকার ইসম এর حالت رفع তে তাকদীরী জুম্মা حالت نصب এ তাকদীরী ফাতহা এবং حالت جر এ তাকদীরী কাছরাহ হয়।

حالت رفع	যেমন ঃ	جَاءَنِىْ مُوْسٰى وَغُلَامِىْ
حالت نصب	যেমন ঃ	رَاَيْتُ مُوْسٰى وغُلَامِىْ
حالت جر	যেমন ঃ	مَرَرْتُ بِمُوْسٰى وَغُلَامِىْ

পঞ্চদশতম প্রকার ঃ اسم منقوص

প্রশ্ন ঃ اسم منقوص কাকে বলে?

উত্তর ঃ اسم منقوص ঐ اسم কে বলে যার শেষাংশে يائے ماقبل مكسور হয়। যেমন ঃ الْقَاضِىْ

প্রশ্ন ঃ اسم منقوص এর মাঝে কি اعراب হয়?

উত্তর ঃ اسم منقوص এর حالت رفع তে تقديرى ضمه হালাতে নছব এ لفظى فتحه এবং حالت جر এ تقديرى كسره হয়।

حالت رفع	যেমন ঃ	جَاءَ الْقَاضِىْ
حالت نصب	যেমন ঃ	رَأَيْتُ الْقَاضِىَ
حالت جر	যেমন ঃ	مَرَرْتُ بِالْقَاضِىْ

ষষ্ঠদশতম প্রকার ঃ جمع مذكر سالم مضاف بيائے متكلم

প্রশ্ন ঃ مُسْلِمِىَّ কি ছিল এবং مُسْلِمِىَّ তে কিভাবে রূপান্তরিত হল?

উত্তর ঃ مُسْلِمِىَّ এটা মূলত ঃ مُسْلِمُوْنَ ى ছিল ইযাফতের কারণে نون কে ফেলে দেয়া হলো। তারপর واؤ ساكن কে ياء ساكن দ্বারা

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৩১ পৃষ্ঠায় দেখুন

পরিবর্তন করে এক ياء কে অপর ياء -এর মধ্যে ইদগাম করা হলো তারপর ياء এর সাথে সামঞ্জস্যের জন্য ضمه কে كسره দ্বারা পরিবর্তন করা হলো।

প্রশ্ন ঃ جمع مذكر سالم مضاف بيائے متكلم এর اعراب কি?

উত্তর ঃ তার হালাতে রফাতে تقديرى واؤ - حالت نصب এবং حالت جر এ يائے ماقبل مكسور হয়।

حالت رفع যেমন ঃ جَاءَ مُسْلِمِىَّ

حالت نصب যেমন ঃ رَأَيْتُ مُسْلِمِىَّ

حالت جر যেমন ঃ مَرَرْتُ بِمُسْلِمِىَّ ✪

অনুশীলনী

১। নিম্নবর্ণিত উদাহরণগুলোতে কিরূপে এ'রাব হয়েছে বল।

اَللّٰهُ خَالِقُ الْاَرْضِ - مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ - اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ - اَللّٰهُمَّ انْصُرِ الْمُسْلِمَاتِ - حَصَلَ الطَّالِبُ عَلٰى دَرَجَاتٍ عَالِيَةٍ فِي الْاِمْتِحَانِ - ذَهَبَتْ فَاطِمَةُ اِلَى الْمَدْرَسَةِ - صَدَقَ اَبُوْ سَعِيْدٍ - يُحِبُّ النَّاسُ اَبَاهُ - تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ - اَوْرَقَتِ الشَّجَرَتَانِ - بَشَّرَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ جَنَّةً - اَرْسَلَ اللّٰهُ مُوْسٰى اِلٰى فِرْعَوْنَ - صَدِيْقِىْ تِلْمِيْذٌ جَيِّدٌ - نَحْتَرِمُ الْقَاضِىَ - قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْ اَدْعُوْ اِلَى اللّٰهِ -

---

✪ লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে, এই ১৬ প্রকারে মোট ৯টি পদ্ধতিতে এরাব দেয়া হয়েছে। প্রথম তিন প্রকারে ১ম পদ্ধতি, ৪র্থ প্রকারে দ্বিতীয় পদ্ধতি, ৫ম প্রকারে ৩য় পদ্ধতি, ৬ষ্ঠ প্রকারে ৪র্থ পদ্ধতি, ৭ম, ৮ম ও ৯ম প্রকারে (এই তিনটিতে) ৫ম পদ্ধতি, ১০ম, ১১শ ও ১২শ প্রকার, এই তিনটিতে ৬ষ্ঠ পদ্ধতি, ১৩শ ও ১৪শ প্রকার এই দুইটিতে ৭ম পদ্ধতি, ১৫শ প্রকারে ৮ম পদ্ধতি, ১৬শ প্রকারে ৯ম পদ্ধতি। তম্মধ্যে প্রথম তিনটি পদ্ধতিতে প্রকাশ্যে হরকত হয়েছে। পরবর্তী তিনটি পদ্ধতিতে প্রকাশ্য হরফ হয়েছে এবং শেষ তিনটি পদ্ধতিতে অপ্রকাশ্য এরাব হয়েছে।

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৩১ পৃষ্ঠায় দেখুন

একাদশ পাঠ
فعل مضارع -এর اعراب -এর বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ فعل مضارع -এর اعراب কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ فعل مضارع এর اعراب মোট তিনটি।

(১) رفع (২) نصب (৩) جزم

প্রশ্ন ঃ فعل معرب কাকে বলে?

উত্তর ঃ فعل معرب ঐ فعل কে বলে যার পূর্বে বিভিন্ন ধরনের عامل আসার কারণে তার শেষাক্ষরে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে।

প্রশ্ন ঃ فعل مبني কাকে বলে?

উত্তর ঃ فعل مبني ঐ فعل কে বলে যার পূর্বে বিভিন্ন ধরনের عامل আসলেও তার শেষাক্ষর বিভিন্ন রূপ ধারণ করে না।

প্রশ্ন ঃ فعل مبني কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ فعل مبني চার প্রকার।

(১) فعل ماضي (২) فعل مضارع مع نون جمع مؤنث غائب وحاضر

(৩) مضارع مع نون تاكيد (৪) امر حاضر معروف

প্রশ্ন ঃ فعل معرب কয়টি?

উত্তর ঃ فعل مضارع এর جمع مؤنث غائب وحاضر -এর ছীগা ব্যতিত সমস্ত ছীগা মু'রাব।

প্রশ্ন ঃ فعل مضارع এর কয়টি ছীগা মু'রাব এবং কয়টি ছীগা মাবনী? যে সকল ছীগা মু'রাব এগুলোর اعراب -এর সহজ বর্ণনা দাও।

উত্তর ঃ فعل مضارع -এর ১৪টি ছীগার মধ্যে দু'টি ছীগা جمع مؤنث غائب ও جمع مؤنث حاضر (يَفْعَلْنَ - تَفْعَلْنَ) মাবনী। বাকী বারটি ছীগাকে দু'প্রকারে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম প্রকার হলো نون اعرابی বিহীন ছীগাগুলো। এ ধরনের ছীগা পাঁচটি। যথা ঃ

يَفْعَلُ - تَفْعَلُ - تَفْعَلُ - اَفْعَلُ - نَفْعَلُ - يَفْعَلَانِ تَفْعَلَانِ -
تَفْعَلَانِ - تَفْعَلَانِ -يَفْعَلُوْنَ - تَفْعَلُوْنَ - تَفْعَلِيْنَ .

এই সাতটি صيغه এর اعراب -এর একটি মাত্র অবস্থা, যা চতুর্থ প্রকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ اعراب হিসেবে فعل مضارع কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ اعراب হিসাবে فعل مضارع মোট চার প্রকার।

প্রথম প্রকার ঃ فعل مضارع এর ঐ সকল ছীগা যেগুলি صحيح হয় এবং ضمير এর واحد مؤنث حاضر এবং جمع، تشنيه থেকে খালি হয় যেমন ঃ نَفْعَلُ - اَفْعَلُ - تَفْعَلُ - تَفْعَلُ - يَفْعَلُ

এই ছীগাগুলির হালাতে রফা'তে জুম্মা, হালাতে নছবে ফাতহা, হালাতে জযমে সাকিন হবে।

হালাতে রফা	যেমন ঃ هُوَ يَضْرِبُ
হালাতে নছব	যেমন ঃ لَنْ يَّضْرِبَ
হালাতে জযম	যেমন ঃ لَمْ يَضْرِبْ

দ্বিতীয় প্রকার ঃ উপরোক্ত পাঁচটি صيغه যদি معتل واوى হয়। যেমনঃ يَغْزُوْ অথবা معتل يائى হয়। যেমনঃ يَرْمِىْ

তখন এগুলোর حالت رفع তে تقديرى ضمه এবং حالت نصب এ লফযী ফাতহা এবং হালাতে জযমে হযফে লাম বা শেষাক্ষর লুপ্ত হয়ে যাবে। যেমনঃ

لَمْ يَغْزُ ولَمْ يَرْمِ - لَنْ يَغْزُوَ ويَرْمِىَ - هُوَ يَغْزُوْ ويَرْمِىْ

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৩২ পৃষ্ঠায় দেখুন

তৃতীয় প্রকার ঃ উপরোক্ত পাঁচটি صيغه যদি معتل الفى হয়। যেমনঃ يرضى তাহলে এগুলোর حالت رفع তে تقديرى ضمه এবং حالت نصب এ تقديرى فتحه এবং حالت جزم এ حذف لام অর্থাৎ শেষাক্ষর বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

যেমন ঃ هُوَ يَرْضٰى - لَنْ يَرْضٰى - لَمْ يَرْضَ

চতুর্থ প্রকার ঃ فعل مضارع এর (নুনে এ'রাবীযুক্ত) ঐ সমস্ত ছীগা যেগুলোতে ضمير এর تثنيه وجمع مذكر বা واحد مؤنث পাওয়া যায়। এ ছীগাগুলি চাই صحيح হোক অথবা معتل হউক এগুলোর حالت رفع তে اثبات نون (নুন বিদ্যমান থাকবে) এবং হালাতে নছব ও হালাতে জযমে اسقاط نون (নুন বিলুপ্ত হয়ে যাবে) ✪ যেমন ঃ

তাছনিয়াহ ছহীহ ও মু'তাল হালাতে রফা

هُمَا يَضْرِبَانِ وَيَغْزُوَانِ وَيَرْمِيَانِ وَيَرْضَيَانِ

জমা মুযাক্কার ছহীহ ও মু'তাল হালাতে রফা

هُمْ يَضْرِبُوْنَ وَيَغْزُوْنَ وَيَرْمُوْنَ وَيَرْضَوْنَ

✪ فعل مضارع -এর চৌদ্দটি ছীগার মধ্যে দু'টি ছীগা অর্থাৎ جمع مؤنث غائب ও جمع مؤنث حاضر (يَفْعَلْنَ - تَفْعَلْنَ) মাবনী। বাকী বারটি ছীগাকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম প্রকার হলো نور اعرابى বিহীন صيغه গুলো। এ ধরনের ছীগা মোট পাঁচটি । যথা ঃ يَفْعَلُ - تَفْعَلُ - تَفْعَلُ - اَفْعَلُ - نَفْعَلُ

এই পাঁচটি صيغه - তে তিন পদ্ধতিতে اعراب হয়। এগুলো মূল كتاب-এর মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ প্রকার হলো ঐ صيغه গুলো যেগুলোতে نون اعرابى পাওয়া যায়। এধরনের صيغه মোট ৭টি। যথা- يَفْعَلَانِ - تَفْعَلَانِ - تَفْعَلَانِ - تَفْعَلَانِ - يَفْعَلُوْنَ - تَفْعَلُوْنَ - تَفْعَلِيْنَ.

এই সাতটি ছীগার একটি মাত্র অবস্থা, যা কিতাবে চতুর্থ প্রকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এই হলো ফে'লে মুযারে'র এ'রাবের চার প্রকার।

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৩২ পৃষ্ঠায় দেখুন

ওয়াহেদ মুয়ান্নাছ হাজের ছহীহ ও মু'তাল হালাতে রফা

أَنْتِ تَضْرِبِيْنَ وَتَغْزِيْنَ وَ تَرْمِيْنَ وَتَرْضَيْنَ

তাছনিয়াহ ছহীহ ও মু'তাল হালাতে নছব

لَنْ يَضْرِبَا وَلَنْ يَغْزُوَا وَلَنْ يَرْمِيَا وَلَنْ يَرْضَيَا

হালাতে জযম

وَلَمْ يَضْرِبَا وَلَمْ يَغْزُوَا وَلَمْ يَرْمِيَا وَلَمْ يَرْضَيَا

জমা মুযাক্কার ছহীহ ও মু'তাল হালাতে নছব

لَنْ يَضْرِبُوْا وَلَنْ يَغْزُوْا وَلَنْ يَرْمُوْا وَلَنْ يَرْضَوْا

হালাতে জযম

وَلَمْ يَضْرِبُوْا وَلَمْ يَغْزُوْا وَلَمْ يَرْمُوْا وَلَمْ يَرْضَوْا

ওয়াহেদ মুয়ান্নাছ হাজের ছহীহ ও মু'তাল হালাতে নছব

لَنْ تَضْرِبِيْ وَلَنْ تَغْزِيْ وَلَنْ تَرْمِيْ وَلَنْ تَرْضَيْ

হালাতে জযম

وَلَمْ تَضْرِبِيْ وَلَمْ تَغْزِيْ وَلَمْ تَرْمِيْ وَلَمْ تَرْضَيْ

২

অনুশীলনী

১। নিম্নেবর্ণিত فعل مضارع -এর ছীগাগুলোর اعراب এবং اعراب -এর আলামত বর্ণনা কর।

يَعْبُدُ الْمُسْلِمُ رَبَّهُ - لَنْ يَرْجِعَ اَحَدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ - اُرِيْدُ اَنْ اَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ. لَمْ يَرْجِعْ اَحَدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ - اَلشُّهَدَاءُ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ - اَنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ رَبَّكُمْ - يَرْضَى اللّٰهُ عَنِ الصَّابِرِيْنَ - يَدْعُو اللّٰهُ عِبَادَهُ اِلَى الْجَنَّةِ - نَمْشِيْ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا. لَنْ يَرْضَى الْيَهُوْدُ عَنَّا - سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ - اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ .

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৩২ পৃষ্ঠায় দেখুন

দ্বাদশ পাঠ

عـوامـل -এর বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ عامل কত প্রকার কি কি?

উত্তর ঃ عـامـل দুই প্রকার।

(১) عـامـل لـفـظـى (প্রকাশ্য আমেল)

(২) عـامـل مـعـنـوى (অপ্রকাশ্য আমেল)

প্রশ্ন ঃ عامل لفظي কত প্রকার?

উত্তর ঃ عـامـل لـفـظـى তিন প্রকার। যথা ঃ

(১) حروف (২) افـعـال (৩) اسـمـاء

এ তিন প্রকার আমেল-এর বিবরণ যথাক্রমে তিনটি অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথম অধ্যায়

আমলকারী হরফসমূহের বর্ণনা

[অত্র অধ্যায়ের বিবরণ দুইটি পরিচ্ছেদে দেয়া হয়েছে]

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসম-এর শেষে আমলকারী হরফসমূহের বর্ণনা

حروف عـامـلـه বা আমলকারী হরফ মোট দুই প্রকার।

প্রশ্ন ঃ حروف عاملة কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ حروف عاملة দুই প্রকার।

(১) حـروف عـامـلـه فـى الاسـم (اسـم এর শেষে আমলকারী হরফ)।

(২) حروف عـامـلـه فـى الـفـعـل (ফেল এর শেষে আমলকারী হরফ)

প্রশ্ন ঃ حروف عاملة في الاسم কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ حروف عاملة في الاسم মোট পাঁচ প্রকার।

(১) حروف جار (২) حروف مشبهة بالفعل

(৩) ما ولا المشبهتان بليس (৪) لائے نفي جنس

(৫) حروف نداء

প্রথম প্রকার

حروف الجار (ইসমে জের প্রদানকারী হরফসমূহ)

প্রশ্ন ঃ حروف جار কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ حروف جار (ইসম -এর শেষে যের প্রদানকারী হরফসমূহ) মোট ১৭টি।

(১) بَاء (২) تَاء (৩) كَافٌ (৪) لَامٌ (৫) وَاو

(৬) مُنْذُ (৭) مُذْ (৮) خَلَا (৯) رُبَّ (১০) حَاشَا

(১১) مِنْ (১২) عَدَا (১৩) فِيْ (১৪) عَنْ (১৫) عَلٰى

(১৬) حَتّٰى (১৭) اِلٰى

প্রশ্ন ঃ حروف جار কি আমল করে?

উত্তর ঃ حروف جار ইসম-এর পূর্বে এসে اسم এর শেষাক্ষরে জের দেয়। যেমন ঃ اَلْمَالُ لِزَيْدٍ (সম্পদ যায়েদের)

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে حروف جار চিহ্নিত কর এবং তার আমল বর্ণনা কর।

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ - دَعَوْتُ اَصْدِقَائِيْ خَلَا مَحْمُوْدٍ - رُبَّ عَالِمٍ هَلَكَ بِعِلْمِهٖ - اَنَا اُحِبُّ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ مُنْذُ طُفُوْلَتِيْ - اُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى الْقَطْرَةِ الْاَخِيْرَةِ مِنْ دَمِ الصَّدْرِ - سَلِّمْ عَلٰى مُعَلِّمِكَ .

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৩২ পৃষ্ঠায় দেখুন

দ্বিতীয় প্রকার

حروف مشبه بالفعل

(ফেল এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হরফসমূহ)

প্রশ্ন ঃ حروف مشبه بالفعل কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ حروف مشبه بالفعل মোট ছয়টি।

(১) إِنَّ (২) أَنَّ (৩) كَأَنَّ (৪) لَيْتَ (৫) لٰكِنَّ (৬) لَعَلَّ

প্রশ্ন ঃ حروف مشبه بالفعل কার পূর্বে আসে এবং কি আমল করে?

উত্তর ঃ এ সমস্ত হরফ جمله اسميه এর পূর্বে এসে مبتدا কে نصب এবং خبر কে رفع দেয়। যেমনঃ إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ (নিশ্চয় যায়েদ দণ্ডায়মান)। মুবতাদাকে اسم ان (ان এর ইসম) এবং خبر ان কে (ان এর খবর) বলা হয়।

ফায়দা ঃ إِنَّ এবং أَنَّ কে حروف تحقيق এবং كَأَنَّ কে حرف تشبيه - لَيْتَ কে حرف تمنى - لٰكِنَّ কে حرف استدراك এবং لَعَلَّ কে حرف ترجى বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ تمنى ও ترجى এর মাঝে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ تمنى এবং ترجى উভয়ের মাঝে পার্থক্য এই যে, تمنى তে অসম্ভব কিছু কামনার কথা বলা যায়।

এ কারণেই لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ বলা শুদ্ধ হবে। অপরপক্ষে ترجى দ্বারা এমন বিষয় কামনা করা বুঝায় যা সম্ভব, অসম্ভব নয়। এজন্য لَعَلَّ الشَّبَابَ يَعُوْدُ বলা শুদ্ধ হবে না।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে حروف مشبه بالفعل চিহ্নিত কর এবং তার আমল বর্ণনা কর।

إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ - إِعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ حَلِيْمٌ - كَأَنَّ رَاشِدًا أَسَدٌ - لَعَلَّ الْمَوْتَ قَرِيْبٌ - لَيْتَ أَبَاكَ حَيٌّ - مُحَمَّدٌ غَنِيٌّ لٰكِنَّ أَخَاهُ فَقِيْرٌ .

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৩২ পৃষ্ঠায় দেখুন

তৃতীয় প্রকার

ما و لا المشبهتان بليس

(যে ما ও لا ليس এর মত আমল করে)

প্রশ্ন ঃ ما و لا المشبهتان بليس এর আমল কি এবং এগুলো কার পূর্বে আসে?

উত্তর ঃ এ হরফগুলো جملہ اسمیہ এর পূর্বে এসে لَيْسَ এর মত আমল করে। অর্থাৎ جملہ اسمیہ এর পূর্বে এসে مبتدا কে رفع এবং خبر কে نصب দেয়। যেমনঃ مَا زَيْدٌ قَائِمًا (যায়েদ দন্ডায়মান নয়)। زَيْدٌ কে اسم ما এবং قَائِمًا কে خبرما বলা হয়।

ফায়দা ঃ ما এর ইসম معرفه ও نکره উভয়টি হতে পারে, আর لا এর ইসম সর্বদা نکره হয়। যেমন ঃ لَا رَجُلَ حَاضِرٌ

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে ما ولا المشبهتان بليس এর আমল বর্ণনা কর।

مَا هٰذَا بَشَرًا. لَا وَلَدٌ اِلَّا ذَكِيٌّ . لَا خَالِدٌ حَافِظًا. مَا اَحَدٌ خَيْرًا مِّنْكَ.

لَا صَدِيْقٌ دَائِمًا . مَا زَيْدٌ قَائِمًا . لَا رَجُلٌ كَرِيْمًا .

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৩২ পৃষ্ঠায় দেখুন

চতুর্থ প্রকার

لائے نفی جنس (নাবোধক لا)

প্রশ্ন ঃ لائے نفی جنس এর আমল কি কি?

উত্তর ঃ لائے نفی جنس এর ইসম

(১) অধিকাংশ সময় মুযাফ এবং منصوب হয় এবং তার خبر - মারফু হয়। যেমনঃ لَا غُلَامَ رَجُلٍ ظَرِيْفٌ فِى الدَّارِ
(ঘরে কোন লোকের বুদ্ধিমান গোলাম নাই)

(২) لائے نفی جنس এর اسم যদি نکرہ مفردہ হয় তখন তা مبنی علی الفتح হয়। যেমনঃ لَا رَجُلَ فِى الدَّارِ (ঘরে কোন লোক নাই)

(৩) لائے نفی جنس এর اسم যদি معرفه হয় তখন আরো একটি لا এবং আরো একটি معرفه আনা ওয়াজিব। এমতাবস্থায় لا টি ملغى হয়ে যায়। অর্থাৎ আমল করে না। এবং معرفه দুটি عامل ابتداء-এর কারণে মারফু হয়।যেমনঃ لَا زَيْدٌ عِنْدِىْ وَلَا عَمْرٌو
(আমার নিকট যায়েদও নাই আমরও নাই।)

(৪) আর যদি এমন হয় যে, لا এর পরে একটি نکرہ مفردہ , তারপর একটি حرف عطف ,তারপর আরো একটি لا এবং আরো একটি نکرہ مفردہ হয়, তাহলে لا এর পরবর্তী ইসিমকে পাঁচ ধরনের اعراب দিয়ে পড়া যায়। যেমন ঃ

(١) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ (٢) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةٌ اِلَّا بِاللّٰهِ

(٣) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً اِلَّا بِاللّٰهِ (٤) لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

(٥) لَا حَوْلُ وَلَا قُوَّةُ اِلَّا بِاللّٰهِ

(আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন কিছু করার শক্তি-সামর্থ নাই!)

প্রশ্ন ঃ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বাক্যটি পাঁচ ছুরতে কেন পড়া হয়?

উত্তর ঃ(১) উভয় لا কে লায়ে জিনস ধরে اسم দুটিকে فتحه দিয়ে পড়া হয়।

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৩৩ পৃষ্ঠায় দেখুন

(২) উভয় لا কে মুলগা (আমলহীন) ধরে ইসম দু'টিকে মুবতাদা হিসেবে رفع দিয়ে পড়া হয়।

(৩) প্রথম لا টিকে লায়ে নফী জিনস ধরে তার পরবর্তী ইসমটিকে فتحه দিয়ে পড়া হয় এবং দ্বিতীয় لا টিকে মুলগা ধরে তার পরবর্তী ইসমটিকে মুবতাদা হিসেবে رفع দিয়ে পড়া হয়।

(৪) প্রথম لا টিকে মুলগা ধরে পরবর্তী ইসমটিকে মুবতাদা হিসেবে رفع দিয়ে পড়া হয় এবং দ্বিতীয় لا টি লায়ে নফী জিনস ধরে তার পরবর্তী ইসমটিকে فتحه দিয়ে পড়া হয়।

(৫) প্রথম لا টিকে লায়ে নফী জিনস ধরে তার পরবর্তী ইসমটিকে فتحه দিয়ে পড়া এবং দ্বিতীয় لا টিকে زائده (অতিরিক্ত) ধরে তার পরবর্তী ইসমটিকে পূর্ববর্তী ইসমের محل এর উপর আতফ করে মানসুব পড়া হয়।

প্রশ্ন ঃ لائے نفی جنس ও لا المشبه بليس এর মাঝে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ لائے نفی جنس ও لا المشبه بليس এর মাঝে পার্থক এই যে,

(১) لا المشبه بليس তার خبر কে نفی করে, আর لائے نفی جنس তার اسم কে نفي করে।

(২) لا المشبه بليس তার اسم এর একককে نفي করে। যেমন ঃ لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ (ঘরে একজন লোক নেই) আর لائے نفی جنس তার اسم এর শ্রেণীকে نفي করে। যেমন ঃ لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ (ঘরে কোন লোক নেই।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে لائے نفی جنس এর আমল বর্ণনা কর।

لَا صَاحِبَ عِلْمٍ خَاسِرٌ - لَا سُرُوْرَ دَائِمٌ - لَا الرَّجُلُ كَرِيْمٌ وَلَا ابْنُهُ - لَا فِي الْبَيْتِ حَيٌّ وَلَا مَيِّتٌ - لَا كِتَابِيْ مَعِيْ وَلَا قَلَمِيْ .

পঞ্চম প্রকার

حروف ندا (আহ্বানসূচক অব্যয়)

প্রশ্ন ঃ حروف ندا কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ حروف ندا মোট পাঁচটি।

(১) يَا (২) اَيَا (৩) هَيَا (৪) اَىْ (৫) همزه مفتوحه

ফায়দা ঃ জেনে রাখা উচিত যে, اى এবং همزه নিকটবর্তী কাউকে আহবান করার জন্য ব্যবহৃত হয় আর يا নিকটবর্তী ও দূরবর্তী উভয়টির জন্য ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন ঃ منادى এর اعراب কি কি হয়?

উত্তর ঃ حروف ندا তিন প্রকার اسم কে نصب দেয়।

(১) منادى مضاف কে যেমনঃ يَا عَبْدَ اللّٰهِ (হে আবদুল্লাহ)

(২) مشابه مضاف কে যেমনঃ يَا طَالِعًا جَبَلاً (হে পবর্তারোহী!)

(৩) نكره غير معين কে যেমনঃ অন্ধ বলে يَا رَجُلاً خُذْ بِيَدِىْ (হে মানুষ আমার হাত ধর)

✪ منادى যদি مفرد معرفه হয় তাহলে তা علامت رفع এর উপর مبنى হবে। যেমনঃ

يَا زَيْدُ - يَا زَيْدَانِ - يَا مُسْلِمُوْنَ - يَا مُوْسٰى - يَا قَاضِىْ

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে منادى এর اعراب চিহ্নিত কর

يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ - يَا يَحْيٰى خُذِ الْكِتَابَ - يَا ذَ الْمَالِ اَنْفِقْ - يَا خَيْرًا مِنْ زَيْدٍ - يَا اَيُّهَا الْاُسْتَاذُ - يَا شَارِبَ الْخَمْرِتُبْ اِلَى اللّٰهِ - يَا نَاسِيًا رَبَّهُ اِعْلَمْ اَنَّ الْمَوْتَ مِنْكَ لَقَرِيْبٌ .

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৩৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রশ্ন ঃ এখানে مفرد দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে?

উত্তর ঃ এখানে مفرد দ্বারা مضاف বা مشابه مضاف না হওয়া বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ مشابه مضاف কাকে বলে?

উত্তর ঃ مشابه مضاف এমন গুণবাচক اسم। যার সাথে جار এবং مجرور মুতাআল্লেক হয়েছে অথবা যা পরবর্তি ইসমে আমল করেছে।
যেমন ঃ أيْ مُسْرِفاً عَلَى النَّفْسِ لَا تَقْنَطْ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ .

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ফেলের শেষে আমলকারী হরফের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ فعل مضارع এর শেষে আমলকারী হরফ কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ فعل مضارع এর শেষে আমলকারী হরফ মোট দুই প্রকার।
(১) فعل مضارع এর শেষে نصب প্রদানকারী হরফ।
(২) فعل مضارع এর শেষে جزم প্রদানকারী হরফ।

প্রশ্ন ঃ فعل مضارع কে নছব দানকারী হরফ কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ যে সকল হরফ فعل مضارع এর শেষে نصب দেয়। এই ধরনের হরফ মোট ৪টি।

(১) اَنْ যেমন ঃ اُرِيْدُ اَنْ تَقُوْمَ (আমি চাই যে, আপনি দাঁড়াবেন।) এই

এই ان শব্দটি فعل مضارع এর পূর্বে যুক্ত হয়ে ফেলে মুযারে -এর শেষাক্ষরে নছব দেয় এবং فعل مضارع কে مصدر এর অর্থে পরিণত করে।

اُرِيْدُ اَنْ تَقُوْمَ এর অর্থ হল اُرِيْدُ قِيَامَكَ (আমি আপনার দাঁড়ানো চাই)। এই কারণে একে ان مصدريه বলা হয়।

(২) لَنْ যেমন ঃ لَنْ يَخْرُجَ زَيْدٌ (যায়েদ কখনও বের হবে না)। لَنْ ফেলে মুযারের অর্থকে نفى تاكيد এর অর্থে পরিণত করে।

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৩৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

(৩) كَیْ যেমন ঃ اَسْلَمْتُ كَیْ اَدْخُلَ الْجَنَّةَ
(আমি মুসলমান হয়েছি যাতে বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারি)

(৪) اِذَنْ কোন কথার প্রতিউত্তরের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ কেউ বলল اَنَا اٰتِيْكَ غَدًا (আমি আগামীকাল তোমার কাছে আসব) অপর ব্যক্তি উত্তরে বলল اِذَنْ اُكْرِمَكَ (তাহলে তোমার সম্মান করবো)

প্রশ্ন ঃ কয়টি হরফের পর اَنْ উহ্য থেকে فعل مضارع কে نصب প্রদান করে এবং সে হরফগুলো কি কি?

উত্তর ঃ اَنْ ছয়টি হরফের পর مقدر বা উহ্য থেকে فعل مضارع কে نصب দেয়।

(১) حَتّٰى এর পর। যেমন ঃ مَرَرْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ الْبَلَدَ
(আমি ততক্ষণ চললাম যতক্ষণ না শহরে প্রবেশ করলাম)।

(২) لام جحد (যে লাম كَانَ منفى এর পরে আসে) এরপরে। যেমন ঃ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ (আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেনই না)।

৩। اَوْ যখন اِلٰى অথবা اِلَّا এর অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন اَوْ এরপরে যেমনঃ لَاَلْزِمَنَّكَ اَوْ تُعْطِيَنِىْ حَقِّىْ (আমি তোমার সাথে থাকব, যতক্ষণ না তুমি আমার হক আদায় করে দিবে)

(৪) لام كى এরপর। যেমন ঃ اَسْلَمْتُ لِاَدْخُلَ الْجَنَّةَ
(আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি যাতে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারি)

(৫) واو الصرف এরপর। যেমনঃ لَاتَاْكُلِ السَّمَكَ وَتَشْرَبَ اللَّبَنَ
(দুধ পান করার সঙ্গে মাছ খেয়ো না)।

(৬) ঐ فاء এরপর যে فا ছয়টি জিনিসের জবাবে ব্যবহৃত হয়।

সেগুলো নিম্নরূপ

(১) امر যেমন ঃ زُرْنِىْ فَاُكْرِمَكَ
(তুমি আমার সাথে সাক্ষাত কর তাহলে আমি তোমাকে সম্মান করব)

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৩৭ ও ১৩৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

(২) نهى যেমন ঃ لَاتَأْكُلِ السَّمَكَ فَتَشْرَبَ اللَّبَنَ
(দুধ পান করার সঙ্গে মাছ খেয়ো না)।

(৩) استفهام যেমন ঃ هَلْ عِنْدَكَ مَاءٌ فَاَشْرَبَهُ
(তোমার নিকট পানি আছে কি যে আমি তা পান করব ?)

(৪) نفى যেমন ঃ مَاتَأْتِيْنَا فَتُحَدِّثَنَا (তুমি তো আমাদের নিকট আসই না যে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলবে)

(৫) تمنى যেমন ঃ لَيْتَ لِىْ مَالاً فَاُنْفِقَهُ
(হায়! যদি আমার নিকট মাল থাকত, তবে আমি তা খরচ করতাম)

(৬) عرض যেমন ঃ اَلَا تَنْزِلُ بِنَا فَتُصِيْبَ خَيْرًا
(তুমি আমাদের নিকট আসনা কেন? (আসলে) তোমার কল্যাণ হত)

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে فعل مضارع কে نصب দানকারী হরফ চিহ্নিত কর এবং তার আমল বর্ণনা কর।

اُرِيْدُ اَنْ اُجَاهِدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - لَنْ نَدْعُوَ اِلٰهًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ - نُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَىْ نَشْتَرِىَ مِنَ اللّٰهِ الْجَنَّةَ - اِذَنْ اُكْرِمَكَ (فِيْ جَوَابِ مَنْ قَالَ سَأَزُوْرُكَ) - مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ - جَلَسْتُ لِاَسْتَرِيْحَ - مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ - اَلْعِلْمُ لَا يُعْطِيْكَ بَعْضَهُ اَوْ تُعْطِيَ كُلَّكَ. لَا تَدْخُلُوْا حَتّٰى آذَنَ لَكُمْ - لَمْ اَكْذِبْ فَاُعَاقَبَ - كُنْ مُتَوَاضِعًا فَتُحَبَّ - هَلْ سَئَلْتُكَ فَتُجِيْبَ - لَيْتَنِيْ صَنَعْتُ الْمَعْرُوْفَ فَاَنَالَ الشُّكْرَ - لَا تَأْمُرْ بِالصِّدْقِ وَتَكْذِبَ - كُنْ قَاضِيًا مُتَعَادِلاً -

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৩৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রশ্ন ঃ لام كى ও لام جحد এর মাঝে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ (১) لام جحد সর্বদা كان منفي এর পরে আসে।

(২) لام جحد এর পর ان আবশ্যিকভাবে উহ্য থাকে আর لام كى এর পর ঐচ্ছিক ভাবে উহ্য থাকে।

(৩) لام جحد বাক্য থেকে হযফ হলে অর্থে কোন পরিবর্তন ঘটবে না। আর لام كي বাক্য থেকে হযফ হলে অর্থের পরিবর্তন ঘটবে।

ফেলে মুযারে' -এর শেষাক্ষরে জযম প্রদানকারী হরফসমূহ

প্রশ্ন ঃ فعل مضارع এর শেষে জযমপ্রদানকারী হরফ কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ এরূপ হরফ মোট পাঁচটি।

(১) لَمْ যেমন ঃ لَمْ يَنْصُرْ (সে সাহায্য করেনি)

(২) لَمَّا যেমন ঃ لَمَّا يَنْصُرْ (সে কখনও সাহায্য করেনি)

(৩) لام امر যেমন ঃ لِيَنْصُرْ (সে সাহায্য করুক)

(৪) لائے نہی যেমন ঃ لَا تَنْصُرْ (তুমি সাহায্য করবে না)।

(৫) ان شرطيه যেমন ঃ اِنْ تَنْصُرْ اَنْصُرْ (তুমি যদি সাহায্য কর আমিও সাহায্য করব)।

✪ জেনে রাখা উচিত যে, اِنْ দুইটি جمله এর উপরে দাখেল হয়। প্রথম জুমলাটিকে শর্ত এবং দ্বিতীয়টিকে 'জাযা' বলে। اِنْ হরফটি مستقبل এর অর্থ প্রকাশ করে, যদিও তা فعل ماضى এর পূর্বে আসে। যেমন ঃ اِنْ ضَرَبْتَ ضَرَبْتُ (তুমি যদি মার আমিও মারব) এখানে জযম তাকদীরী হয়, কেননা ফেলে মাযী মুরাব নয়।

প্রশ্ন ঃ اِنْ কয়টি جمله এর মাঝে প্রবেশ করে? সে جمله গুলো কি কি?

উত্তর ঃ اِنْ দুই جمله এর উপর প্রবেশ করে (১) প্রথম جمله কে শর্ত দ্বিতীয় جمله কে জাযা বলে। (২) اِنْ হরফটি مستقبل এর অর্থ প্রকাশ করে। যদিও তা فعل ماضي এর পূর্বে আসে। যেমন ঃ اِنْ ضَرَبْتَ ضَرَبْتُ

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৩৮ ও ১৩৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রশ্ন ঃ কখন جزاء এর পূর্বে فاء আনা ওয়াজিব?

উত্তর ঃ (১) 'শর্ত' এর 'জাযা' যদি جملہ اسمیہ বা (২) امر বা (৩) نہی অথবা (৪) 'দুয়া'সূচক বাক্য হয় তাহলে جزاء এর পূর্বে একটি فاء আনা ওয়াজিব। যেমন ঃ

✪ جملہ اسمیہ যেমন ঃ اِنْ تَأْتِنِىْ فَاَنْتَ مُكْرَمٌ
(তুমি যদি আমার নিকট আসো, তবে অবশ্যই তোমাকে সম্মান করা হবে)

✪ امر যেমন ঃ اِنْ رَأَيْتَ زَيْدًا فَاَكْرِمْهُ
(যদি তুমি যায়েদকে দেখ, তবে তাকে সম্মান কর)।

✪ نہی যেমন ঃ اِنْ اَتَاكَ عَمْرٌو فَلَاتُهِنْهُ
(যদি তোমার নিকট আমর আসে তবে তাকে অসম্মান করবে না)।

✪ دعاء যেমন ঃ اِنْ اَكْرَمْتَنِىْ فَجَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا (যদি তুমি আমাকে সম্মান কর, তবে আল্লাহ তোমাকে উত্তম পুরস্কার দেবেন)।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে فعل مضارع কে جزم দানকারী হরফ চিহ্নিত কর এবং তার আমল বর্ণনা কর।

لَمْ يَتَهَذَّبِ الْغُلَامُ - كَبُرَ الْغُلَامُ وَلَمَّا يَتَهَذَّبْ - لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ - لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ - اِنْ تَجْتَهِدْ تَنْجَحْ - قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ - اِنْ تَنْصُرِ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ - وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا -

২। নীচের বাক্যসমূহে শর্তের জওয়াবের শুরুতে فاء যোগ করার কারণ বর্ণনা কর।

اِنْ صَدَقْتَ فَاَنْتَ مُؤْمِنٌ - وَاِنْ كَذَبْتَ فَاَنْتَ مُنَافِقٌ - اِنْ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُمْ شُهَدَاءُ - اِنْ يَنْصُرْكَ رَاشِدٌ فَانْصُرْهُ - اِنْ اَهَانَكَ صَدِيْقُكَ فَلَا تُهِنْهُ - اِنْ اَحْسَنْتَ اِلَىَّ فَجَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا .

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৩৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রশ্ন ঃ لَمْ ও لَمَّا এর মাঝে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ لَمْ ও لَمَّا এর মাঝে পার্থক্য এই যে,

(১) لَمَّا বর্তমান কাল পর্যন্ত সমস্ত অতীতকে نفي করে যেমন ঃ لَمَّا يَضْرِبْ (সে কখনো মারে নাই। কিন্তু لَمْ এমন নয়।

(২) لَمَّا এর শুরুতে হরফে শর্ত اِنْ আসে না। কিন্তু لَمْ এর শুরুতে আসে।

(৩) لَمَّا এর فعل কে হযফ করা যায়, কিন্তু لم এর فعل করা যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আমলকারী ফে'লসমূহের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ আমল এর দিক থেকে فعل কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ আমল এর দিক থেকে فعل দুই প্রকার। যথাঃ

(১) معروف (কর্তৃবাচ্য) (২) مجهول (কর্মবাচ্য)

প্রশ্ন ঃ فعل لازم ও فعل متعدي কাকে বলে?

উত্তর ঃ যে فعل শুধু ফায়েল দ্বারা সম্পন্ন হয় তাকে فعل لازم বলে। যে فعل শুধু ফায়েল দ্বারা সম্পন্ন হয় না বরং মাফউল-এরও প্রয়োজন হয় তাকে فعل متعدى বলে।

প্রশ্ন ঃ فعل معروف কি আমল করে?

উত্তর ঃ فعل معروف চাই لازم হোক বা متعدى হোক, فاعل কে رفع দেয়। যেমনঃ قَامَ زَيْدٌ (যায়েদ দাঁড়িয়েছে) এবং ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا (যায়েদ আমরকে মেরেছে)

আর ছয় প্রকার ইসমকে نصب দেয়।

(১) مفعول مطلق কে যেমন ঃ قَامَ زَيْدٌ قِيَامًا
(যায়েদ ঠিকমতই দাঁড়িয়েছে)

(২) مفعول فيه কে যেমনঃ صُمْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
(আমি শুক্রবার রোজা রেখেছি)

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৩৯ ও ১৪০ পৃষ্ঠায় দেখুন

৩। مفعول معه কে যেমন ঃ جَاءَ الْبَرْدُ وَ الْجُبَّاتِ
(জুব্বাসহ শীত এসেছে)

৪। مفعول له কে যেমন ঃ قُمْتُ اِكْرَامًا لِزَيْدٍ
(আমি যায়েদের সম্মানার্থে দাঁড়িয়েছি)
ضَرَبْتُهُ تَادِيْبًا (আমি তাকে আদব শিক্ষা দানের জন্য মেরেছি)

৫। حال কে যেমনঃ جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا (যায়েদ সওয়ার হয়ে এসেছে)

৬। تميز কে যেমনঃ طَابَ زَيْدٌ نَفْسًا (যায়েদ মনে মনে খুশি হয়েছে)

ফায়দা ঃ فعل যদি متعدى হয়, তাহলে مفعول به কেও نصب দেয়। যেমনঃ ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا (যায়েদ আমরকে মেরেছে)

অনুশীলনী

১। **فعل لازم** ও **فعل متعدى** চিহ্নিত কর।

نَامَ الْوَلَدُ - مَاتَ الرَّجُلُ - طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا - تُحْرِقُ النَّارُ الْمَنَازِلَ - أَكَلَ الْوَلَدُ طَعَامًا - اَطْعَمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيْرَ - هٰؤُلَاءِ عَصَوْا رَبَّهُمْ وَاَطَاعُوا الشَّيْطَانَ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا وَهَلَكُوْا وَاَهْلَكُوْا

প্রথম পরিচ্ছেদ
ফায়েল ও মফউলের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ فاعل কাকে বলে?

উত্তর ঃ فاعل (কর্তা) এমন ইসমকে বলে,যার পূর্বে একটি فعل বা شبه فعل হয়। এই فعل বা شبه فعل এবং এই ইসম-এর মধ্যে একটি সম্পর্ক থাকে। এমন সম্পর্ক যে, ঐ ফে'ল বা শিবহে ফে'ল ঐ ইসম দ্বারা সংঘটিত হয়েছে (অথবা ইসম -এর সাথে অস্তিত্ব লাভ করেছে)। এমন সম্পর্ক নয় যে, ঐ ফে'ল বা শিবহে ফে'ল ঐ ইসম-এর উপর পতিত হয়েছে। যেমনঃ ضَرَبَ زَيْدٌ (যায়েদ মেরেছে) এর মধ্যে زَيْدٌ শব্দটি এবং مَاتَ بِلَالٌ এর মধ্যে بِلَالٌ শব্দটি।

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৪০ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রশ্ন ঃ فاعل সাধারণত কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ فاعل সাধারণত তিন প্রকার ঃ

১) فاعل - اسم ظاهر হয়। যেমন ঃ نَصَرَ رَاشِدٌ

২) فاعل - ضمير بارز হয়। যেমন ঃ نَصَرُوْا

৩) فاعل - ضمير مستتر হয়। যেমন ঃ رَاشِدٌ ضَرَبَ

প্রশ্ন ঃ مفعول مطلق কাকে বলে?

উত্তর ঃ مفعول مطلق (সাধারণ কর্মকারক) এমন মাছদারকে বলে, যা একটি فعل এর পরে উল্লেখ হয় এবং উল্লেখিত فعل এর সমঅর্থবোধক হয়। যেমনঃ ضَرَبْتُ ضَرْبًا (আমি শক্ত মার মেরেছি) বাক্যে ضَرْبًا শব্দটি এবং قُمْتُ قِيَامًا (আমি ভালভাবে দাড়িয়েছি) বাক্যে قِيَامًا শব্দটি।

প্রশ্ন ঃ مفعول فيه কাকে বলে?

উত্তর ঃ مفعول فيه (কালবাচক কর্ম) এমন ইসমকে বলে যা তার পূর্বে উল্লেখিত ফে'ল সংঘটিত হওয়ার স্থান বা কাল বুঝায়। মাফউলে ফিহিকে যরফও বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ مفعول فيه কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ مفعول فيه দুই প্রকার

(১) ظرف زمان (সময়সূচক আধার) যেমন ঃ صُمْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (আমি শুক্রবার রোজা রেখিছে) বাক্যে يَوْمَ শব্দটি যরফে যামান।

(২) ظرف مكان (স্থানসূচক আধার) যেমন ঃ جَلَسْتُ عِنْدَكَ (আমি তোমার নিকট বসেছি) বাক্যে عِنْدَ শব্দটি যরফে মাকান ।

প্রশ্ন ঃ مفعول معه কাকে বলে?

উত্তর ঃ مفعول معه (সঙ্গবোধক কর্মপদ) এমন ইসমকে বলে, যা واؤ بمعنى مع (সাথে' অর্থবোধক) এর পরে উল্লেখ হয়। যেমন ঃ جَاءَ الْبَرْدُ وَالْجُبَّاتِ (জুব্বাসহ শীত এসেছে) (বাক্যে اَلْجُبَّاتِ শব্দটি)

প্রশ্ন ঃ مفعول له কাকে বলে?

উত্তর ঃ مفعول له (কারণবাচক কর্মপদ) এমন اسم কে বলে, যা তার পূর্বে উল্লেখিত فعل সংঘটিত হওয়ার কারণ বুঝায়।

যেমনঃ قمت اكراما لزيد (বাক্যে اكراما শব্দটি)।

প্রশ্ন ঃ حال কাকে বলে?

উত্তর ঃ حال (অবস্থাবোধক বিশেষণ) এমন এসমে নাকারাহকে বলে, যা

✪ فاعل এর অবস্থা বুঝায়। যেমন ঃ جاء نى زيدا راكبا (যায়েদ আমার কাছে আরোহন অবস্থায় আসল) বাক্যে راكبا, শব্দটি।

✪ অথবা مفعول এর অবস্থা বুঝায়। যেমনঃ ضربت زيدا مشدودا (আমি যায়েদকে বাধা অবস্থা মেরেছি) বাক্যে مشدودا শব্দটি।

✪ অথবা فاعل ও مفعول উভয়ের অবস্থা বুঝায়। যেমন ঃ لقيت زيدا راكبين (আমি যায়েদের সাথে সাক্ষাত করেছি তখন আমরা উভয়ই আরোহন অবস্থায় ছিলাম) বাক্যে راكبين, শব্দটি।

فاعل এবং مفعول (অর্থাৎ যার অবস্থা বর্ণনা করা হয়) তাকে ذو الحال বলে। ذو الحال অধিকাংশ সময় معرفه হয়। যদি কখনো نكره হয়, তাহলে حال কে ذوا الحال এর পূর্বে উল্লেখ করতে হবে। যেমন ঃ جاءنى راكبا رجل

ফায়দা ঃ حال জুমলা বা বাক্যেও হতে পারে। যেমন ঃ رأيت الامير وهو راكب (আমি আমীরকে আরোহীরূপে দেখেছি)।

প্রশ্ন ঃ تميز কাকে বলে?

উত্তর ঃ تميز (পার্থক্য ও সন্দেহ দূরকারক বিশেষ্য) এমন ইসমকে বলে যা পূর্ববর্তী শব্দে বা বাক্যে বর্ণিত

(ক) عدد (সংখ্যা) হতে সন্দেহ দূর করে। যেমনঃ عندى احد عشر درهما (আমার কাছে এগারটি দিরহাম আছে) অথবা

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৪১ পৃষ্ঠায় দেখুন

(খ) وزن (ওজন) হতে সন্দেহ দূর করে। যেমনঃ عِنْدِيْ رَطْلٌ زَيْتًا (আমার কাছে এক রিতল তৈল আছে) অথবা

(গ) كيل (পাত্রের মাপ) হতে সন্দেহ দূর করে। যেমন ঃ عِنْدِيْ قَفِيْزَانِ بُرًّا (আমার কাছে দুই কফীয পরিমাণ গম আছে)

প্রশ্ন ঃ مفعول به কাকে বলে?

উত্তর ঃ مفعول به (কর্মকারক) এমন এসমকে বলে, যার উপর فاعل এর فعل (কাজ) পতিত হয়। যেমনঃ ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا (যায়েদ আমরকে মেরেছে)

ফায়দা ঃ জেনে রাখা উচিত যে, উপরোল্লিখিত مفعول গুলো বাক্য পূর্ণ হওয়ার পর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কেননা, বাক্য ফে'ল (মুসনাদ) এবং ফায়েল (মুসনাদ ইলাইহি) দ্বারাই পূর্ণ হয়ে যায়। তাই বলা হয়ে থাকে اَلْمَنْصُوْبُ فُضْلَةٌ (মানসূব অতিরিক্ত)।

অনুশীলনী

১। নীচের উদাহরণসমূহে فاعل নির্ণয় কর এবং কোন প্রকারের مفعول হয়েছে বল।

لَا يَظْلِمُ اللّٰهُ عِبَادَهٗ - سَافَرَ الرَّجُلُ الْبَلَدَ - اَكْرِمِ الضَّيْفَ اِكْرَامًا - نِمْتُ نَوْمًا عَمِيْقًا - نَصَرَ اللّٰهُ رَسُوْلَهٗ - اِقْرَأْ هٰذَا الْكِتَابَ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - رَبِّ اِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَّنَهَارًا - سَأَمْكُثُ سَاعَتَيْنِ - وَصَلْتُ اِلَى الْبَيْتِ مَسَاءً - مَاتَ الْفَقِيْرُ جُوْعًا. بَكَى الْوَلَدُ خَوْفًا - سَافِرْ طَلَبًا لِلْعِلْمِ - حَضَرَ خَالِدٌ وَغُرُوْبَ الشَّمْسِ - جِئْتُ وَزَيْدًا - جَاءَ رَاشِدٌ رَاكِبًا - شَرِبْتُ اللَّبَنَ بَارِدًا - اِنِّيْ رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا - اَنَا اَكْبَرُ مِنْكَ سِنًّا -

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৪১ ও ১৪২ পৃষ্ঠায় দেখুন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

فاعل -এর প্রকারভেদ

প্রশ্ন ঃ فاعل কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ فاعل দুই প্রকার। যথা ঃ

(১) مظهر (প্রকাশ্য ফায়েল) যেমন ঃ ضَرَبَ زَيْدٌ

(২) مضمر (সর্বনাম বা অপ্রকাশ্য ফায়েল) (مضمر কে ضمير বলে)

ضمير দুই প্রকার।

(ক) بارز (প্রকাশ্য সর্বনাম) যেমন ঃ ضَرَبْتَ

(খ) مستتر (গোপন সর্বনাম) যেমন– زَيْدٌ ضَرَبَ এখানে ضَرَبَ এর ফায়েল هُوَ - ضَرَبَ এর মধ্যে লুকায়িত আছে।

প্রশ্ন ঃ কখন فعل কে مؤنث ব্যবহার করা ওয়াজিব?

উত্তর ঃ দুই জায়গায় ফে'লকে مؤنث হিসেবে ব্যবহার করা ওয়াজিব।

(১) ফে'ল এর فاعل যদি مؤنث حقيقى হয়, যেমন ঃ قَامَتْ هِنْدٌ (হিন্দা দাঁড়িয়েছে)

(২) ফে' ল এর فاعل যদি مؤنث এর ضمير হয় (চাই যমীরটি মুয়ান্নাসে হাকীকির হোক কিংবা মুয়ান্নাসে গায়রে হাকীকির হোক) যেমন ঃ هِنْدٌ قَامَتْ (হিন্দা দাঁড়িয়েছে)।

প্রশ্ন ঃ কখন فعل কে مذكر বা مؤنث উভয়ভাবে ব্যবহার করার অবকাশ আছে।

উত্তর ঃ নিম্নে বর্ণিত দুই জায়গায় فعل এর মধ্যে علامت تانيث উল্লেখ করা এবং উল্লেখ না করা উভয়টিই জায়েয।

(১) ফে'ল এর فاعل যদি مظهر مؤنث غير حقيقى হয়। যেমন ঃ طَلَعَتِ الشَّمْسُ - طَلَعَ الشَّمْسُ (সূর্য উদিত হয়েছে)

(২) ফে'ল এর فاعل যদি مظهر جمع تكسير হয়। যেমন ঃ قَالَتِ الرِّجَالُ- قَالَ الرِّجَالُ (লোকেরা বলেছে)

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৪২ পৃষ্ঠায় দেখুন

ফায়দা ঃ ফায়েল যদি প্রকাশ্যে থাকে তাহলে সর্বাবস্থায় ফে'ল مفرد হবে। যেমন ঃ سَافَرَ الرِّجَالُ - تَلْعَبُ الْبَنَاتُ

প্রশ্ন ঃ **فعل مجهول** কি আমল করে?

উত্তর ঃ **فعل مجهول** তার ফায়েল এর পরিবর্তে مفعول به কে رفع দেয় এবং বাকী ছয় প্রকার ইসমকে نصب দেয়। যেমন ঃ

ضُرِبَ زَيْدٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ضَرْبًا شَدِيْدًا اَمَامَ الْاَمِيْرِ فِىْ دَارِهٖ تَادِيْبًا وَالْخَشَبَةَ -

(যায়েদকে শুক্রবার দিন তার বাড়িতে আমীরের সামনে আদব শিক্ষাদানের জন্য লাঠি দ্বারা শক্ত মার দেয়া হয়েছে)।

প্রশ্ন ঃ **فعل مجهول** ও তার **مرفوع** কে কি বলে?

উত্তর ঃ ফেলে মাজহুলকে فعل مالم يسم فاعله এবং তার مرفوع কে مفعول مالم يسم فاعله (বা نائب فاعل) বলে।

অনুশীলনী

১। নীচের فعل গুলোকে مذكر ও مؤنث আনার কারণ বর্ণনা কর।

سَافَرَ الرَّجُلُ - اَلرَّجُلُ سَافَرَ - اَلْبِنْتُ تَلْعَبُ - طَبَخَتِ الْاُمُّ - سَافَرَتْ فَاطِمَةُ - فَاطِمَةُ سَافَرَتْ - اَلشَّمْسُ غَرَبَتْ - اَلْحَرْبُ تَنْتَهِىْ - تَرْعَى الْبَقَرَةُ - اَكْرَمَتِ الْاُمُّ - ذُبِحَتِ الْبَقَرَةُ - اُشْعِلَتِ النَّارُ - قُطِعَ الْاَشْجَارُ .

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৪২ পৃষ্ঠায় দেখুন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

فعل متعدى এর প্রকারভেদ

প্রশ্ন ঃ فعل متعدي কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ فعل متعدى চার প্রকার।

(১) متعدى بيك مفعول (এমন ফেলে মুতাআদ্দী যার একটি মাত্র মাফউলের প্রয়োজন হয়) যেমন ঃ ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا

(২) متعدى بدو مفعول (এমন ফেলে মুতাআদ্দী যার দুইটি মাফউলের প্রয়োজন হয়। তবে একটি মাফউলকে উল্লেখ করলেও চলে) যেমন ঃ اَعْطَيْتُ زَيْدًا دِرْهَمًا (আমি যায়েদকে একটি দিরহাম দিয়েছি) এখানে اَعْطَيْتُ زَيْدًا (আমি যায়েদকে দিয়েছি) অথবা اعطيت درهما। (আমি দিরহাম দিয়েছি) বলাও জায়েয।

(৩) متعدى بدو مفعول (এমন ফেলে মুতাআদ্দী যার দুইটি মাফউলের প্রয়োজন হয়)। শুধুমাত্র একটি মাফউল উল্লেখ করা জায়েয নেই। (বরং উভয় মাফউলকে উল্লেখ করতে হয়) এবং এটা افعال قلوب। এর মধ্যে হয়। افعال قلوب। মোট সাতটি।

(১) عَلِمْتُ (আমি জেনেছি) (২) ظَنَنْتُ (আমি ধারনা করেছি)
(৩) حَسِبْتُ (আমি ধারনা করেছি) (৪) خِلْتُ (আমি খেয়াল করেছি)
(৫) زَعَمْتُ (আমি বিশ্বাস করেছি) (৬) رَأَيْتُ (আমি দেখেছি)
(৭) وَجَدْتُ (আমি উপলব্ধি করেছি/ পেয়েছি)

যেমন ঃ عَلِمْتُ زَيْدًا فَاضِلًا (আমি যায়েদকে একজন পণ্ডিত জেনেছি) ظَنَنْتُ زَيْدًا عَالِمًا (আমি যায়েদকে বিদ্বান ধারণা করেছি)

ফায়দা ঃ উল্লেখিত ফে'লগুলোকে افعال قلوب। এজন্য বলা হয় যে, এগুলি ধারনা, সন্দেহ বা এক্বীনের অর্থ দান করে যার সম্পর্ক হচ্ছে قلب বা অন্তরের সাথে। প্রথম তিনটি يقين এর ক্ষেত্রে, দ্বিতীয় তিনটি شك এর ক্ষেত্রে এবং সপ্তমটি يقين ও شك উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৪২ পৃষ্ঠায় দেখুন

(৪) متعدى بسه مفعول অর্থাৎ এমন ফে'লে মুতাআদ্দী যার তিনটি মাফউল প্রয়োজন হয়। যেমন ঃ

(১) اَعْلَمَ (সে অবহিত করেছে) (২) اَرٰى (সে দেখিয়েছে)
(৩) اَنْبَأَ (সে সংবাদ দিয়েছে) (৪) اَخْبَرَ (সে সংবাদ দিয়েছে)
(৫) خَبَّرَ (সে খবর দিয়েছে) (৬) نَبَّأَ (সে খবর দিয়েছে)
(৭) حَدَّثَ (সে বর্ণনা করেছে)

যেমন ঃ اَعْلَمَ اللّٰهُ زَيْدًا عَمْرًا فَاضِلًا (আল্লাহ যায়েদকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমর একজন পণ্ডিত ব্যক্তি)

ফায়দা ঃ প্রথম দুটি অবহিত করার জন্য, দ্বিতীয় চারটি সংবাদ দেয়ার জন্য এবং সপ্তমটি বিবৃতি বা বর্ণনা দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন ঃ কোন কোন مفعول কে فاعل এর স্থানে রাখা জায়েয আর কোন مفعول কে فاعل এর স্থানে রাখা জায়েয নেই।

উত্তর ঃ بَاب عَلِمْتُ এর দ্বিতীয় মাফউল এবং بَاب اَعْلَمْتُ এর তৃতীয় মাফউল, مفعول له এবং مفعول معهকে কখনো فاعل এর স্থানে রাখা (নায়েবে ফায়েল হিসাবে ব্যবহার করা) জায়েয নেই। বাকী মাফউলগুলোকে নায়েবে ফায়েল বানানো জায়েয আছে।
তবে بَاب اَعْطَيْتُ এর দ্বিতীয় মাউফল এর চেয়ে প্রথম মাফউল কে نائب فاعل বানানো উত্তম।

অনুশীলনী

১। فعل متعدى কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কি কি?

২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে কোন প্রকারে فعل متعدى ব্যবহৃত হয়েছে?

رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ اَفْوَاجًا - اِتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا - لَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا - ظَنَّ زَيْدٌ بَكْرًا عَالِمًا - وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا - اِنِّىْ رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
افعال ناقصه (অসম্পূর্ণ ক্রিয়া)

প্রশ্ন ঃ افعال ناقصة কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ افعال ناقصة মোট ১৭টি।

(১) كَانَ (ছিল) (২) صَارَ (হল) (৩) ظَلَّ (দিনের বেলা হল)
(৪) بَاتَ (রাতের বেলা হল) (৫) اَصْبَحَ (সকাল বেলা হল)
(৬) اَضْحٰى (চাশতের সময় হল) (৭) اَمْسٰى (সন্ধা বেলা হল)
(৮) عَادَ (হল) (৯) اٰضَ (হল) (১০) غَدَا (হল) (১১) رَاحَ (হল)
(১২) مَازَالَ (সর্বদা থাকল) (১৩) مَا انْفَكَّ (সর্বদা থাকল)
(১৪) مَا بَرِحَ (সর্বদা থাকল) (১৫) مَا فَتِئَ (সর্বদা থাকল)
(১৬) مَادَامَ (যতক্ষণ) (১৭) لَيْسَ (নয়)

প্রশ্ন ঃ افعال ناقصة কে افعال ناقصة কেন বলা হয়?

উত্তর ঃ افعال ناقصه – শুধু فاعل দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে না, বরং خبر এরও প্রয়োজন হয়। এ কারণেই এগুলোকে افعال ناقصه বলে।

প্রশ্ন ঃ افعال ناقصة কি আমল করে?

উত্তর ঃ افعال ناقصه জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ এর পূর্বে এসে مبتدا কে رفع এবং خبر কে نصب দেয়। যেমন ঃ كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا (যায়েদ দাঁড়ানো ছিল) كان এর مرفوع কে اسم كان এবং منصوب কে خبر كان বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ افعال ناقصة কি কখনো تام হয়?

উত্তর ঃ افعال ناقصه অবস্থা বিশেষে তার নিজ فاعل দ্বারা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। যেমন ঃ كَانَ مَطَرٌ (বৃষ্টি হল) এখানে كَانَ শব্দটি حَصَلَ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একে كَانَ تامه বলে।

প্রশ্ন ঃ كان زائدة (অতিরিক্ত كان) কাকে বলে?

উত্তর ঃ যে كَانَ বাক্যের মধ্যে অতিরিক্ত থাকে তাকে كان زائدة বলে।
(অতিরিক্ত হওয়ার অর্থ হল, كَانَ কে বাদ দিলেও বাক্যের অর্থ পরিবর্তন হয় না)

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৪২ পৃষ্ঠায় দেখুন

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

افعال مقاربه (নৈকট্যবোধক ক্রিয়া)

প্রশ্ন ঃ افعال مقاربة কাকে বলে?

উত্তর ঃ যে সকল فعل নিকটবর্তী সময়ে কোন কাজ সংঘটিত হওয়ার অর্থ বুঝায় এগুলোকে افعال مقاربه বলে।

প্রশ্ন ঃ افعال مقاربة কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ افعال مقاربه মোট চারটি।

(১) عَسٰى (২) كَادَ (৩) كَرُبَ (8) اَوْشَكَ

যেমন ঃ

(١) عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ (٢) كَادَتِ السَّفِيْنَةُ اَنْ تَغْرِقَ

(٣) كَرُبَ الشِّتَاءُ اَنْ يَّنْقَضِيَ (٤) اَوْشَكَ الْمَاءُ اَنْ يَنْفَدَ

প্রশ্ন ঃ افعال مقاربة কি আমল করে?

উত্তর ঃ এ ফেলগুলি افعال ناقصه এর মত জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ এর পূর্বে এসে مبتدا কে رفع এবং خبر কে نصب দেয়। তবে এর خبر অধিকাংশ সময় فعل مضارع بان হয়।

যেমন ঃ عَسٰى زَيْدٌ اَنْ يَّخْرُجَ (অচিরেই যায়েদ বের হবে)

অথবা فعل مضارع بلا ان হয়। যেমন ঃ عَسٰى زَيْدٌ يَخْرُجُ (সম্ভবতঃ যায়েদ বের হবে)

প্রশ্ন ঃ افعال مقاربة এর কখন خبر এর প্রয়োজন হয় না।

উত্তর ঃ কখনো فعل مضارع بلا ان - عسى এর فاعل হয়ে যায়। তখন তার خبر এর প্রয়োজন হয় না। যেমন ঃ عَسٰى اَنْ يَّخْرُجَ زَيْدٌ

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৪২ ও ১৪৩ পৃষ্ঠায় দেখুন

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

افعال مدح وذم (প্রশংসা ও নিন্দাসূচক ক্রিয়া)

প্রশ্ন ঃ افعال مدح وذم কাকে বলে?

উত্তর ঃ যে فعل দ্বারা প্রশংসার ভাব প্রকাশ করা হয় তাকে فعل مدح এবং যে فعل দ্বারা নিন্দার ভাব প্রকাশ করা হয় তাকে فعل ذم বলা হয়।

فعل مدح যেমন ঃ نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ (যায়েদ খুব ভাল লোক)

فعل ذم যেমন ঃ بِئْسَ الرَّجُلُ زَيْدٌ (যায়েদ কতই না খারাপ লোক)

প্রশ্ন ঃ افعال مدح وذم কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ افعال مدح وذم মোট চারটি। যথা نِعْمَ ، حَبَّذَا - بِئْسَ - سَاءَ তন্মধ্যে نِعْمَ এবং حَبَّذَا প্রশংসা বুঝানোর জন্য আর بِئْسَ এবং سَاءَ বা নিন্দা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন ঃ افعال مدح وذم এর فاعل এর পরে উল্লেখিত শব্দটিকে কি বলা হয়?

উত্তর ঃ এই চারটি فعل -এর ফায়েলের পরে যে শব্দটি উল্লেখ থাকে, তাকে مخصوص بالمدح (প্রশংসিত ব্যক্তি বা বস্তু) বা مخصوص بالذم নিন্দনীয় ব্যক্তি বা বস্তু বলে।

প্রশ্ন ঃ افعال مدح وذم এর فاعل কয়টি অবস্থা?

উত্তর ঃ افعال مدح ও افعال ذم এর ফায়েলের তিনটি অবস্থা।

(১) فاعل টি হয়তো معرف باللام হবে। যেমন ঃ

نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ (যায়েদ খুব ভাল লোক)

(২) অথবা فاعل টি معرف باللام এর দিকে مضاف হবে। যেমন ঃ

نِعْمَ صَاحِبُ الْقَوْمِ زَيْدٌ (যায়েদ দলের কত ভাল সঙ্গী)

(৩) অথবা فاعل টি ضمير مستتر (অপ্রকাশ্য সর্বনাম) হবে এবং এর তমিজ যবরবিশিষ্ট ইসমে নাকারাহ হবে। যেমন ঃ

نِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ (যায়েদ পুরুষ হিসেবে খুবই ভাল লোক)

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৪৩ পৃষ্ঠায় দেখুন

এখানে نعم এর ফায়েল هو যমীরটি লুকায়িত আছে এবং رجلا শব্দটি (যবর বিশিষ্ট ইসমে নাকারা) এর তমিজ।

প্রশ্ন ঃ حبذا এর فاعل এর ব্যবহার পদ্ধতি কি?

উত্তর ঃ حَبَّذَا এর فاعل এর ব্যবহার উপরোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম। কেননা, حَبَّ এর ফায়েল ذَا শব্দটি حَبَّ এর সাথে মিলিতভাবে ব্যবহৃত হয়। حَبَّذَا زَيْدٌ বাক্যে حَبَّ ফেয়েলে মাদাহ। ذَا শব্দটি ফায়েলে মাদাহ زَيْدٌ মাখছুছ বিল মাদাহ।

প্রশ্ন ঃ افعال مدح وذم কি আমল করে?

উত্তর ঃ افعال مدح وذم তার فاعل কে رفع দেয়। যেমন ঃ

(১) نِعْمَ التِّلْمِيْذُ أَنْتَ (২) بِئْسَ التَّاجِرُ مَاجِدٌ

(৩) سَاءَ الرَّجُلُ زَيْدٌ (٤) حَبَّذَا زَيْدٌ

প্রশ্ন ঃ نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ –এধরণের বাক্যের তারকীব কিভাবে হবে?

উত্তর ঃ نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ –এধরণের বাক্যের তারকীব দুভাবে হতে পারে।

(১) نِعْمَ শব্দটি ফে'লে মাদাহ, اَلرَّجُلُ তার ফায়েল, ফেল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়াহ। هُوَ যমীরটি উহ্য রয়েছে। যা مبتدا এবং زَيْدٌ মাখছুছ বিল মাদাহ তার খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جمله اسمية হল। এভাবে তারকীব করলে এখানে দু'টি জুমলা হবে।

(২) نِعْمَ الرَّجُلُ জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ হওয়ার পর খবরে মুকাদ্দাম এবং زَيْدٌ তার মুবতাদা মুয়াখখার। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। এভাবে তারকীব করলে একটি জুমলা হয়।

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৪৩ ও ১৪৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

সপ্তম পরিচ্ছেদ

افعال تعجب (আশ্চর্যবোধক ক্রিয়া)

প্রশ্ন ঃ فعل تعجب কাকে বলে?

উত্তর ঃ কোন গুণ বা وصف সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশক فعل কে فعل تعجب বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ افعال تعجب এর ওযন কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ افعال تعجب এর দুইটি ছীগা ثلاثى مجرد এর যে কোন মাছদার থেকে নিম্নলিখিত ওযনে গঠিত হয়।

(১) مَا اَفْعَلَهٗ যেমন ঃ مَا اَحْسَنَ زَيْدًا (যায়েদ কত সুন্দর)। এই বাক্যটির মূল রূপ হচ্ছে اَىُّ شَيْئٍ اَحْسَنَ زَيْدًا (কি জিনিষ যায়েদকে এত সুন্দর বানালো)

এখানে مَا শব্দটি اَىُّ شَيْئٍ (কোনবস্তু) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং মুবতাদা হিসাবে رفع এর স্থলে হয়েছে আর اَحْسَنَ শব্দটি মুবতাদার 'খবর' হিসাবে رفع এর স্থলে হয়েছে এবং اَحْسَنَ ফেলে মাযীর ফায়েল ضمير هُوَ যা ফেলটিতে লুকায়িত আছে এবং زَيْدًا শব্দটি مفعول به

(২) افعل به যেমন ঃ اَحْسِنْ بِزَيْدٍ (যায়েদ কি চমৎকার!) এখানে اَحْسِنْ শব্দটি যদিও امر এর ছীগা তা সত্ত্বেও খবর এর (মাযীর) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ বাক্যটির গোপনীয় রূপ হবে اَحْسَنَ زَيْدٌ অর্থাৎ صَارَ ذَا حُسْنٍ (যায়েদ কি সুন্দর!) এখানে ب হরফটি যায়েদা বা অতিরিক্ত।

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৪৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

অনুশীলনী -১

নীচের প্রতিটি فعل ناقص এর اعراب চিহ্নিত কর।

كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا - مَا زَالَ الْحَرُّ شَدِيْدًا - يَصِيْرُ الْاَوَّلُ اٰخِيْرًا -
لَا يَبِيْتُ الْكَلْبُ نَائِمًا - مَا فَتِئَ التَّاجِرُ صَادِقًا -

অনুশীলনী -২

নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্য হতে افعال مقاربه এর ইসম এবং খবর চিহ্নিত কর।

كَادَتِ الشَّمْسُ تَغِيْبُ - كَرُبَ الْمَاءُ يَجْمُدُ - اَوْشَكَ الْمَاءُ
اَنْ يَنْفَدَ - يُوْشِكُ الْمَرِيْضُ اَنْ يَبْرَأَ - عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ .

অনুশীলনী -৩

নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে افعال مدح وذم-এর فاعل-এর ব্যবহার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

نِعْمَ الْمُعَلِّمُ اَنْتَ - نِعْمَ صَدِيْقُ الْمَرْءِ الْكِتَابُ - نِعْمَ وَطَنًا
بَنْغْلَادِيْش - بِئْسَ خُلُقُ الْمَرْءِ النِّفَاقُ - بِئْسَ التَّاجِرُ مَاجِدٌ -
بِئْسَ خُلُقًا الْكِذْبُ - سَاءَ الرَّجُلُ تَارِكُ الصَّلٰوةِ -

অনুশীলনী -৪

নীচের মাছদারগুলো দ্বারা افعال تعجب-এর ছীগা গঠন কর।

اَلنَّصْرُ - اَلضَّرْبُ - اَلسَّمْعُ - اَلطَّلَبُ . اَلْحُسْنُ . اَلْكَمَالُ . اَلْحُلُوُّ

তৃতীয় অধ্যায়

اسمائے عاملہ

আমলকারী ইসমসমূহের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ مرفوع কাকে বলে এবং اسم مرفوع কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ مرفوع ঐ اسم কে বলে যার শেষে علامت رفع পাওয়া যায়।

اسم مرفوع মোট আট প্রকার

(১) فاعل (২) مفعول ما لم يسم فاعله (৩) مبتدأ

(৪) خبر المبتدأ (৫) خبر إن وأخواتها (৬) اسم كان واخواتها

(৭) اسم ما ولا المشبهتان بليس (৮) خبر لا لنفى الجنس

প্রশ্ন ঃ منصوب কাকে বলে এবং اسم منصوب মোট কত প্রকার?

উত্তর ঃ منصوب ঐ اسم কে বলে যার শেষে علامت نصب পাওয়া যায়।

اسم منصوب মোট ১২ প্রকার।

(১) مفعول مطلق (২) مفعول به (৩) مفعول له (৪) مفعول معه

(৫) مفعول فيه (৬) حال (৭) تميز (৮) مستثنى

(৯) خبر كان واخواتها (১০) اسم إن واخواتها (১১) اسم لا لنفي الجنس

(১২) خبر ما ولا بمعنى ليس

প্রশ্ন ঃ مجرور কাকে বলে এবং উহা কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ যে اسم এর শেষে جر এর আলামত পাওয়া যায় তাকে مجرور বলে।

مجرورات মোট ২টি।

(১) مضاف اليه (২) مجرور বা যার শুরুতে حرف جر আসে

প্রশ্ন ঃ رفع কয়টি জিনিষ দ্বারা হয় এবং কি কি?

উত্তর ঃ رفع ৫টি জিনিষ দ্বারা হয়।

رفع কখনো (১) ضمه لفظي দ্বারা হয় যেমন ঃ جَاءَنِيْ زَيْدٌ
رفع ,, (২) ضمه تقديري ,, ,, যেমন ঃ جَآءَنِيْ مُوْسٰى
رفع ,, (৩) واو لفظي ,, ,, যেমন ঃ جَآءَنِيْ مُسْلِمُوْنَ
رفع ,, (৪) واو تقديري ,, ,, যেমন ঃ جَآءَنِيْ مُسْلِمِيَّ
رفع ,, (৫) الف ,, ,, যেমন ঃ جَآءَنِيْ رَجُلَانِ

প্রশ্ন ঃ نصب কয়টি জিনিষ দ্বারা হয় এবং কি কি?
উত্তর ঃ نصب ৬ টি জিনিষ দ্বারা হয়।

نصب কখনো (১) فتحه لفظي দ্বারা হয় যেমন ঃ رَأَيْتُ زَيْدًا
نصب ,, (২) فتحه تقديري ,, ,, ,, رَأَيْتُ مُوْسٰى
نصب ,, (৩) الف ,, ,, ,, رَأَيْتُ أَبَاكَ
نصب ,, (৪) كسره ,, ,, ,, رَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ
نصب ,, (৫) ياء ما قبل مفتوح ,, ,, ,, رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ
نصب ,, (৬) ياء ما قبل مكسور ,, ,, ,, رَأَيْتُ مُسْلِمِيْنَ

প্রশ্ন ঃ جر কয়টি জিনিষ দ্বারা হয় এবং কি কি?
উত্তর ঃ جر ৫ টি জিনিষ দ্বারা হয়।

جر কখনো (১) كسره لفظي দ্বারা হয় যেমন ঃ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ
جر ,, (২) كسره تقديري ,, ,, ,, مَرَرْتُ بِمُوْسٰى
جر ,, (৩) فتحه ,, ,, ,, مَرَرْتُ بِعُمَرَ
جر ,, (৪) ياء ما قبل مفتوح ,, ,, ,, مَرَرْتُ بِرَجُلَيْنِ
جر ,, (৫) ياء ما قبل مكسور ,, ,, ,, مَرَرْتُ بِأَبِيْكَ

প্রশ্ন ঃ আমলকারী ইসমসমূহ কত প্রকার ও কি কি?
উত্তর ঃ আমলকারী ইসমসমূহ মোট ১১ প্রকার

اسماے افعال بمعنى فعل ماضى (২) اسماء شرطيه بمعنى ان (১)
اسم مفعول (৫) اسم فاعل (৪) اسماے افعال بمعنى امر حاضر (৩)
اسم مصدر (৮) اسم تفضيل (৭) صفت مشبه (৬)
اسماے كنايات (১১) اسم تام (১০) اسم مضاف (৯)

প্রথম প্রকার

اسماء شرطيه بمعنى ان

প্রশ্ন ঃ اسمائے شرطية بمعنى إِنْ কয়টি?

উত্তর ঃ اسماء شرطيه بمعنى إِنْ (শর্তের অর্থবোধক إِنْ এর অর্থ প্রদানকারী ইসম সমূহ) এগুলো মোট নয়টি।

প্রশ্ন ঃ اسماء شرطيه بمعنى ان কি আমল করে?

উত্তর ঃ এই ইসমগুলি তার পরবর্তী فعل مضارع কে জযম দেয়। যেমন।

(১) مَنْ تَضْرِبْ اَضْرِبْ (তুমি যাকে মারবে আমিও তাকে মারব)

(২) مَا تَفْعَلْ اَفْعَلْ (তুমি যা করবে আমিও তাই করব)

(৩) اَيْنَ تَجْلِسْ اَجْلِسْ (তুমি যেখানে দাঁড়াবে আমিও সেখানে দাঁড়াব)

(৪) مَتٰى تَقُمْ اَقُمْ (তুমি যখন দাঁড়াবে আমিও তখন দাঁড়াব)

(৫) اَىَّ شَيْءٍ تَأْكُلْ اٰكُلْ (তুমি যা খাবে আমিও তা খাব)

(৬) اَنّٰى تَكْتُبْ اَكْتُبْ (তুমি যখন লিখবে আমিও তখন লিখব)

(৭) اِذْ مَا تُسَافِرْ اُسَافِرْ (তুমি যখন সফর করবে আমিও তখন সফর করব)

(৮) حَيْثُمَا تَقْصُدْ اَقْصُدْ (তুমি যে জায়গা ইচ্ছা করবে আমিও সে জায়গার ইচ্ছা করব)

(৯) مَهْمَا تَقْعُدْ اَقْعُدْ (তুমি যেখানে বসবে আমিও সেখানে বসব)

অনুশীলনী

১। فعل مضارع مجزوم চিহ্নিত কর এবং جزم-এর আলামত উল্লেখ কর।

مَنْ يَجْتَهِدْ فِى الدِّرَاسَةِ يَنْجَحْ - مَا تُنْفِقْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَجِدْهُ عِنْدَ اللّٰهِ - اِذْمَا تَفْعَلْ شَرًّا يَجْلِبْ عَلَيْكَ شَرًّا - اِذْمَا تُسَافِرْ تَكْسِبْ مَالاً - مَهْمَا تَتَعَلَّمْ لاَ تَبْلُغْ نِهَايَةَ الْعِلْمِ - مَتٰى يُسَافِرْ زَيْدٌ اُسَافِرْ مَعَهٗ - اَىَّ كِتَابٍ تَقْرَأْ اَقْرَأْ .

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৪৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

দ্বিতীয় প্রকার

اسمائے افعال بمعنی ماضی

প্রশ্ন ঃ اسم فعل কাকে বলে?

উত্তর ঃ اسم فعل এমন কালিমা বা ওযন যা কাঠামোর দিক থেকে اسم হলেও فعل এর অর্থ প্রদান করে।

প্রশ্ন ঃ কালের দিক থেকে أسمائے افعال কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ কালের দিক থেকে أسمائے افعال দুই প্রকার।

(১) ماضي এর অর্থ প্রকাশক। যেমন ঃ هَيْهَاتَ (দূর হয়েছে) شَتَّانَ (পৃথক হয়েছে) سَرْعَانَ (তাড়াতাড়ি করেছে)।

(২) امر এর অর্থ প্রকাশক। যেমনঃ رُوَيْدَ (অবকাশ দাও) بَلْهَ (বর্জন কর) حَيَّهَلْ (আস) عَلَيْكَ (ধর) دُوْنَكَ (ধর) هَا (ধর)।

প্রশ্ন ঃ أسمائے افعال بمعنی ماضي কি আমল করে?

উত্তর ঃ أسمائے افعال بمعنی ماضي তার পরবর্তী ইসমকে ফায়েল হিসাবে 'রফা' দেয় যেমন ঃ هَيْهَاتَ يَوْمُ الْعِيْدِ (ঈদের দিন দূরবর্তী হয়েছে)

তৃতীয় প্রকার

اسمائے افعال بمعنی امر حاضر

প্রশ্ন ঃ اسمائے افعال بمعنی امر حاضر কি আমল করে?

উত্তর ঃ এই ইস্‌মগুলি তার পরবর্তী ইসমকে মাফউল হিসাবে نصب দেয়। যেমনঃ رُوَيْدَ زَيْدًا (তুমি যায়েদকে অবকাশ দাও)

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলো اسمائے افعال-এর আমল বর্ণনা কর।

هَيْهَاتَ نَجَاةُ الْمُشْرِكِيْنَ - شَتَّانَ جَمَاعَةُ الْمُنَافِقِيْنَ .

دُوْنَكَ الْكِتَابَ - عَلَيْكَ السُّنَّةَ . حَيَّهَلِ الصَّلٰوةَ .

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৪৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

চতুর্থ প্রকার

اسم فاعل (কারক বিশেষ্য)

প্রশ্ন ঃ اسم فاعل কাকে বলে?

উত্তর ঃ اسم فاعل এমন একটি اسم কে বলে, যা ফে'ল থেকে গঠিত হয় এবং এমন অর্থ বুঝায় যে, উক্ত ফে'ল তার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। যেমনঃ ضَارِبٌ (প্রহারকারী) এটা দ্বারা এমন একটি ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যার দ্বারা প্রহার সংঘটিত হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ اسم فاعل কি আমল করে?

উত্তর ঃ اسم فاعل দুইটি শর্ত সাপেক্ষে তার নিজ ফে'ল (ফে'লে মারূফ) এর মত আমল করে।

শর্ত দুইটি হলো

(১) ইসমে ফায়েল حال অথবা استقبال এর অর্থে ব্যবহৃত হতে হবে।

(২) ইসমে ফায়েল এর পূর্ববর্তী ছয়টি শব্দের যে কোন একটির সাথে ই'তেমাদ বা গভীর সম্পর্ক থাকতে হবে। পূর্ববর্তী শব্দটি–

✪ হয়তো مبتدا হবে এবং ইসমে ফায়েলটি তার খবর হবে। যেমনঃ

ফে'লে লাযেম ঃ زَيْدٌ قَائِمٌ اَبُوْهُ (যায়েদের পিতা দন্ডায়মান)

ফেলে মুতাআদ্দী ঃ زَيْدٌ ضَارِبٌ اَبُوْهُ عَمْرًا (যায়েদের পিতা আমরকে মারছে)

✪ অথবা موصوف হবে এবং اسم فاعل তার 'ছিফাত' হবে। যেমনঃ

ফে'লে লাযেম ঃ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ قَائِمٍ اَبُوْهُ

ফে'লে মুতাআদ্দি ঃ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ ضَارِبٍ اَبُوْهُ بَكْرًا

(আমি এমন ব্যক্তির সাথে অতিক্রম করেছি যার পিতা বকরের প্রহারকারী)

✪ অথবা موصول হবে এবং اسم فاعل তার 'ছিলা' হবে। যেমনঃ

(ফে'লে লাযেম) جَاءَنِى الْقَائِمُ اَبُوْهُ

(যার পিতা দন্ডায়মান সে আমার নিকট এসেছে)

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৪৪ ও ১৪৫ পৃষ্ঠায় দেখুন

ফে'লে মুতাআদ্দি ঃ جَاءَنِى الضَّارِبُ اَبُوْهُ عَمْرًوا
(যার পিতা আমরকে মারছে সে আমার নিকট এসেছে)

✪ অথবা ذو الحال হবে এবং اسم فاعل তার 'হাল' হবে। যেমনঃ
ফে'লে লাযেম ঃ جَاءَنِىْ زَيْدٌ قَائِمًا غُلَامُهُ (যায়েদ আমার নিকট এমন অবস্থায় এসেছে যে তার গোলাম দন্ডায়মান)
ফে'লে মুতাআদ্দি ঃ جَاءَنِىْ زَيْدٌ رَاكِبًا غُلَامُهُ فَرَسًا (যায়েদ আমার নিকট এমন অবস্থায় এসেছে যে তার গোলাম ঘোড়ায় আরোহন করেছে)

✪ অথবা همزه استفهام হবে। যেমনঃ
ফে'লে লাযেম ঃ اَقَائِمٌ زَيْدٌ (যায়েদ কি দাঁড়াচ্ছে?)
ফে'লে মুতাআদ্দি ঃ اَضَارِبٌ زَيْدٌ عَمْرًوا (যায়েদ কি আমরকে মারছে?)

✪ অথবা حرف نفى হবে। যেমনঃ
ফে'লে লাযেম ঃ مَا قَائِمٌ زَيْدٌ (যায়েদ দাঁড়াচ্ছে না)
ফে'লে মুতাআদ্দি ঃ مَا ضَارِبٌ زَيْدٌ عَمْرًوا
(যায়েদ আমরকে প্রহার করছে না)

قَامَ এবং ضَرَبَ যে আমল করে قَائِمٌ এবং ضَارِبٌ ও সে আমলই করবে।

পঞ্চম প্রকার

اسم مفعول (কর্মকারক বিশেষ্য)

প্রশ্ন ঃ اسم مفعول (কাকে বলে?

উত্তর ঃ اسم مفعول এমন একটি اسم কে বলে, যা কোন ফে'ল হতে গঠিত হয় এবং যা থেকে এমন অর্থ বুঝায় যে, উক্ত কাজ তার উপর পতিত হয়েছে। যেমন ঃ مَضْرُوْبٌ (প্রহারকৃত ব্যক্তি)

প্রশ্ন ঃ اسم مفعول কি আমল করে?

উত্তর ঃ ইসমে মাফউলও ইসমে ফায়েল-এর মত দুইটি শর্ত সাপেক্ষে তার নিজ ফে'ল (ফেলে মাজহুল) এর মত আমল করে।

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৪৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

শর্ত দুইটি হলো ঃ

(১) ইসমে মাফউল حال অথবা استقبال এর অর্থে ব্যবহৃত হতে হবে।

(২) (ইসমে ফায়েলে উল্লেখিত) ছয়টি শব্দের যে কোন একটির সাথে اسم مفعول এর এ'তেমাদ বা গভীর সম্পর্ক থাকতে হবে।

প্রশ্ন ঃ اسم مفعول এর মোট কতটি উদাহরণ হয় এবং কিভাবে হয়?

উত্তর ঃ ইসমে মাফউল যেহেতু ফে'লে মুতাআদ্দি হতে গঠিত হয় এবং ফে'লে মুতাআদ্দি চার প্রকার, সেহেতু ইসমে মাফউলও চার প্রকার। এ চার প্রকার ইছমে মাফউল এর পূর্বে উপরোক্ত ছয় প্রকার শব্দ থাকবে। অতএব মোট উদাহরণ হবে(৪ × ৬) = ২৪টি

নিম্নে ইসমে মাফউল-এর উদাহরণ উল্লেখ করা হলো ঃ

পূর্বোল্লেখিত শব্দ	متعدى بيك مفعول মুতাআদ্দি (১)	متعدى بدو مفعول মুতাআদ্দি (২)	متعدى بدو مفعول মুতাআদ্দি (৩)	متعدى بسه مفعول মুতাআদ্দি (৪)
مبتدا মুবতাদা	زَيْدٌ مَضْرُوْبٌ اَبُوْهُ	زَيْدٌ مُعْطًى غُلَامُهُ دِرْهَمًا	زَيْدٌ مَعْلُوْمٌ اِبْنُهُ فَاضِلًا	زَيْدٌ مُخْبَرٌ اِبْنُهُ عَمْرًوا فَاضِلًا
موصوف মাওসূফ	مَرَرْتُ بِرَجُلٍ مَضْرُوْبٍ اَبُوْهُ	مَرَرْتُ بِرَجُلٍ مُعْطًى غُلَامُهُ دِرْهَمًا	مَرَرْتُ بِرَجُلٍ مَعْلُوْمٍ اِبْنُهُ فَاضِلًا	مَرَرْتُ بِرَجُلٍ مُخْبَرٍ اِبْنُهُ عَمْرًوا فَاضِلًا
موصول মাওসূল	جَاءَنِى الْمَضْرُوْبُ اَبُوْهُ	جَاءَنِى الْمُعْطٰى غُلَامُهُ دِرْهَمًا	جَاءَنِى الْمَعْلُوْمُ اِبْنُهُ فَاضِلًا	جَاءَنِى الْمُخْبَرُ اِبْنُهُ عَمْرًوا فَاضِلًا
ذو الحال যুলহাল	جَاءَنِى زَيْدٌ مَضْرُوْبًا اَبُوْهُ	جَاءَنِى زَيْدٌ مُعْطًى غُلَامُهُ دِرْهَمًا	جَاءَنِى زَيْدٌ مَعْلُوْمًا اِبْنُهُ فَاضِلًا	جَاءَنِى زَيْدٌ مُخْبَرًا اِبْنُهُ عَمْرًوا فَاضِلًا
همزهٔ استفهام হামযায়ে ইস্তেফহাম	اَمَضْرُوْبٌ زَيْدٌ	اَمُعْطًى زَيْدٌ دِرْهَمًا	اَمَعْلُوْمٌ زَيْدٌ فَاضِلًا	اَمُخْبَرٌ زَيْدٌ عَمْرًوا فَاضِلًا
حرف نفى হরফে নফী	مَا مَضْرُوْبٌ زَيْدٌ	مَا مُعْطًى زَيْدٌ دِرْهَمًا	مَا مَعْلُوْمٌ زَيْدٌ فَاضِلًا	مَا مُخْبَرٌ زَيْدٌ عَمْرًوا فَاضِلًا

ফায়েদা ঃ যে আমল عَلِمَ - اَعْطٰى - ضَرَبَ ও اَخْبَرَ করে সে আমল مَعْلُوْمٌ - مُعْطًى - مَضْرُوْبٌ ও করবে।

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৪৫ ও ১৪৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

ষষ্ঠ প্রকার

صفت مشبه (স্থায়ী গুণবাচক বিশেষ্য)

প্রশ্ন ঃ صفت مشبه কাকে বলে?

উত্তর ঃ صفت مشبه এমন একটি اسم কে বলে যার দ্বারা এমন একটি গুণ বুঝাবে, যার মধ্যে مصدر এর অর্থ পাওয়া যায়। যেমন ঃ حَسَنٌ

প্রশ্ন ঃ صفت مشبه ও اسم فاعل -এর মাঝে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ صفت مشبه ও اسم فاعل এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, اسم فاعل কোন কিছুর ক্ষণস্থায়ী গুণ বুঝায়। অপরপক্ষে صفت مشبه চিরস্থায়ী গুণ বুঝায়।

প্রশ্ন ঃ صفت مشبه কোন ধরনের فعل থেকে গঠিত হয় এবং তার ওযন কি?

উত্তর ঃ صفت مشبه ফেলে লাযেম থেকে গঠিত হয় এবং এর কোন নির্দিষ্ট ওযন নেই।

প্রশ্ন ঃ صفت مشبه কি আমল করে?

উত্তর ঃ اسم موصول ব্যতীত উপরোল্লেখিত পাঁচটি শব্দের যে কোন একটির উপর এ'তেমাদ করে সিফাতে মুশাব্বাহ তার নিজ ফে'ল (ফে'লে লাযেম)-এর মত আমল করে। যেমনঃ زَيْدٌ حَسَنٌ غُلَامُهُ

(যায়েদের গোলামটি সুন্দর)

حَسُنَ যে আমল করে, حَسَنٌ ঠিক সেই আমলই করবে

সপ্তম প্রকার

اسم تفضيل (তুলনাবোধক বিশেষ্য)

প্রশ্ন ঃ اسم تفضيل কাকে বলে?

উত্তর ঃ যে اسم এমন কথা বুঝায় যে, একটি গুণ দুটি বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান, তবে একটিতে বেশী অপরটিতে কম, সেই اسم কে اسم تفضيل বলে। সেই গুণ যার মধ্যে কম হয় তাকে مفضل عليه বলে।

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৪৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রশ্ন ঃ اسم تفضيل কি আমল করে?

উত্তর ঃ اسم تفضيل তার ফায়েল এর মধ্যে আমল করে এবং তার ফায়েল সর্বদা জমীর হয়। এখানে هُوَ উহ্য যমীরটি افضل এর ফায়েল।

প্রশ্ন ঃ اسم تفضيل এর ব্যবহার পদ্ধতি কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ اسم تفضيل এর ব্যবহার পদ্ধতি মোট তিনটি।

(১) اسم تفضيل مِنْ এর মাধ্যমে ব্যবহৃত হবে। যেমন ঃ
زَيْدٌ اَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو (যায়েদ আমর অপেক্ষা উত্তম)

(২) اسم تفضيل এর শুরুতে ال যোগ হবে। যেমনঃ
جَاءَنِىْ زَيْدُ الْاَفْضَلُ (আমার নিকট উত্তম যায়েদ এসেছে)

(৩) اسم تفضيل টি اضافت হবে। যেমনঃ
زَيْدٌ اَفْضَلُ الْقَوْمِ (যায়েদ কওমের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম)।

অষ্টম প্রকার

مصدر (ক্রিয়ামূল)

প্রশ্ন ঃ مصدر আমল করার শর্ত কি?

উত্তর ঃ مصدر আমল করার জন্য শর্ত হলো যে,মাছদার مفعول مطلق হতে পারবে না।

প্রশ্ন ঃ مصدر কি আমল করে?

উত্তর ঃ مصدر তার নিজ ফে'ল-এর মত আমল করে। যেমন ঃ
اَعْجَبَنِىْ ضَرْبُ زَيْدٍ عَمْرًوا (আমরকে যায়েদের প্রহার করা আমাকে আশ্চার্যান্বিত করেছে)

প্রশ্ন ঃ مصدر কয় অবস্থায় আমল করে?

উত্তর ঃ مصدر তিন অবস্থায় আমল করে।

(১) مضاف (২) تنوين (৩) معرف باللام

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৪৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

নবম প্রকার

اسم مضاف

প্রশ্ন ঃ মুযাফ কি আমল করে?

উত্তর ঃ مضاف তার مضاف اليه কে جر দেয়। যেমন ঃ جَاءَنِىْ غُلَامُ زَيْدٍ (আমার নিকট যায়েদের গোলাম এসেছে)

প্রশ্ন ঃ **مضاف ও مضاف اليه** এর মধ্যে কয়টি হরফের অর্থ পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ اضافت এর মধ্যে তিনটি حرف এর যে কোন একটির অর্থ তাতে পাওয়া যায়। যেমনঃ

(ক) مضاف কে যদি مضاف اليه হতে 'বানানো'র অর্থ হয়, তাহলে সেখানে مِنْ এর অর্থ পাওয়া যায়। যেমনঃ خَاتَمُ فِضَّةٍ মূলতঃ خَاتَمٌ مِنْ فِضَّةٍ ছিল।

(খ) مضاف اليه যদি مضاف এর জন্য ظرف হয়, তাহলে সেখানে فِىْ এর অর্থ পাওয়া যায়। যেমন ঃ صَلٰوةُ الْجُمُعَةِ মূলতঃ ছিল صَلٰوةٌ فِى الْجُمُعَةِ

(গ) এ দুটি জায়গা ছাড়া সব স্থানেই ل এর অর্থ গোপন থাকে। যেমন غُلَامُ زَيْدٍ এটা মূলতঃ غُلَامٌ لِزَيْدٍ ছিল। এটা মূলতঃ جَاءَنِىْ غُلَامٌ لِزَيْدٍ ছিল। এখানে لام কে حذف করা হয়েছে।

দশম প্রকার

اسم تام (পরিপূরক বা পূর্ণাঙ্গ বিশেষ্য)

প্রশ্ন ঃ اسم تام কাকে বলে?

উত্তর ঃ যখন ইস্‌ম এমন অবস্থায় থাকে যে, তা এখন কোন দিকে مضاف হতে পারে না, সেই اسم কে اسم تام বলে।

প্রশ্ন ঃ اسم تام কি আমল করে?

উত্তর ঃ ইসমে তাম তার পরবর্তী ইস্‌মকে তামীয হিসেবে নছব দেয়।

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৪৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রশ্ন ঃ কয়টি জিনিষ দ্বারা اسم পূর্ণাঙ্গ বা تام হয়?

উত্তর ঃ

(১) ইস্‌ম হয়তো تنوين দ্বারা তাম (পূর্ণাঙ্গ) হয়। যেমনঃ

مَا فِى السَّمَاءِ قَدْرُ رَاحَةٍ سَحَابًا

(আকাশে হাতের তালু পরিমাণও মেঘ নেই)

(২) ইসম হয়তো تنوين تقديرى দ্বারা তাম (পূর্ণাঙ্গ) হয়। যেমন ঃ

عِنْدِىْ اَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا (আমার নিকট এগারো জন লোক আছে)

(৩) ইস্‌ম হয়তো نون تثنيه দ্বারা তাম (পূর্ণাঙ্গ) হয়। যেমন ঃ

عِنْدِىْ قَفِيْزَانِ بُرًّا (আমার নিকট দুই কফীয গম আছে)

(৪) ইস্‌ম হয়তো نون جمع দ্বারা তাম (পূর্ণাঙ্গ) হয়। যেমন ঃ

هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا (তোমাদেরকে সে সকল লোকজনের সংবাদ দিব কি যারা আমলের দিক থেকে অতি ক্ষতিগ্রস্ত?)

(৫) ইস্‌ম হয়তো مشابه نون جمع দ্বারা তাম (পূর্ণাঙ্গ) হয়। যেমন ঃ

عِنْدِىْ عِشْرُوْنَ دِرْهَمًا (আমার নিকট বিশটি দিরহাম আছে)

(৬) ইস্‌ম হয়তো اضافت দ্বারা তাম (পূর্ণাঙ্গ) হয়। যেমন ঃ

عِنْدِىْ مِلْؤُهٗ عَسَلًا (আমার নিকট এই পাত্র ভর্তি মধু আছে)

একাদশতম প্রকার

اسمائے کنایات

প্রশ্ন ঃ اسمائے کنایات কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ اسمائے کنایات দুইটি। (১) كَمْ (২) كَذَا

প্রশ্ন ঃ كَمْ কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ كَمْ দুই প্রকার। (১) كم استفاميه (২) كم خبريه

প্রশ্ন ঃ كم استفاميه ও كم خبريه কাকে বলে?

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৪৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

উত্তর ঃ ✪ كم استفهاميه এমন كم কে বলে যা দ্বারা কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। যেমনঃ كَمْ دِرْهَمًا عِنْدَكَ (তোমার নিকট কত টাকা আছে?)

✪ كم خبريه এমন একটি كَمْ কে বলে যা শুধুমাত্র সংবাদ দানের অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ كَمْ مَالٍ اَنْفَقْتُ (কত মাল খরচ করলাম)

প্রশ্ন ঃ كم استفهاميه ও كذا কি আমল করে?

উত্তর ঃ كم استفهاميه এবং كَذَا তার পরবর্তী ইসিমকে তামীয হিসাবে نصب দেয়। যেমন ঃ

كَمْ رَجُلاً عِنْدَكَ (তোমার নিকট কতজন পুরুষ আছে?)

عِنْدِىْ كَذَا دِرْهَمًا (আমার নিকট এত দিরহাম আছে।)

প্রশ্ন ঃ كم خبريه কি আমল করে?

উত্তর ঃ كم خبريه তামীযকে যের দেয়। যেমন ঃ

كَمْ مَالٍ اَنْفَقْتُ (আমি অনেক মাল খরচ করেছি)

كَمْ دَارٍ بَنَيْتُ (আমি অনেক ঘর তৈরি করেছি)

ফায়েদা ঃ كم خبريه এর পরে কখনো مِنْ (হরফে জর) আসে। যেমন ঃ كَم مِنْ مَلَكٍ فِى السَّمٰوَاتِ (আকাশে অনেক ফেরেশতা আছে।)

দ্বিতীয় প্রকার
عامل معنوى এর বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ عامل معنوي কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ عامل معنوى মোট দুইটি।

(১) ابتداء অর্থাৎ عامل لفظى (বা প্রকাশ্য আমেল) থেকে খালি হওয়া (একে 'আমেলে এবতেদা'ও বলে) তখন তা مبتدا ও خبر উভয়টিকে رفع দেয়। যেমন ঃ زَيْدٌ قَائِمٌ ।

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৪৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

এ সম্পর্কে আরো দু'টি অভিমত আছে।

(ক) 'মুবতাদা' এর মধ্যে عامل ابتداء 'রফা' দেয়, এবং 'খবর' এর মধ্যে মুবতাদা 'রফা' দেয়।

(খ) 'মুবতাদা' 'খবর' কে 'রফা' দেয় এবং 'খবর' মুবতাদা কে 'রফা' দেয়।

(২) فعل مضارع আমেলে নাছেব এবং عامل جازم থেকে খালি হওয়া। তখন فعل مضارع মারফু হয়। যেমনঃ زَيْدٌ يَضْرِبُ বাক্যে يَضْرِبُ শব্দটিতে 'রফা' হয়েছে। কেননা এখানে عامل ناصب এবং عامل جازم নাই।

প্রশ্ন ঃ مبتدأ ও خبر এর মাঝে কয়টি বিষয়ে مطابقت (সমতা) জরুরী?

উত্তর ঃ خبر যদি اسم فاعل - اسم مفعول - اسم مبالغة - صفت مشبه এর এর কোন ছীগা হয়, তাহলে পাঁচটি বিষয়ে مبتدأ ও خبر এর মাঝে مطابقت জরুরী।

(১) 'মুবতাদা' একবচন হলে 'খবর'ও একবচন হবে। যেমন ঃ
اَلرَّجُلُ قَائِمٌ (বেলাল একজন শিক্ষক)

(২) 'মুবতাদা' দ্বিবচন হলে 'খবর'ও দ্বিবচন হবে। যেমন ঃ
اَلرَّجُلَانِ قَائِمَانِ (লোক দু'জন দণ্ডায়মান)

(৩) 'মুবতাদা' বহুবচন হলে 'খবর'ও বহুবচন হবে। যেমন ঃ
اَلرِّجَالُ قَائِمُوْنَ (লোক সকল দণ্ডায়মান)

(৪) 'মুবতাদা' مذكر হলে 'খবর'ও مذكر হবে। যেমন ঃ
بِلَالٌ مُعَلِّمٌ (বেলাল একজন শিক্ষক)

(৫) 'মুবতাদা' مؤنث হলে 'খবর'ও مؤنث হবে। যেমন ঃ
عَائِشَةُ مُعَلِّمَةٌ (আয়েশা একজন শিক্ষিকা)

ফায়েদা ঃ خبر যদি اسم جامد হয়. তাহলে উপরোল্লিখিত পাঁচ বিষয়ে مطابقت (সমতা) থাকা জরুরী নয়।

।।পরিশিষ্ট ।।

পরিশিষ্টে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে যা জানা অত্যন্ত জরুরী। পরিশিষ্টে তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ تـوابـع সম্পর্কে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ منصرف و غير منصرف সম্পর্কে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ حروف غير عاملة সম্পর্কে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

تـوابـع বা অনুগামী পদের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ تابع কাকে বলে?

উত্তর ঃ تـابـع এমন একটি শব্দকে বলে, যা তার পূর্বের শব্দের তুলনায় দ্বিতীয় হয় এবং পূর্বের শব্দে যেই কারণে যে اعراب হয় তাতেও ঠিক সেই কারণে একই اعراب হয়।

প্রশ্ন ঃ تابع এর পূর্বের শব্দকে কি বলে?

উত্তর ঃ تـابـع এর পূর্বের শব্দকে متبوع বলে।

প্রশ্ন ঃ تابع এর হুকুম কি?

উত্তর ঃ تـابـع এর পূর্বের শব্দে (মতবু'তে) যেই এ'রাব যে কারণে হবে تابع এর মধ্যেও সেই এ'রাব সে কারণেই হবে।

প্রশ্ন ঃ تابع কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ تـابـع মোট পাঁচ প্রকার।

(১) صـفـت (২) تاكـيد

(৩) بـدل (৪) عـطـف بـحـرف

(৫) عطف بيان

প্রথম প্রকার

صفت (বিশেষণ)

ফায়েদা : متبوع কে موصوف এবং تابع কে صفت বলে।

প্রশ্ন : صفت কাকে বলে?

উত্তর : صفت ঐ تابع কে বলে, যা متبوع এর ভিতারে বিদ্যমান দোষ-গুণ বা অবস্থা প্রকাশ করে।

প্রশ্ন : صفت কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তর : (১) صفت بحال موصوف (২) صفت بحال متعلق موصوف

প্রশ্ন : صفت بحال موصوف কাকে বলে?

উত্তর : صفت بحال موصوف ঐ تابع কে বলে, যা এমন গুণ বা অবস্থা বুঝায় যা স্বয়ং متبوع এর মাঝে বিদ্যমান আছে। যেমন :

جاءني رجل عالم (আমার নিকট যিনি এসেছেন, তিনি আলেম)

هذه زهرة جميلة (এটি সুন্দর ফুল)

প্রশ্ন : صفت بحال موصوف এর صفت ও موصوف এর মাঝে কয়টি জিনিষের মাঝে مطابقت (সমতা) থাকা জরুরী এবং সে গুলো কি কি?

উত্তর : صفت بحال موصوف এর موصوف এবং তার صفت এর মধ্যে দশটি জিনিষের মধ্যে সমতা থাকতে হবে।

<u>এই দশটি জিনিস হলো :</u>

(১) تعريف (২) تنكير (৩) تذكير (৪) تانيث
(৫) افراد (৬) تثنيه (৭) جمع (৮) رفع
(৯) نصب (১০) جر

যেমন : عِنْدِىْ رَجُلٌ عَالِمٌ - وَرَجُلَانِ عَالِمَانِ - وَرِجَالٌ عَالِمُوْنَ : وَامْرَأَةٌ عَالِمَةٌ - وَامْرَأَتَانِ عَالِمَتَانِ - وَنِسْوَةٌ عَالِمَاتٌ -

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৪৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রশ্ন ঃ صفت بحال متعلق موصوف কাকে বলে?

উত্তর ঃ صفت بحال متعلق موصوف ঐ تابع কে বলে, যা এমন গুণ বা অবস্থা বুঝায় যা متبوع এর সাথে সম্পর্কিত কোন ব্যক্তি বা বস্তুর মাঝে বিদ্যমান আছে। যেমন ঃ جَاءَنِيْ رَجُلٌ حَسَنٌ غُلَامُهٗ

(আমার নিকট একলোক আসল যার গোলাম সুন্দর)

প্রশ্ন ঃ صفت بحال متعلق موصوف এর صفت ও موصوف এর মাঝে কয়টি বিষয়ে مطابقت (সমতা) থাকা জরুরী এবং সেগুলো কি কি?

উত্তর ঃ صفت بحال متعلق موصوف এর موصوف এবং তার صفت এর মধ্যে পাঁচটি জিনিষের মধ্যে সমতা থাকতে হবে। এই পাঁচটি জিনিস হলো ঃ

(১) تعريف (২) تنكير (৩) رفع (৪) نصب (৫) جر

যেমন ঃ جَاءَنِىْ رَجُلٌ عَالِمٌ اَبُوْهُ

প্রশ্ন ঃ جمله خبرية কি نكره এর صفت হতে পারে?

উত্তর ঃ جمله خبريه কে نكره এর صفت হিসাবে ব্যবহার করা যায়। তবে শর্ত হল, জুমলার মধ্যে এমন একটি ضمير থাকতে হবে যা موصوف এর দিকে ফিরবে। যেমন ঃ جَاءَنِىْ رَجُلٌ عَالِمٌ اَبُوْهُ

ফায়েদা ঃ معرفه এর صفت জুমলা হতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রকার

تاكيد (দৃঢ় করা, জোরদার করা)

প্রশ্ন ঃ تاكيد কাকে বলে?

উত্তর ঃ تاكيد এমন একটি تابع কে বলে, যা হুকুমের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার ব্যাপারে অথবা সকল সংখ্যা শামিল হওয়ার ব্যাপারে متبوع এর অবস্থাকে দৃঢ় করে দেয়, যাতে শ্রোতার মনে কোন প্রকার সন্দেহ না থাকে। (متبوع কে موكد এবং تابع কে تاكيد বলে।)

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৪৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রশ্ন ঃ تاكيد কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ تاكيد দুই প্রকার। (১) تاكيد لفظى (শাব্দিক তাকীদ)
(২) تاكيد معنوى (অর্থগত তাকীদ)

প্রশ্ন ঃ تاكيد لفظي ও تاكيد معنوي কাকে বলে?

উত্তর ঃ ✪ تاكيد لفظى ঃ একই শব্দকে বার বার উল্লেখ করার মাধ্যমে যে তাকীদ হয় তাকে تاكيد لفظى বলে। যেমনঃ
زَيْدٌ زَيْدٌ قَائِمٌ - ضَرَبَ ضَرَبَ زَيْدٌ - اِنَّ اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ

✪ تاكيد معنوى ঃ নির্দিষ্ট কতগুলো শব্দের মাধ্যমে যে তাকীদ হয় তাকে تاكيد معنوى বলে। এই শব্দগুলো হলোঃ
نَفْسٌ - عَيْنٌ - كِلَا - كِلْتَا - اَجْمَعُ - اَكْتَعُ - اَبْتَعُ - اَبْصَعُ
যেমন ঃ جَاءَنِى زَيْدٌ نَفْسُهٗ - جَاءَنِى الزَّيْدَانِ اَنْفُسُهُمَا -
جَاءَنِى الزَّيْدُوْنَ اَنْفُسُهُمْ

প্রশ্ন ঃ تاكيد معنوى এর ব্যবহার পদ্ধতি কি?

উত্তর ঃ نَفْسٌ - عَيْنٌ - كِلَا - كِلْتَا - كُلٌّ - جَمِيْعٌ এই শব্দগুলো তাকিদ হিসেবে ব্যবহারের জন্য ضمير যুক্ত করা ওয়াজিব। যেমন ঃ
جَاءَنِى الزَّيْدَانِ كِلَاهُمَا. وَالْهِنْدَانِ كِلْتَاهُمَا. جَاءَنِى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ
আর اَكْتَعُ - اَبْتَعُ - اَبْصَعُ এই শব্দগুলো اَجْمَعُ এর তাবে'।
اَجْمَعُ এর পরে এগুলো ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ
جَاءَنِى الْقَوْمُ اَجْمَعُوْنَ اَكْتَعُوْنَ وَاَبْتَعُوْنَ وَاَبْصَعُوْنَ .

ফায়েদা ঃ كُلٌّ ও পরবর্তী শব্দগুলি বহুবচন আকারে ব্যবহৃত হয়। তবে كُلٌّ এর পর যমীর পরিবর্তন করতে হয়। اَجْمَعُ - اَكْتَعُ ইত্যাদিতে ছীগা পরিবর্তন করতে হয়। যেমন ঃ
فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৪৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

তৃতীয় প্রকার
بدل (স্থলাভিষিক্ত)

প্রশ্ন ঃ بدل কাকে বলে?

উত্তর ঃ بدل এমন একটি তাবে'কে বলে, যা বাক্যের نسبت এর ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য হয় এবং متبوع বা مبدل منه কে ভূমিকা স্বরূপ আনা হয়। (متبوع কে مبدل منه এবং تابع কে بدل বলা হয়।)

بدل এর প্রকারভেদ

প্রশ্ন ঃ بدل কয় প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর ঃ بدل মোট চার প্রকার। যথাঃ

(১) بدل الكل (২) بدل البعض

(৩) بدل الاشتمال (৪) بدل الغلط

✪ بدل الكل ঃ এমন একটি তাবে'কে বলে, যা مبدل منه এর পূর্ণ অর্থ বুঝায়। যেমন ঃ

جَاءَنِيْ زَيْدٌ اَخُوْكَ (তোমার ভাই যায়েদ আমার নিকট এসেছে)

✪ بدل البعض ঃ এমন একটি তাবে'কে বলে, যা مبدل منه এর আংশিক কোন কিছুকে বুঝায়। যেমন ঃ

ضُرِبَ زَيْدٌ رَأْسُهٗ (যায়েদের মাথায় প্রহার করা হয়েছে)

✪ بدل الاشتمال ঃ এমন একটি তাবে'কে বলে যা مبدل منه এর সাথে সম্পর্কিত কোন কিছুকে বুঝায়। যেমনঃ

سُلِبَ زَيْدٌ ثَوْبُهٗ (যায়েদের কাপড়-চোপড় কেড়ে নেয়া হয়েছে।)

✪ بدل الغلط ঃ এমন তাবে'কে বলে, যা مبدل منه এর ভুল সংশোধন করে। যেমন ঃ

مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حِمَارٍ (আমি একজন লোকের সাথে গমন করেছি, আরে না, একটি গাধার সাথে গমন করেছি)

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৪৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

চতুর্থ প্রকার

عطف بحرف (অব্যয় পদযোগে সংযোজন)

প্রশ্ন ঃ عطف بحرف কাকে বলে?

উত্তর ঃ عطف بحرف ঐ তাবে'কে বলে যা হরফে আতফের পরে উল্লেখ হয় এবং তার মাতবু'সহ উভয়ই উদ্দেশ্য হয় যেমন ঃ
جَاءَنِىْ زَيْدٌ وَعَمْرٌو - عطف بحرف কে عطف نسق ও বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ معطوف - معطوف عليه এবং حرف عطف কাকে বলে?

উত্তর ঃ حرف عطف এর পূর্বের শব্দকে معطوف عليه , পরের শব্দকে معطوف এবং যে حرف দ্বারা দুই শব্দকে সংযুক্ত করা হয় তাকে حرف عطف বলে।

প্রশ্ন ঃ حرف عطف কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ حرف عطف দশটি। যথা ঃ
وَاو - فَاء - ثُمَّ - حَتّٰى - اِمَّا - اَوْ - اَمْ - لَا - بَلْ - لٰكِنْ

পঞ্চম প্রকার

عطف بيان (বর্ণনামূলক সংযুক্ত পদ)

প্রশ্ন ঃ عطف بيان কাকে বলে?

উত্তর ঃ عطف بيان এমন একটি তাবে' যা صفت নয়, তবে متبوع এর অবস্থাকে তা স্পষ্ট করে দেয়। যেমনঃ اَقْسَمَ بِاللّٰهِ اَبُوْ حَفْصٍ عُمَرُ
(আবু হাফস উমর আল্লাহর নামে শপথ করেছেন)

ফায়েদা (১) নাম, উপনাম বা উপাধির মধ্যে অধিক প্রসিদ্ধটি عطف بيان হয় এবং অপ্রসিদ্ধটি مبين হয়।

(২) নাম তিন প্রকার হতে পারে।

(ক) علم ঃ জন্মের পর পিতা মাতা সন্তানকে যে নাম দ্বারা নামকরণ করে। যেমনঃ عمر

(খ) كنيت ঃ সন্তানের নাম দ্বারা যে নাম হয়। যেমন ঃ ابو حفص

(গ) لقب ঃ কোন গুণের সাথে মিল রেখে যে নাম হয়।
যেমন ঃ عمر فاروق

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৪৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
غير منصرف ও منصرف -এর বর্ণনা

প্রশ্ন : منصرف ও غير منصرف কাকে বলে?

উত্তর : ✪ غير منصرف : যে শব্দে منصرف পড়তে বাধা দানকারী اسباب (কারণসমূহ) হতে যে কোন দু'টি অথবা দু'টির স্থলাভিষিক্ত একটি 'سبب' পাওয়া যায় তাকে غير منصرف বলে।

✪ منصرف : যে শব্দে منصرف পড়তে বাধাদানকারী اسباب (কারণ সমূহ) হতে যে কোন দু'টি অথবা দু'টির স্থলাভিষিক্ত একটি سبب পাওয়া যায় না, তাকে منصرف বলে।

প্রশ্ন : اسباب منع صرف কয়টি ও কি কি?

উত্তর : اسباب منع صرف মোট নয়টি।

(১) عدل (২) وصف (৩) تانيث (৪) معرفه (৫) عجمه
(৬) جمع (৭) تركيب (৮) وزن فعل (৯) الف ونون زائدتان

عُمَرُ	এর মধ্যে		عدل এবং علم পাওয়া গেছে।
ثُلٰثُ	,,	,,	عدل এবং علم পাওয়া গেছে।
طَلْحَةُ	,,	,,	تانيث এবং علم পাওয়া গেছে।
زَيْنَبُ	,,	,,	تانيث معنوى এবং علم পাওয়া গেছে।
حُبْلٰى	,,	,,	الف مقصوره পাওয়া গেছে।
حَمْرَاءُ	,,	,,	الف ممدوده পাওয়া গেছে।
اِبْرَاهِيْمُ	,,	,,	عجمه এবং علم পাওয়া গেছে।
مَسَاجِدُ	,,	,,	جمع منتهى الجموع পাওয়া গেছে।
بَعْلَبَكُّ	,,	,,	تركيب এবং علم পাওয়া গেছে।
اَحْمَدُ	,,	,,	وزن فعل এবং علم পাওয়া গেছে।
سَكْرَانُ	,,	,,	الف ونون زائدتان এবং وصف পাওয়া গেছে।
عُثْمَانُ	,,	,,	الف و نون زائدتان এবং علم পাওয়া গেছে।

প্রশ্ন ঃ غير منصرف এর হুকুম কি?

উত্তর ঃ غير منصرف এর শেষে কখনো كسره ও تنوين হয় না।

তবে তা যদি মুযাফ হয় অথবা তার শুরুতে যদি الف لام আসে তাহলে كسره হতে পারে। যেমন ঃ مَرَرْتُ بِاَحْمَدِكُمْ ، مَرَرْتُ بِالْاَحْمَدِ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
حروف غير عامله
(আমলহীন অব্যয়সমূহের বর্ণনা)

প্রশ্ন ঃ حروف غير عامله কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ حروف غير عامله মোট ষোল প্রকার। যথা ঃ

প্রথম প্রকার ঃ حروف تنبيه (সর্তর্কীকরণ অব্যয়) মোট তিনটি।

(١) اَلَا (٢) اَمَا (٣) هَا

দ্বিতীয় প্রকার ঃ حروف ايجاب (সম্মতিসূচক অব্যয়) মোট ছয়টি।

(١) نَعَمْ (٢) بَلٰى (٣) اَجَلْ (٤) جَيْرِ (٥) اِىْ (٦) اِنَّ

তৃতীয় প্রকার ঃ حروف تفسير (ব্যাখ্যাকারক অব্যয়) মোট দুইটি

(١) اَىْ (٢) اَنْ যেমন ঃ وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَّا اِبْرَاهِيْمُ

চতুর্থ প্রকার ঃ حروف مصدريه মোট তিনটি।

(١) اِنْ (٢) اَنَّ (٣) مَا

এ হরফগুলি ফে'লের পূর্বে এসে ফে'লকে মাছদারের অর্থে পরিণত করে।

পঞ্চম প্রকার ঃ حروف تحضيض (উদ্বুদ্ধকারী অব্যয়) মোট চারটি।

(١) اَلَّا (٢) هَلَّا (٣) لَوْ لَا (٤) لَوْمَا

ষষ্ঠ প্রকার ঃ حرف توقع (আশাব্যঞ্জক অব্যয়) একটি। "قَدْ" এ শব্দটি ماضى তে নিশ্চয়তা বা নিকটবর্তী অর্থের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং مضارع তে তাকলীলের জন্য ব্যবহৃত হয়।

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৪৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

সপ্তম প্রকার ঃ حروف استفهام (প্রশ্নবোধক অব্যয়) মোট তিনটি ঃ

(١) مَا (٢) همزه (٣) هَلْ

অষ্টম প্রকার ঃ حرف ردع (অস্বীকার সূচক অব্যয়) একটি ।

كَلَّا (কখনো নয়) এটা কখনো নিশ্চয়তার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ (তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে)।

নবম প্রকার ঃ تنوين (তানবীন) মোট পাঁচ প্রকার।

(১) تنوين تمكن (اسم متمكن এর শেষে ব্যবহৃত তানবীন) যেমনঃ رَجُلٌ

(২) تنوين تنكير (ইসমকে نكره প্রকাশকারী তানবীন) যেমন ঃ صَهٍ (তানবীন সহ অর্থাৎ যে কোন সময় চুপ থাক আর "صَهْ" (তানবীন বিহীন) এর অর্থ এখনই চুপ কর।

(৩) تنوين عوض (মুযাফ ইলাইহি-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত তানবীন) যেমন ঃ يَوْمَئِذٍ এটা মূলত ঃ ছিল يَوْمَ اِذْ كَانَ كَذَا

(৪) تنوين مقابله -(جمع مؤنث سالم এর শেষে ব্যবহৃত তানবীন)। যেমন ঃ مُسْلِمَاتٍ

(৫) تنوين ترنم (কবিতার শেষে ছন্দ মিলানোর জন্য ব্যবহৃত তানবীন)

اَقِلِّى اللَّوْمَ عَاذِلُ وَالْعِتَابَنْ : وَقُوْلِى اِنْ اَصَبْتُ لَقَدْ اَصَابَنْ

(হে তিরস্কারকারিনী মহিলা! তিরস্কার আর সমালোচনা কম কর। (আর যদি তিরস্কার করতে চাও) তবে যদি আমি কিছু ঠিকমত করে থাকি তবে বল যে. হ্যাঁ! ঠিকই করেছ)

এ বাক্যে اَلْعِتَابَنْ একটি ইসম এবং اَصَابَنْ একটি ফেয়েল এবং দু'টিতেই তানভীনে তারানন্নুম ব্যবহৃত হয়েছে।

تنوين ترنم ইসম, ফে'ল হরফ নির্বিশেষে ব্যবহৃত হয়, তবে প্রথম চার প্রকার تنوين শুধুমাত্র ইসমের মাঝে ব্যবহৃত হয়।

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৪৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

দশম প্রকার ঃ نون تاكيد (নিশ্চয়তাসূচক নূন) এটা فعل مضارع এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়। নুনে তাকীদ দুই প্রকার। (১) ثقيله যেমনঃ اِضْرِبَنَّ (২) خفيفه যেমনঃ اِضْرِبَنْ (নিশ্চই প্রহার কর)।

একাদশতম প্রকার ঃ حروف زيادات (অতিরিক্ত হরফ) حروف زيادات মোট আটটি

(١) اِنْ (٢) اَنْ (٣) مَا (٤) لَا
(٥) مِنْ (٦) كَافْ (٧) بَاء (٨) لَامْ

দ্বাদশতম প্রকার ঃ حروف شرط ঃ حروف شرط মোট দুইটি।

(١) اَمَّا (٢) لَوْ

اَمَّا হরফটি তাফসীর এর জন্য ব্যবহৃত হয় এবং এর জবাবে একটি فاء আনা ওয়াজিব। যেমন পবিত্র কুরআনের বাণী-

فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ

(অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ হতভাগ্য,আর কেউ সৌভাগ্যবান। যারা হতভাগ্য তারা দোযখে যাবে, আর যারা নেককার তার বেহেশতে যাবে।)

প্রথমটি (শর্তটি) না হওয়ার কারণে দ্বিতীয়টি (জাযা) হয়নি একথা বুঝানোর জন্য لَوْ ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا

(আসমান ও যমীনে যদি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মা'বুদ থাকতো তবে আসমান যমীন ধ্বংস হয়ে যেতো)।

ত্রয়োদশতম প্রকার ঃ لَوْ لَا ঃ প্রথমটি হওয়ার কারণে দ্বিতীয়টি হয়নি একথা বুঝানোর জন্য لَوْ لَا ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ

لَوْلَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ

(যদি আলী (রাযি.) না থাকতেন তবে উমর (রাযি.) ধ্বংস হয়ে যেতেন)

চতুর্দশতম প্রকার ঃ لام مفتوحه (যবর বিশিষ্ট লাম) যেমনঃ لَزَيْدٌ اَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو (নিশ্চয়ই যায়েদ আমর অপেক্ষা উত্তম)।

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৫০ ও ১৫১ পৃষ্ঠায় দেখুন

পঞ্চদশতম প্রকার ঃ مَا এটা مَا دَامَ (যতক্ষণ)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়।

যেমন ঃ اَقُوْمُ مَا جَلَسَ الْاَمِيْرُ

(যতক্ষণ আমীর বসে থাকবে, ততক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে থাকব)

ষষ্ঠদশতম প্রকার ঃ حروف عطف (সংযোজক অব্যয়) حروف عطف মোট দশটি।

(১) واو (এবং) (২) فاء (সুতরাং) (৩) ثُمَّ (অতঃপর)
(৪) حَتّٰى (এমনকি) (৫) اِمَّا (কিংবা) (৬) اَوْ (অথবা)
(৭) اَمْ (বা) (৮) لَا (না) (৯) بَلْ (বরং)
(১০) لٰكِنْ (কিন্তু)।

ফায়দা

مستثنى -এর আলোচনা

প্রশ্ন ঃ مستثنى কাকে বলে?

উত্তর ঃ مستثنى এমন একটি শব্দকে বলে যা إلا বা إلا এর সমার্থবোধক শব্দের পরে উল্লেখ হয়, এ কথা বুঝানোর জন্য যে إلا এর পূর্বের শব্দের মধ্যে যে حكم দেয়া হয়েছে, إلا এর পরের শব্দের মধ্যে সেই حكم দেয়া হয় নাই।

প্রশ্ন ঃ اِلَّا এর সামর্থবোধক শব্দ কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ اِلَّا এর সমার্থবোধক শব্দ মোট ১০টি।

(১) غَيْرَ (২) سِوٰى (৩) سِوَاءَ (৪) حَاشَا (৫) خَلَا
(৬) عَدَا (৭) مَا خَلَا (৮) مَا عَدَا (৯) لَيْسَ (১০) لَا يَكُوْنُ

প্রশ্ন ঃ مستثنى কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ مستثنى দুই প্রকার (১) متصل (২) منقطع

প্রশ্ন ঃ مستثنى متصل কাকে বলে?

উত্তর ঃ مستثنى متصل ঐ مستثنى কে বলে যা পূর্বে مستثنى منه এর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং পরবর্তীতে اِلَّا বা তার সমার্থবোধক শব্দ

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৫১ পৃষ্ঠায় দেখুন

দ্বারা مستثنى منه থেকে বের করা হয়েছে। যেমনঃ

جَاءَنِى الْقَوْمُ اِلاَّ زَيْدًا

(যায়েদ ব্যতীত আমার নিকট কওমের সবাই এসেছে)

এখানে زيد মূলতঃ قوم এর অন্তর্ভূক্ত ছিল।

প্রশ্ন ঃ مستثنى منقطع কাকে বলে?

উত্তর ঃ مستثنى منقطع ঐ مستثنى কে বলে যাকে الا বা তার সমার্থবোধক শব্দ দ্বারা مستثنى منه থেকে বের করা হয় নাই। কারণ مستثنى টি পূর্বে مستثنى منه এর মধ্যে শামিল ছিল না। যেমনঃ

جَاءَنِى الْقَوْمُ اِلاَّ حِمَارًا (গাধা ব্যতীত আমার নিকট কওমের সবাই এসেছে) এখানে حمار কখনো قوم এর মধ্যে শামিল ছিল না।

প্রশ্ন ঃ استثناء দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর ঃ استثناء দ্বারা এ কথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, اِلاَّ এর পূর্বের শব্দের মাঝে যে হুকুম দেয়া হয়েছে, اِلاَّ এর পরের শব্দের মাঝে সেই হুকুম দেয়া হয় নাই.

اعراب -এর مستثنى

প্রশ্ন ঃ كلام موجب কাকে বলে?

উত্তর ঃ كلام موجب এমন একটি বাক্যকে বলে যাতে نهى ، نفى ও استفهام নেই।

প্রশ্নঃ مستثنى এর اعراب কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ مستثنى এর اعراب মোট চার প্রকার।

প্রথম প্রকার ঃ পাঁচ জায়গাতে مستثنى মানছুব হয়।

(১) مستثنى যদি الا এর পর كلام موجب এর মধ্যে উল্লেখ হয়। তাহলে مستثنى সর্বদা منصوب হবে। যেমনঃ

جَاءَنِى الْقَوْمُ اِلاَّ زَيْدًا

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৫১ পৃষ্ঠায় দেখুন

(২) كلام غير موجب এ مستثنى কে যদি مستثنى منه এর উপর مقدم করা হয় অর্থাৎ مستثنى কে পূর্বে উল্লেখ করা হয়, তাহলে مستثنى টি منصوب হবে। যেমন ঃ

مَا جَاءَنِىْ اِلَّا زَيْدًا اَحَدٌ -

(৩) مستثنى যদি منقطع হয়, তাহলে مستثنى টি منصوب হয়। যেমন ঃ جَاءَنِى الْقَوْمُ اِلَّا حِمَارًا

(৪) مستثنى কে যদি خَلَا বা عَدَا এর পরে উল্লেখ করা হয়। তাহলে অধিকাংশ আলেমের মতে مستثنى - মনছুব হয়। যেমনঃ

جَاءَنِى الْقَوْمُ عَدَا زَيْدًا - جَاءَنِى الْقَوْمُ خَلَا زَيْدًا

(৫) مستثنى কে যদি لَا يَكُوْنُ বা لَيْسَ - مَا عَدَا - مَا خَلَا এর পরে উল্লেখ করা হয় তাহলে مستثنى সর্বসম্মতিক্রমে منصوب হয়। যেমনঃ

جَاءَنِى الْقَوْمُ مَا عَدَا زَيْدًا - جَاءَنِى الْقَوْمُ مَا خَلَا زَيْدًا

দ্বিতীয় প্রকার ঃ مستثنى কে দুইভাবে পড়া যায়

كلام غير موجب এ مستثنى কে যদি اِلَّا এর পর উল্লেখ করা হয় এবং مستثنى منه উল্লেখ থাকে, তাহলে مستثنى কে দুইভাবে পড়া যায়।

(১) مستثنى হিসেবে نصب দিয়ে পড়া যায়। যেমনঃ

مَاجَاءَنِىْ اَحَدٌ اِلَّا زَيْدًا

(২) بدل হিসেবে مبدل منه এর اعراب দিয়ে পড়া যায়। যেমনঃ

مَا جَاءَنِىْ اَحَدٌ اِلَّا زَيْدٌ - مَا رَأَيْتُ اَحَدًا اِلَّا زَيْدًا -

مَا مَرَرْتُ بِاَحَدٍ اِلَّا بِزَيْدٍ

তৃতীয় প্রকার ঃ مستثنى কে পূর্বের আমেল অনুযায়ী এ'রাব দিয়ে পড়া যায়। كلام غير موجب এ مستثنى কে যদি اِلَّا এর পরে উল্লেখ করা হয় এবং مستثنى منه উল্লেখ না থাকে, তাহলে

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৫১ ও ১৫২ পৃষ্ঠায় দেখুন

পূর্বের আমেল অনুযায়ী مستثنى এর اعراب হবে। যেমন ঃ

مَا جَاءَنِىْ اِلاَّ زَيْدٌ - مَا رَأَيْتُ اِلاَّ زَيْدًا - مَا مَرَرْتُ اِلاَّ بِزَيْدٍ

চতুর্থ প্রকার ঃ مستثنى কে মাজরুর পড়া হয়।

مستثنى কে যদি سِوٰى - غَيْرَ বা سِوَاءَ এর পরে উল্লেখ করা হয়, তাহলে مستثنى - মাজরুর হয়। যেমন ঃ

جَاءَنِى الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ

আর মুসতাছনা যদি حاشا এর পরে উল্লেখ হয় তাহলে অধিকাংশ আলেমের মতে মাজরুর হয়। তবে কোন কোন আলেমের মতে منصوب হয়। যেমন ঃ جَاءَنِى الْقَوْمُ حَاشَا زَيْدٍ

প্রশ্ন ঃ غير এর اعراب কি হবে?

উত্তর ঃ غَيْرَ এর এরাব- الا সহ مستثنى এর اعراب এর মত হয়। তখন مستثنى টি মুযাফ ইলাইহি হওয়ার কারণে مجرور হয়। যেমন ঃ

جَاءَنِى الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ وَغَيْرَ حِمَارٍ - وَمَا جَاءَنِىْ غَيْرَ زَيْدٍ الْقَوْمُ - ومَا جَاءَنِىْ اَحَدٌ غَيْرَ زَيْدٍ وغَيْرُ زَيْدٍ - وَمَا جَاءَنِىْ غَيْرُ زَيْدٍ - وَمَا رَأَيْتُ غَيْرَ زَيْدٍ وَمَا مَرَرْتُ بِغَيْرِ زَيْدٍ -

প্রশ্ন ঃ غير ও الا এর মাঝে পার্থক্য কি? বুঝিয়ে বল।

উত্তর ঃ غير শব্দটি মূলতঃ صفت এর জন্য গঠিত হয়েছে। কিন্তু কখনও তা استثناء এর জন্য ব্যবহৃত হয় আর الا শব্দটি مستثنى এর জন্য গঠিত হয়েছে। কিন্তু কখনো তা صفت এর জন্যও ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتَا অর্থাৎ غير الله অনুরূপভাবে لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ এর অর্থ (আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই)।

নাহবেমীর সমাপ্ত

এই পৃষ্ঠার উদাহরণের তারকীব ১৫২ পৃষ্ঠায় দেখুন

خـلاصة

নাহবেমীর -এর সার-সংক্ষেপ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد واله واصحابه اجمعين . اعلم -ارشدنا وارشدك الله ارشادا تاما- اللفظ العربي الموضوع للمعنى اما مفرد او مركب. فالمركب جملة وكلام ومركب اضافي ومركب توصيفي ومركب امتزاجي . والمفرد يسمى كلمة . وهي اسم وفعل وحرف . فالاسم معرب ومبنى . والمعرب مرفوع ومنصوب ومجرور . فالمرفوع : فاعل ومفعول ما لم يسمى فاعله ومبتدأ وخبر المبتدأ وخبر ان واخواتها واسم كان واخواته وخبر لا لنفي الجنس واسم ما ولا بمعنى ليس.

আমি আরম্ভ ক'রছি আল্লাহ্ তা'য়ালার নামে যিনি পরম করুনাময় এবং অতি দয়ালু।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক এবং সকল রাসূলের সর্দার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর বংশধর ও সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের প্রতি পরিপূর্ণ রহমত অবতীর্ণ হোক।

তোমরা জেনে রাখ যে, (আল্লাহ তায়ালা আমাকে এবং তোমাকে পরিপূর্ণ পথ প্রদর্শন করুন) আরবী অর্থবোধক শব্দ দুই প্রকার ঃ

(১) مفرد (২) مركب। মুরাক্কাবকে جملة ও كلام বলা হয়।

مركب তিন প্রকার (১) مركب اضافي (২) مركب توصيفى (৩) مركب امتزاجي আর মুফরাদ কে কালেমাও বলা হয়। কালেমা তিন প্রকার ঃ (১) اسم (২) فعل (৩) حرف অতঃপর اسم দুই প্রকার ঃ (১) معرب (২) مبني

আবার اسم معرب তিন প্রকার ঃ (১) مرفوع (২) منصوب (৩) مجرور

مرفوعات আট প্রকার ঃ

(১) فاعل (২) مفعول ما لم يسم فاعله (৩) مبتدأ (৪) خبرالمبتدأ (৫) خبر إن وأخواتها (৬) اسم كان واخواتها (৭) اسم ما ولا المشبهتان بليس (৮) خبر لا لنفى الجنس.

والمنصوب : المفعول المطلق والمفعول به والمفعول فيه والمفعول له والمفعول معه والحالُ والتمييز والمستثنى واسم إن واخواتها وخبر كان واخواته واسم لا لنفى الجنس وخبر ما ولا بمعنى ليس . والمجرور بالمضاف وما دخله حرف من حروف الجر. وسيجيئ ذكرها ويجيئ لكل من المرفوع والمنصوب والمجرور توابع يكون اعرابها كاعرابه . وهي خمس : النعت والتاكيد والمعطوف بحرف العطف وستعرفه والبدل وعطف البيان . والمبنى : المضمرات واسماء الاشارة والموصولات والكنايات واسمآء الافعال واسماء الاصوات وبعض الظروف والمركب البنائي . ايضا الاسم على قسمين : مشتق وجامد . فالمشتق اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبة

منصوبات বার প্রকার ঃ (১) مفعول مطلق (২) مفعول به (৩) مفعول له (৪) مفعول معه (৫) مفعول فيه (৬) حال (৭) تميز (৮) مستثنى (৯) اسم إن واخواتها (১০) خبر كان واخواتها (১১) اسم لا لنفي الجنس (১২) خبر ما ولا بمعنى ليس

مجرورات দু'প্রকার ঃ (১) مضاف اليه (২) এমন اسم যাতে حرف جار আসে। حرف جار এর বর্ণনা সামনে করা হচ্ছে। আর প্রত্যেক مرفوع - منصوب ও مجرور এর توابع হয়ে থাকে এবং ঐ توابع-এর এ'রাব متبوع এর اعراب মতই হয়ে থাকে। আর ঐ توابع মোট পাঁচ প্রকার ঃ যথা- (১) نعت (২) تاكيد (৩) معطوف (৪) بدل (৫) عطف بيان

অচিরেই তুমি এসম্পর্কে জানতে পারবে।

مبنى মোট আট প্রকার ঃ (১) مضمرات (২) اسمائے اشارات (৩) اسمائے موصولات (৪) اسمائے كنايات (৫) اسمائے افعال (৬) اسمائے اصوات (৭) بعض الظروف (৮) مركب بنائى

اسم দুই প্রকার ঃ (১) اسم مشتق (২) اسم جامد

اسم مشتق সাত প্রকার ঃ (১) اسم فاعل (২) اسم مفعول (৩) صفت مشبه

واسم التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة . والجامد ما سواه كالمصدر وغيره . والفعل ماض ومضارع والامر بلا لام ،الامر بها والنهي . فالماضي والامر بلا لام مبنيان وماسواهما معرب . ثم المضارع يرتفع اذا تجرد عن الناصب والجازم وينتصب بالناصب وينجزم بالجازم . وسيجيئ ذكر الناصب والجازم في بحث الحرف . واما الامر باللام والنهي فينجزمان ابدا . ثم اعلم ان الفعل لازم ومتعد فاللازم ما لا يقتضي مفعولا به مثل جاء وقت الصلاة . والمتعدي ما يقتضيه .

---

(৪) اسم تفضيل (৫) ظرف زمان (৬) ظرف مكان (৭) اسم آله اسم مشتق ছাড়া বাকী সব ইসম জামেদ। যেমন ঃ মাছদার ইত্যাদি।

فعل পাঁচ প্রকারঃ (১) ماضى (২) مضارع (৩) امر بلا لام (৪) امر باللام (৫) نهى

অতঃপর فعل ماضى ও امر حاضر معروف উভয়টি মাবনী। আর এ দুটি ব্যতিত বাকী সব فعل মু'রাব।

অতঃপর مضارع পেশবিশিষ্ট হয় যখন نصب প্রদানকারী ও جزم প্রদানকারী আমেল হতে খালি থাকে। আর যখন উজাতে نصب প্রদানকারী আমেল দাখেল হয়, তখন উহাতে যবর হয় এবং জযম প্রদানকারী আমেল দাখেল হলে, উহাতে জযম হয়ে থাকে।

এবং শীঘ্রই হরফের অধ্যায়ে عالم ناصب ও عامل جازم -এর বর্ণনা করা হবে امر باللام (অর্থাৎ আমরে গায়েব ও আমরে মুতাকাল্লিম মা'রুফ ও মাজহুল) সর্বদা জযমযুক্ত হবে।

অতঃপর তুমি জেনে রাখ যে, فعل (ক্রিয়াপদ) দুই প্রকার ঃ (১) لازم (২)) متعدى । আর লাযেম ঐ فعل কে বলে যেখানে مفعول به ছাড়াই বাক্য পূর্ণ হয়ে যায়। যেমন ঃ جآء وقت الصلوة (নামযের সময় হল)।

আর متعدي এমন فعل কে বলা হয় যা مفعول به কে চায়।

وهو على ثلاثة انواع : متعد الى مفعول واحد كضرب ومتعد الى مفعولين مثل علم واعطى ومتعد الى ثلاثة مفاعيل نحو اعلم . والحروف منه حروف عاملة ومنه حروف غير عاملة .

فالعاملة الجوار وهي سبعة عشر حرفا : الباء والتاء والكاف واللام والواو ومذ ومنذ وخلا وعدا ورب وحاشا ومن وعن وعلى وحتى وفي والى . والنواصب للفعل المضارع وهي اربعة : ان ، لن ، كي ، اذن . والجوازم للفعل المضارع وهي خمسة : ان ، لم ، لما ، لام الامر ولا النهي . الحروف المشبة التى تنصب الاسماء وترفع الاخبار وهي : ان وان وكأن ورلكن وليت ولعل.

আবার فعل متعدى তিন প্রকার ঃ (১) متعدى بيك مفعول যা এক مفعول কে চায়। যথা ঃ ضرب (সে প্রহার করল) (২) متعدى بدو مفعول যা দুই مفعول কে চায়। যথা ঃ علم (সে জানল) এবং اعطى (সে দান করল) (৩) متعدى بسه مفعول যা তিন مفعول কে চায়। যথা ঃ اعلم

حروف দুই প্রকার। (১) حروف عامله (২) حروف غير عامله

অতঃপর حروف عامله এর মধ্য হতে প্রথমটি হল হরফে জার। আর হরফে জার সতেরটি। (১) باء (২) تاء (৩) كاف (৪) لام (৫) واو (৬) منذ (৭) مذ (৮) خلا (৯) رب (১০) حاشا (১১) من (১২) عدا (১৩) فى (১৪) عن (১৫) على (১৬) حتى (১৭) الى

فعل مضارع কে نصب দানকারী حروف ৪টি।

(১) ان (২) لن (৩) كى (৪) اذن

فعل مضارع কে جزم দানকারী হরফ ৫টি। যথা ঃ

(১) ان (২) لم (৩) لما (৪) لام الامر (৫) لا النهى

حروف المشبه بالفعل যা اسم কে নসব এবং خبر কে পেশ প্রদান করে। এগুলো ছয়টি। যথা ঃ (১) إن (২) أن (৩) كأن (৪) لكن (৫) ليت (৬) لعل

وتلحقها ما فتلغى وتدخل حينئذ على الافعال ايضا . وحروف النداء التى تنصب المنادى المضاف والمشابه والنكرة وهي خمسة : يا وايا وهيا واي والهمزة ولا النافية للجنس وما ولا بمعنى ليس .

وغير العاملة : كحروف العاطفة وهي الواو والفاء وثم وحتى و او واما وام ولا وبل ولكن . وحروف التنبيه وهي : الا واما وها . وحروف الايجاب وهي : نعم وبلى واي واجل وجير وان . وحروف التفسير وهي : اي و ان. وحروف التحضيض وهي : هلا و الا ولولا ولوما . ويلزمها الفعل لفظا او تقديرا.

আর حروف المشبه بالفعل এর পূর্বে যখন ما আসে, তখন তার আমল বাতিল হয়ে যায় এবং এ হরফগুলো তখন فعل এর উপরও প্রবেশ করে ।
হুরূফে নেদা - منادى مضاف - مشابه مضاف এবং نكره কে نصب প্রদান করে। حرف ندا পাঁচটি। যথা ঃ

(১) يا (২) أيا (৩) هيا (৪) اي (৫) الهمزة المفتوحه

হরফে আমেলার মাঝে রয়েছে لا النافيه للجنس এবং ما ولا المشبهتان بليس

হরফ -এর দ্বিতীয় প্রকার حروف غير عامله

এর মধ্যে একটি হল حروف عاطفه । আর তা হল দশটি। যথা ঃ

(১) واؤ (২) فاء (৩) ثم (৪) حتى (৫) اما
(৬) او (৭) بل (৮) لكن (৯) لا (১০) ام

দ্বিতীয় হল حروف التنبيه । এগুলো তিনটি। (১) الا (২) اما (৩) ها

তৃতীয় হল حروف الايجاب । এগুলো ছয়টি। যথা ঃ

(১) نعم (২) بلى (৩) اي (৪) اجل (৫) جير (৬) ان

চতুর্থটি হল حروف التفسير । এগুলো দু'টি। (১) اى (২) ان

পঞ্চমটি হল حزوف التحضيض এগুলো ৪টি। যথা ঃ

(১) هلا (২) الا (৩) لولا (৪) لوما

আর এ হরফগুলোর সাথে فعل ব্যবহার হওয়া আবশ্যক। চাই তা প্রকাশ্যে হোক বা অপ্রকাশ্যে।

وحروف التوقع وهو قد . وحروف الاستفهام وهو الهمزة وهل وما وحروف الردع وهو كلا وقد جاء بمعنى حقا وكذالك المصدرية ان وما. ولو واما للشرط . وتاء التانيث فالساكنة منها تلحق اخر الماضي والمتحركة اخر الاسم والتنوين وهو نون ساكنة تتبع حركة الاخر لتاكيد الفعل ونون التاكيد مخففة او مشددة وتختص بالفعل تدخل في الامر والنهي والاستفهام والتنمي والعرض وقلت في النفي . قد تمت الخلاصة

ষষ্ঠটি হল حرف توقع। আর তা একটি। যথা ঃ قد । সপ্তমটি হল حرف استفهام । এগুলো তিনটি। যথা ঃ (১) هل (২) همزه (৩) ما

كلا এটি কখনো حقا (অবশ্যই) অর্থে ব্যবহৃত হয়। এমনিভাবে حرف مصدرية হল (১) ان (২) ما

لو এবং اما শর্তের অর্থে ব্যবহৃত হয়। تائے تانيث যা সাকিন হয় তা فعل ماضى এর শেষে মিলিত হয়। আর হরকত বিশিষ্ট تاء ইসম -এর শেষে মিলিত হয়। تنوين যা নূন সাকিন এর অনুরূপ তা শেষ অক্ষরের হরকতের অনুগামী হয়। فعل এর তাকীদের জন্য তা ব্যবহৃত হয়। نون خفيفة ও ثقيلة শুধু فعل এর সাথে আসে এবং امر - نهى - استفهام - تمنى - عرض এর ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। তবে نفى এর ক্ষেত্রে তার ব্যবহার কম।

تمت الخلاصة

جمل

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده مصليا ومسلما بافتتاح هو المستغاث . اعلم ان اصل الجملة على اربعة اوجه اسمية وفعلية وظرفية وشرطية. **فالاسمية** ما تتركب من المبتدأ والخبر. مثل زيد قائم. **والفعلية** ما تتركب من الفعل وفاعله، مثل: قام زيد. **والظرفية** ما تتركب من الظرف وفاعله. مثل : عندي مال. **والشرطية** ما تتركب من الشرط والجزاء، نحو : ان تكرمنى اكرمك . **وصفة الجملة تسعة : المبينة** ما يبين الكلام السابق المجمل مثل الكلمة على ثلاثة على اقسام : اسم وفعل وحرف . **المعللة** ما هي علة لما قبلها مثل قوله عليه السلام : لا تصوموا في هذه الايام فانها ايام اكل وشرب وبعال .

আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে (হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর) সালাত ও সালাম প্রেরণ করে আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। তিনিই একমাত্র অভাব-অভিযোগ পেশ করার স্থল। জেনে রাখ اصل الجمله বা মৌলিক বাক্য মোট চারটি। যথা ঃ

اسميه (১) فعليه (২) ظرفيه (৩) شرطيه (8)

(১) جمله اسميه ঃ ঐ বাক্য যা مبتدأ ও خبر দ্বারা গঠিত হয়। যেমন ঃ زيد قائم (২) جمله فعليه ঃ ঐ বাক্য যা فعل ও فاعل দ্বারা গঠিত হয়। যেমন ঃ قام زيد (৩) جمله ظرفيه ঃ ঐ বাক্য যা ظرف এবং فاعل দ্বারা গঠিত হয়। যেমন ঃ عندى مال । (8) جمله شرطيه ঃ ঐ জুমলা যা شرط ও جزاء দ্বারা গঠিত হয়। যেমন ঃ ان تكرمنى اكرمك (তুমি যদি আমাকে সম্মান কর আমিও তোমাকে সম্মান করব) গুণবাচক বাক্য নয়টি।

(১) جمله مبينه ঃ ঐ বাক্য যা তার পূর্বের অস্পষ্ট বিষয়কে স্পষ্ট করে। যেমন ঃ কালিমা তিন প্রকার ঃ যথা ঃ (১) اسم (২) فعل (৩) حرف

(২) جمله معلله ঃ ঐ বাক্য যা তার পূর্বে বর্ণিত বাক্যে علت বা কারণ হয়। যেমন ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ তোমরা উক্ত (ঈদের) দিবসগুলোতে রোজা রাখবে না কারণ এ দিনগুলি পানাহার ও স্ত্রী সম্ভোগের দিন।

المعترضة : ما وقعت بين الكلامين بلا تعلق بينهما . مثل قال أبو حنيفة رحمه الله : النية في الوضوء ليست بشرط. **المستأنفة** ما يبين سوال السائل مثل لم رفعت الاسم زيدا لانه فاعل. **النتيجية** هي ما يتولد من الكلام السابق. نحو الجزم مختص بالافعال والخفض مختص بالاسماء فليس بالافعال خفض ولا في الاسمآء جزم . **الابتدائية**: ما وقعت في اول الكلام مثل الكلمة على ثلاثة اضرب. **المقطوعة**: ما وقعت بلا ارتباط شيئ بالتعداد مثل الباب الثاني في العوامل اللفظية القياسية. **الحالية**: ما وقعت حالا مثل جاءني زيد وابوه راكب. **المعطوفة**: ما عطف على سابقه ونظائره كثيرة في العبارات العربية .

---

(৩) جمله معترضه ঃ ঐ বাক্য যা দুটি বাক্যের মাঝখানে পূর্বাপর সম্পর্ক ছাড়াই উল্লেখ করা হয়। যথা ঃ ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন – অযুতে নিয়ত করা শর্ত নয়।

(৪) جمله مستأنفه ঃ ঐ বাক্য যা প্রশ্নকারীর প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে। যথা ঃ زيد শব্দটিকে কে رفع দিল? (প্রতি উত্তরে বলা হল) কেননা তা ফায়েল।

(৫) جمله نتيجيه ঃ ঐ বাক্য যা পূর্বের বাক্য হতে সৃষ্ট হয়। যেমন ঃ جزم ফেয়েলের সাথে নিদিষ্ট, আর যের اسم এর সাথে নির্দিষ্ট। সুতরাং فعل এর মাঝে যের হয় না এবং اسم এর মাঝে جزم হয় না।

(৬) جمله ابتدائية ঃ ঐ বাক্য যা শুরুতে উল্লেখ করা হয়। যথা ঃ কালিমা তিন প্রকার।

(৭) جمله مقطوعه ঃ ঐ বাক্য যা কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন ভাবে সংখ্যার দ্বারা ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ দ্বিতীয় অধ্যায় عوامل لفظيه قياسيه প্রসঙ্গে।

(৮) جمله حاليه ঃ ঐ বাক্য যা কারো অবস্থা বর্ণনার্থে ব্যবহৃত হয়। যথা ঃ আমার নিকট যায়েদ এমতাবস্থায় এসেছে যে, তার পিতা আরোহী।

(৯) جمله معطوفه ঃ ঐ বাক্য যাকে উহার পূর্বের বাক্যের উপর عطف (সংযুক্ত) করা হয়। আরবী ইবারতে তার বহু উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

مأة عامل মিয়াতে আমেল

(সংক্ষেপে একশত আমেল -এর বর্ণনা)

যা দ্বারা اسم বা فعل এর শেষ অক্ষরের অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে عامل বলে।

যে শব্দের শেষে পরিবর্তন হয় তাকে معمول বলে।

শব্দের শেষ অবস্থা পরিবর্তনের চিহ্ন স্বরূপ যে حرف বা حركت ব্যবহৃত হয় তাকে اعراب বলে।

علم نحو -এর ইমাম শাইখ আবদুল কাহের জুরজানী (রহ.) -এর মতে ইলমে নাহুতে মোট একশতটি আমেল আছে। এর বিবরণ নিম্নরূপঃ

عامل দুই প্রকার ঃ (১) عامل لفظى (২) عامل معنوى

عامل لفظى দুই প্রকার ঃ (১) عامل سماعى (২) عامل قياسى

عامل سماعى একানব্বইটি। عامل قياسى সাতটি এবং عامل معنوى দুইটি। মোট ১০০টি। عامل سماعى ৯১টিকে ১৩ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম প্রকার

الحروف الجار ঃ যেগুলো اسم এর শুরুতে এসে اسم -এর শেষে যের প্রদান করে। এগুলোর সংখ্যা মোট ১৭টি। কবির ভাষায়-

نوع اول هفده حرف جر بود ميداں يقيں :

کاندریں یک بیت آمد جمله بے چوں وچرا

با وتا وكاف لام و واو منذ مذ خلا :

رب حاشا من عدا في عن على حتى الى

দ্বিতীয় প্রকার

الحروف المشبه بالفعل (فعل এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হরফসমূহ) ঃ এই হরফগুলো جمله اسميه এর পূর্বে যুক্ত হয়ে مبتدأ এর শেষাক্ষরে نصب এবং خبر এর শেষাক্ষরে رفع দিয়ে থাকে। যেমন ঃ إن زيدا قائم

কবির ভাষায়-

أن با ان كأن ليت لكن لعل : ناصب اسم اند و رافع در خبر ضد ما ولا.

তৃতীয় প্রকার

ما و لا المشبهتان بليس ঃ অর্থাৎ যে ما এবং لا - مبتدأ ও خبر এর পূর্বে এসে না বাচক অর্থ দান করে এবং ليس এর মত مبتدأ কে رفع এবং خبر কে نصب দান করে।

চতুর্থ প্রকার

নিম্নের ৭টি হরফ তার পরবর্তী اسم এর শেষাক্ষরে نصب দেয়।

واؤ يا همزه والا ايا و أيْ هيا :

ناصب اسم اند پس ايں هفت حرف ائے مقتدا

পঞ্চম প্রকার

চারটি হরফ فعل مضارع এর শুরুতে যুক্ত শেষাক্ষরে جزم দেয়। যথা ঃ

أن - لن - كي - اذن

أن ولن پس كى اذن ايں چار حرف معتبر:

نصب مستقبل كنند ايں جمله دائم اقتضا

ষষ্ঠ প্রকার

নিম্নের পাঁচটি হরফ فعل مضا رع এর পূর্বে যুক্ত হয়ে তার শেষাক্ষরে جزم দেয়। যেমন ঃ ان تضرب اضرب

إن ولم ولام امر ولائے نهى نيز : پنج حرف جازم فعلند ہر یک بے دغا

সপ্তম প্রকার

নিম্নের নয়টি ইসম فعل مضارع এর শেষে جزم দেয়।

من وما مهما وأى حيثما اذما متى : اينما انى نه اسم جازم آمد فعل را

অষ্টম প্রকার

যে সকল ইসম اسم نكره এর পূর্বে যুক্ত হয়ে উহার শেষাক্ষরে تميز হওয়ার কারণে نصب প্রদান করে, এগুলোর চারটি।

(১) عشر ও অন্যান্য দশক সংখ্যাগুলো ঃ এগুলোর সাথে যখন কোন একক সংখ্যা মিলিত হয়, তখন তার পরবর্তী اسم কে تميز হিসেবে نصب দেয়।

(২) کم ঃ ইহা দু প্রকার ঃ (১) کم استفهامیه যেমন ঃ کم درهما عندك
(২) کم خبریه যেমন ঃ کم مال انفقت
(৩) کأین ঃ যেমন ঃ کأیّن رجلا لقیت
(৪) کذا ঃ যেমন ঃ عندي کذا درهما

ناصب اسم منکر نوع هشتم چار اسم :
هست چوں تمیز باشد آں منکر ہر کجا
اولیں لفظ عشر بشد مرکب با احد :
همچنیں تا تسع تسعین بر شمر ایں حکم را
باز ثانی کم چوں استفهام باشد نے خبر :
ثالث ایشاں کاین رابع ایشاں کذا

নবম প্রকার

নিম্নোক্ত নয়টি শব্দের প্রথম ছয়টি امر حاضر-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই এগুলো তার পরবর্তী اسم কে مفعول হিসেবে نصب দেয় এবং তিনটি শব্দ তার পরবর্তী اسم কে فاعل হিসেবে رفع দেয়।

نه بود اسمائے افعالی کزاں شش ناصبند :
دونك بله علیك حیهل باشد وها
پس روید باز رافع اسم را هیهات داں :
باز شتان است وسرعان یاد گیر ایں بیتها

দশম প্রকার ঃ الافعال الناقصة

নিম্নোক্ত فعل গুলো جمله اسمیه-এর পূর্বে যোগ হয়ে প্রথম অংশ (مبتدا) কে رفع দেয়, যাকে فعل ناقص এর اسم বলা হয় এবং দ্বিতীয় অংশকে نصب দেয় যাকে فعل ناقص এর খবর বলা হয়।

نوع عاشر سیزده فعلند کایشاں ناقصند
رافع اسمند وناصب در خبر چوں ما ولا
کان صار اصبح امسی واضحی ظل بات
ما فتئ ما مادام ما انفك لیس باشد از قفا
ما برح ما زال وافعالی کزیںنها مشتقند
ہر کجاینی ہمیں حکم است در جمله روا

একাদশতম প্রকার : الافعال المقاربه

নিম্নোক্ত চারটি ফে'ল افعال ناقصه এর মত আমল করে।

(١) كاد (٢) كرب (٣) اوشك (٤) عسى

دیگر افعال مقارب در عمل چوں ناقصند

است اں کاد کرب با اوشك ودیگر عسی

দ্বাদশতম প্রকার : افعال اليقين والشك

নিম্নোক্ত فعل গুলো مبتدا ও خبر এর পূর্বে এসে উভয়কে مفعول হিসেবে নছব প্রদান করে। এগুলোকে افعال قلوبও বলা হয়।

دیگر افعال یقین وشك بود کان برد و اسم

چوں در آید ہر یکے منصوب ساز دھر دورا

خلت باشد با علمت پس حسبت با زعمت

پس ظننت با رأیت پس وجدت بے خطا

আমেলে কিয়াসিয়্যার বর্ণনা

কিয়াসী আমেল সাতটি

(১) اسم فاعل : ইহা দুটি শর্ত সাপেক্ষে فعل معروف এরমত আমল করে।

(২) مصدر : مفعول مطلق ব্যতিত অন্য মাছদার فعل এরমত আমল করে।

(৩) اسم مفعول : ইহা اسم فاعل এর মতই দুটি শর্ত সাপেক্ষে فعل مجهول এর মত আমল করে।

(৪) اسم مضاف : ইহা তার مضاف اليه কে যের প্রদান করে।

(৫) فعل : ইহা তার فاعل কে رفع দেয় এবং فعل متعدى হলে مفعول به কেও নছব দেয়।

(৬) صفت مشبه : ইহা فعل لازم এর মত করে।

(৭) اسم تام : ইহা তার পরবর্তী اسم কে تميز হিসেবে নছব দেয়।

بعد ازاں هفت قیاسی اسم فاعل مصدر است

اسم مفعول ومضاف وفعل باشد مطلقا

پس صفت باشد که ان ما منند اسم فاعل است

هفتم اسم تام باشد ناصب تمیز را

عامل معنوى -এর বর্ণনা

عامل معنوى দুটি (যা অন্তর দ্বারা অনুধাবন করতে হয়, বাহ্যত যা দেখা যায় না।)

প্রথম ঃ مبتدا ও خبر এর আমেল। অর্থাৎ اسم টি عوامل لفظيه থেকে খালি হওয়া। যথা ঃ زيد منطلق । এখানে زيد মুবতাদা, আর منطلق খবর। উভয়ের মধ্যে ابتدا عامل পেশ দিয়েছে।

দ্বিতীয় ঃ فعل مضارع -এর عامل । আর তা হল, فعل مضارع টি عامل ناصب ও جازم থেকে খালি হওয়া।

عامل فعل مضارع معنوى باشد بداں

همچنيں معنى بود عامل يقيں در مبتدا

এক নজরে একশত আমেল

১। হরফে জার .... ১৭টি
২। হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল.. ৬টি
৩। ما ولا المشبهتان بليس .... ২টি
৪। ইসমে নছবদানকারী হরফ.. ৭টি
৫। ফে'লে মুযারে'কে নছবদানকারী হরফ ....৪টি
৬। ফে'লে মুযারে'কে জযমদানকারী হরফ হরফ .... ৫টি
৭। ফে'লে মুযারে'কে জযম দানকারী ইসম .... ৯টি
৮। ইসমকে তমীয হিসেবে নছবদানকারী .... ৪টি
৯। আসমায়ে আফআল .... ৯টি
১০। আফআলে নাকেছাহ .... ১৩টি
১১। আফআলে মুকারিব.. ৪টি
১২। আফআলে কুলুব .... ৭টি
১৩। আফআলে মাদাহ ও যম .... ৪টি
১৪। আমেলে কিয়াসী ....৭টি
১৫। আমেলেমা'নুবী .... ২টি

মোট- ১০০টি

جمل -এর তারকীব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তারকীব ঃ ب হরফে জার, اسم মুযাফ, লফযে الله মাওছুফ, الرحمن প্রথম ছিফাত, الرحيم দ্বিতীয় ছিফাত। মওছূফ উভয় ছিফাতসহ اسم মুযাফ -এর মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে ب হরফে জার -এর মাজরূর। জার ও মাজরূর ابتدأ উহ্য ফে'লের সাথে মুতাআ'ল্লেক। ফে'ল, ফায়েল ও মুতাআ'ল্লেক মিলে جمله فعليه خبريه হল।

نَحْمَدُهُ مُصَلِّيًا وَّمُسَلِّمًا بِافْتِتَاحٍ هُوَ الْمُسْتَغَاثُ

তারকীব ঃ نحمد ফে'ল, نحن যমীর 'যূলহাল', ه যমীর মাফউলে বিহি, مصليا মা'তুফ আলাইহি , واو হরফে আ'তফ, مسلما মা'তুফ। মা'তুফ আলাইহি ও মা'তুফ মিলে 'হাল'। হাল ও যূলহাল মিলে نحمد ফে'ল -এর ফায়েল। ب হরফে জার, افتتاح মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে نحمد ফে'ল -এর সাথে মুতাআ'ল্লেক। ফে'ল, ফায়েল, মাফউলে বিহি ও মুতাআ'ল্লেক মিলে جمله خبريه হল। هو মুবতাদা, المستغاث খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جمله اسميه হল।

বি. দ্র ঃ নিম্নোক্ত বাক্যটির তিন ধরণের তারকীব হতে পারে। আর সেই অনুসারে অর্থও তিন ধরণের হয়ে থাকে। তবে মূল অর্থে তেমন পার্থক্য হয় না। নিম্নে তিন ধরণের তারকীব দেয়া হল।

اِعْلَمْ اَنَّ اَصْلَ الْجُمْلَةِ عَلٰى اَرْبَعَةِ اَوْجُهٍ : اِسْمِيَّةٌ وَفِعْلِيَّةٌ وَ ظَرْفِيَّةٌ وَشَرْطِيَّةٌ.

প্রথম তারকীব ঃ اعلم ফে'ল, انت যমীর ফায়েল, أن হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, اصل মুযাফ, الجملة মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে ان -এর ইসম, على হরফে জার, اربعة মুমাইয়ায মুযাফ, اوجه তামীয মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে 'মুবদাল মিনহু'।

اسميه মা'তুফ আলাইহি واو হরফে আতফ, فعلية মাতুফ, واو হরফে আতফ, ظرفية মা'তুফ, واو হরফে আ'তফ, شرطية মা'তুফ। মা'তুফ আলাইহি ও সকল মা'তুফ মিলে বদল। বদল ও মুবদাল মিনহু মিলে على হরফে জার -এর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে ثابت শিবহে ফে'ল -এর সাথে মুতাআ'ল্লেক। শিবহে ফে'ল ও মুতাআ'ল্লেক মিলে ان -এর খবর। ان -এর ইসম ও খবর মিলে اعلم ফে'ল -এর মাফউলে বিহি। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউল বিহি মিলে جمله فعليه انشائيه হল।

দ্বিতীয় তারকীব ঃ এই তারকীবে اسمية -এর পূর্বে اعنى ফে'ল উহ্য থাকবে। তখন বাক্যেটিকে দু'ভাগ করে তারকীব করতে হবে। প্রথম ভাগের তারকীব হবে اوجه পর্যন্ত। আর অবশিষ্ট ভাগের তারকীব হবে নিম্নরূপ।

اعنى اسمية وفعلية وظرفية وشرطية অর্থাৎ اسمية মাতুফ আলাইহি তার পরবর্তী মাতুফসমূহ নিয়ে اعنى উহ্য ফে'ল -এর মাফউল হবে। اعنى ফে'ল, انا যমীর ফায়েল, আর মাফউলকে নিয়ে جملة فعلية হবে।

তৃতীয় তারকীব ঃ احدها মুবতাদা মাহযূফ, اسمية খবর। মুবতাদা খবর মিলে جملة اسمية হল। অনুরূপ ثانيها মুবতাদা মাহযূফ, فعلية খবর। আবার ثالثها মুবতাদা মাহযূফ, ظرفية খবর। رابعها মুবতাদা মাহযূফ, شرطية খবর। এভাবে প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা جملة اسمية হবে।

فَالْاِسْمِيَّةُ مَا يَتَرَكَّبُ مِنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ مِثْلُ زَيْدٌ قَائِمٌ

فا তাফসীলিয়্যাহ, الاسمية মুবতাদা, ما ইসমে মাওছূল, يتركب ফে'ল, من হরফে জার, المبتدأ মা'তুফ আলাইহি, واو হরফে আ'তফ, الخبر মা'তুফ। মা'তুফ ও মা'তুফ আলাইহি মিলে من হরফে জার -এর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে يتركب ফে'ল -এর সাথে মুতাআল্লেক। ফে'ল, ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে جمله فعليه হয়ে ما ইসমে মাওছূল -এর 'ছিলা'। মাওছূল ও ছিলা মিলে الاسمية মুবতাদা -এর খবর। মুবতাদা খবর মিলে جمله اسميه হল।

مثاله মুবতাদা মাহযূফ, مثل মুযাফ, زيد মুবতাদা, قائم খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جمله اسميه হয়ে مثل মুযাফ এর মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে مثاله এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جمله اسميه হল।

وَالْفِعْلِيَّةُ مَا يَتَرَكَّبُ مِنَ الْفِعْلِ وَفَاعِلِهٖ ، مِثْلُ قَامَ زَيْدٌ.

واو হরফে আতফ, الفعلية মুবতাদা, ما ইসমে মাওছূল, يتركب ফে'ল, هو যমীর ফায়েল, من হরফে জার, الفعل মা'তুফ আলাইহি, واو হরফে আ'তফ, فاعل মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে الفعل মা'তুফ আলাইহি --এর মা'তুফ। মা'তুফ ও মা'তুফ আলাইহি মিলে من হরফে জার -এর মাজরূর। জার মাজরূর মিলে يتركب ফেল -এর সাথে মুতাআল্লেক।

ফে'ল, ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে جمله فعليه হয়ে ما ইসমে মাওছূল -এর 'ছিলা'। মাওছূল ও 'ছিলা' মিলে الفعليه মুবতাদা -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جمله اسميه হল।

مثل মুযাফ, قام ফে'ল, زيد ফায়েল। ফে'ল তার ফায়েল মিলে جمله فعليه হয়ে 'মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে نظيره মুবতাদা মাহযূফের খবর। মুবতাদা ও খবর নিয়ে جمله اسميه হল।

وَالظَّرْفِيَّةُ مَا يَتَرَكَّبُ مِنَ الظَّرْفِ وَفَاعِلِهِ مِثْلُ عِنْدِيْ مَالٌ

واو হরফে আ'তফ, الظرفية মুবতাদা, ما ইসমে মাওছূল, يتركب ফেল, هو যমীর ফায়েল, من হরফে জার, الظرف মা'তুফ আলাইহি, واو হরফে আ'তফ, فاعل মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে 'মা'তুফ। মা'তুফ ও মা'তুফ আলাইহি মিলে من হরফে জার -এর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে يتركب ফে'ল -এর সাথে মুতাআল্লেক। ফে'ল, ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে ما ইসমে মাওছূল -এর 'ছিলা'। ইসমে মাওছূল ও ছিলা মিলে الظرفية মুবতাদা -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جملہ اسميه হল।

نظيره মুবতাদা মাহযূফ, مثل মুযাফ, عند মুযাফ, ي মুতাকাল্লিম মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে যরফ। مال ফায়েলে যরফ। ظرف তার ফায়েল মিলে جمله ظرفيه হল।

অথবা ঃ عندي মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে موجود শিবহে ফে'ল -এর সাথে মুতাআল্লেক। مال শব্দটি موجود উহ্য শিবহে ফে'ল -এর ফায়েল। ফে'ল, ফায়েল এবং মুতাআল্লেক মিলে جمله فعليه হল।

اَلشَّرْطِيَّةُ مَا يَتَرَكَّبُ مِنَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ مِثْلُ إِنْ تُكْرِمْنِيْ أُكْرِمْكَ

الشرطية মুবতাদা, ما ইসমে মাওছূল يتركب ফে'ল هو যমীর ফায়েল, من হরফে জার, الشرط মা'তুফ আলাইহি, واو হরফে আ'তফ, الجزاء মা'তুফ আলাইহি। মা'তুফ ও মা'তুফ আলাইহি মিলে من হরফে জার -এর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে يتركب ফে'ল -এর সাথে মুতাআল্লেক। ফে'ল, ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে جمله فعليه হয়ে ما ইসমে মাওছূল-এর 'ছিলা'।ছিলা ও মাওছূল মিলে الشرطية মুবতাদা-এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جمله اسمية হল।

نظيره মুবতাদা মাহযূফ, مثل মুযাফ, إن হরফে শর্ত, تكرم ফে'ল, انت যমীর ফায়েল, নূনে বেকায়া, ي মুতাকাল্লিম মাফউলে বিহি। ফে'ল তার ফায়েল ও মাফউলে বিহি মিলে جمله فعليه হয়ে শর্ত। اكرم ফে'ল, انا যমীর ফায়েল, ك যমীর মাফউলে বিহি। ফে'ল তার ফায়েল ও মাফউলে বিহি মিলে جمله فعليه হয়ে 'জাযা'। শর্ত ও জাযা মিলে جمله شرطيه হয়ে مثل মুযাফ -এর মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ মিলে نظيره মুবতাদা মাহযূফের খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جمله اسميه হল।

وَصِفَةُ الْجُمْلَةِ تِسْعَةٌ الْمُبَيِّنَةُ مَا يُبَيِّنُ الْكَلَامَ السَّابِقَ الْمُجْمَلَ مِثْلُ الْكَلِمَةُ عَلٰى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : إِسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ .

واو মুসতা'নাফা, صفة মুযাফ, الجملة মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা। تسعة খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جمله اسميه হল।

اولها প্রথম মুবতাদা মাহযূফ, المبينة দ্বিতীয় মুবতাদা, ما ইসমে মাওছূল, يبين ফে'ল, هو যমীর ফায়েল, الكلام মাওছূফ, السابق প্রথম ছিফাত, المجمل দ্বিতীয় ছিফাত। মাওছূফ তার উভয় ছিফাত মিলে يبين ফে'ল -এর মাফউলে বিহি। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহি মিলে جمله فعليه হয়ে ما ইসমে মাউসূল -এর ছিলা। মাওছূল ও ছিলা মিলে المبينة মুবতাদা -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে اولها মুবতাদা -এর খবর। اولها মুবতাদা ও তার খবর মিলে جمله اسميه হল।

نظيره মুবতাদা মাহযূফ, مثل মুযাফ, الكلمة মুবতাদা, على হরফে জার, ثلاثة মুমাইয়ায় মুযাফ, اقسام তামীয মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মুবদাল মিনহু। اسم মা'তুফ আলাইহি, واو হরফে আ'তফ, فعل মা'তুফ, واو হরফে আ'তফ , حرف মা'তুফ। মা'তুফ আলাইহি ও সকল মা'তুফ মিলে বদল। বদল ও মুবদাল মিনহু মিলে على হরফে জার -এর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে ثابتة শিবহে ফেল -এর সাথে মুতাআল্লেক। শিবহে ফেল ও মুতাআল্লেক মিলে الكلمة মুবতাদা -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে مثل -এর মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে نظيره মুবতাদা -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جمله اسميه হল।

অথবা : احدها মুবতাদা মাহযূফ, اسم খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جمله اسميه হল।

অনুরূপ ثانيها মুবতাদা মাহযূফ, فعل খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جمله اسميه হল।

ثالثها মুবতাদা মাহযূফ, حرف খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جمله اسميه হল।

المعللةُ ما هيَ علةٌ لما قبلَهَا مثلُ قولِهِ عليْه السَّلامُ : لا تصومُوْا فيْ هٰذهِ الايّامِ فانهَا ايامُ اكلٍ وشُربٍ وبِعَالٍ .

ثانيها প্রথম মুবতাদা মাহযূফ, المعللة দ্বিতীয় মুবতাদা, ما ইসমে মাওছূল, هي মুবতাদা, علة মাওছূফ, ل হরফে জার, ما ইসমে মাওছূল, قبل মুযাফ, ها মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে ما ইসমে মাওছূল -এর 'ছিলা'। ছিলা ও মাওছূল মিলে ل হরফে জার -এর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে ثبتت ফে'লে মাহযূফ -এর সাথে মুতাআল্লেক। ثبتت ফে'ল, هي যমীর ফায়েল এবং মুতাআ'ল্লেক মিলে جمله فعليه হয়ে علة মাওছূফ -এর ছিফাত। মাওছূফ ও ছিফাত মিলে هي মুবতাদা -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে ما ইসমে মাওছূল

-এর ছিলা। ছিলা ও মাওছূল মিলে المعللة মুবতাদা -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে ثانيها মুবতাদা -এর খবর। ثانيها মুবতাদা ও তার খবর মিলে جمله اسميه হল।

نظيره মুবতাদা মাহযূফ, مثل মুযাফ, قول মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহি। قول মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহি মিলে 'কাওল'। على হরফে জার, ه যমীর মাজরূর, জার ও মাজরূর মিলে نازل শিবহে ফে'ল -এর সাথে মুতাআল্লেক। শিবহে ফে'ল ও মুতাআল্লেক মিলে السلام মুবতাদায়ে মুওয়াখ্‌খার -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جمله معترضه دعائيه হল।

لا تصوموا ফে'ল, هم যমীর উহ্য তার ফায়েল, في হরফে জার, هذه ইসমে ইশারা, الايام মুশারুন ইলাইহি। ইসমে ইশারা ও মুশারুন ইলাইহি মিলে في হরফে জার -এর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে لا تصوموا ফে'ল এর সাথে মুতাআল্লেক। ফে'ল, ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে جمله فعليه হয়ে معلل।

ف ইল্লতের জন্য, ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, ها - ان -এর ইসম। ايام মুযাফ, اكل মা'তুফ আলাইহি, واو হরফে আ'তফ, شرب মা'তুফ, واو হরফে আ'তফ, بعال মা'তুফ। মা'তুফ আললাইহি সকল মা'তুফসহ ايام -এর মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে ان -এর খবর। ان -এর ইসম ও খবর মিলে جمله اسميه হয়ে معلل। معلل ও معلل মিলে جمله معلله হয়ে মাকুলা। কাওল ও মাকুলা মিলে مثل মুযাফ -এর মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাহি মিলে نظيره মুবতাদা -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جمله اسميه হল।

المعترِضَةُ ما وقعَتْ بينَ الكَلامَيْنِ بلاَ تعلقٍ بينَهُمَا مثل قالَ أبو حَنِيْفَةَ رحمَهُ اللهُ النِيَّةُ في الوُضُوْءِ ليسَتْ بشَرْطٍ .

ثالثها প্রথম মুবতাদা মাহযূফ, المعترضه দ্বিতীয় মুবতাদা, ما ইসমে মাওছূল, وقعت ফে'ল, هي যমীর ফায়েল, بين মুযাফ الكلامين মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফউলে ফীহি। ب হরফে জার, لاتعلق মাছদার মানফী শিবহে ফে'ল, بين মুযাফ, هما মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে শিবহে ফে'ল -এর সাথে মুতাআল্লেক। শিবহে ফে'ল ও মুতাআল্লেক মিলে ب হরফে জার -এর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে وقعت ফে'ল -এর সাথে মুতাআল্লেক। ফে'ল, ফায়েল এবং মুতাআল্লেক মিলে ما ইসমে মাওছূল-এর 'ছিলা' মাওছূল ও ছিলা মিলে المعترضة মুবতাদা -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে ثالثها মুবতাদা -এর খবর। ثالثها মুবতাদা ও তার খবর মিলে جمله اسميه হল।

نظيره মুবতাদা মাহযূফ, مثل মুযাফ, قال ফে'ল, أبو মুযাফ, حنيفة মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে قال ফে'ল -এর ফায়েল। ফে'ল, ফায়েল মিলে হল 'কাওল'।

رحم ফে'ল, ه যমীর মাফউলে বিহি, الله ফায়েল। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউল মিলে جمله معترضه হল।

النية মাওছূফ, في হরফে জার, الوضوء মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে الكائنة শিবহে ফে'ল মাহযূফ -এর সাথে মুতাআল্লেক। শিবহে ফে'ল ও তার মুতাআল্লেক মিলে النية মাওছূফ -এর ছিফাত। ছিফাত ও মাওছূফ মিলে মুবতাদা। ليست ফে'লে নাকেছ, هي যমীর তার ইসম, ب হরফে জার, شرط মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে ফে'লে নাকেছ -এর খবর। ফে'লে নাকেছ তার ইসম ও খবর মিলে পুর্ববর্তী জুমলা মুবতাদা -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جمله اسميه হয়ে 'মাকুলাহ' হল। 'কাওল' ও মাকুলাহ মিলে مثل মুযাফ -এর মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে نظيره মুবতাদা -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جمله اسميه হল।

المستأنفةُ ما يبينُ سُوالَ السائلِ مثلُ لمَ رفعتَ الاسمَ زيدًا لانهُ فاعِلٌ .

رابعها প্রথম মুবতাদা মাহযূফ, المستأنفة দ্বিতীয় মুবতাদা, ما ইসমে মাওছূল, يبين ফে'ল, هو যমীর ফায়েল, سوال মুযাফ, السائل মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে يبين ফে'ল -এর মাফউলে বিহি।

ফে'ল, ফায়েল ও মাফউল মিলে جمله فعليه হয়ে ما ইসমে মাউসূল -এর 'ছিলা'। মাওছূল ও ছিলা মিলে المستأنفة মুবতাদা-এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে رابعها মুবতাদা -এর খবর। رابعها মুবতাদা ও তার খবর মিলে جمله اسميه হল।

نظيره মুবতাদা মাহজুফ, مثل মুযাফ, ل হরফে জার, م মাজরূর। জার মাজরূর মিলে পরবর্তী ফে'ল رفعت -এর সাথে মুতাআল্লেক। رفعت ফে'ল, انت যমীর ফায়েল, زيدا মাফউলে বিহি, لام হরফে জার, ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, ه যমীর তার ইসম, فاعل খবর। ان তার ইসম ও খবর মিলে بتاويل مفرد 'লাম' হরফে জার -এর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে رفعت ফে'ল -এর সাথে মুতাআল্লেক। ফে'ল, ফায়েল এবং মুতাআল্লেক মিলে جمله فعليه مستأنفة হল।

النتيجة هي ما يتولّدُ منَ الكلامِ السابقِ نحو الجزمُ مختصٌّ بالافعالِ والخفضُ مُختصٌّ بالاسمَاءِ فليسَ بالافعالِ خفضٌ ولَا في الاسماءِ جزمٌ .

خامسها প্রথম মুবতাদা মাহযূফ, النتيجة মুয়াক্কাদ, هي তাকীদ, তাকীদ ও মুয়াক্কাদ মিলে দ্বিতীয় মুবতাদা. ما ইসমে মাওছূল, يتولد ফে'ল, هي যমীর ফায়েল, من হরফে জার, الكلام মাওছূফ, السابق ছিফাত। মাওছূফ ও ছিফাত মিলে من হরফে জার -এর মাজরূর। জার মাজরূর মিলে يتولد ফে'ল -এর সাথে মুতাআল্লেক। ফে'ল তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে ما ইসমে মাওছূল -এর 'ছিলা'। মাওছূল ও ছিলা মিলে هي দ্বিতীয় মুবতাদা -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে خامسها প্রথম মুবতাদা -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جمله اسميه হল।

نظيره মুবতাদা মাহযূফ, نحو মুযাফ, الخ .... الجزم বাক্য মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جمله اسميه হল।

الجزم মুবতাদা, مختص শিবহে ফে'ল, ب হরফে জার, الافعال মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে مختص শিবহে ফে'ল -এর সাথে মুতাআল্লেক। ফে'ল, ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে الجزم মুবতাদা -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جمله اسميه হয়ে মা'তুফ আলাইহি। واو হরফে আ'তফ,

الخفض مختص بالاسماء পূর্বের বাক্যের ন্যায় جمله اسميه হয়ে মা'তুফ। মা'তুফ ও মা'তুফ আলাইহি মিলে نحو মুযাফ -এর মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে نظيره মুবতাদা -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جمله اسميه হল।

فا নাতিজিয়্যা, ليس ফে'লে নাকেছ, في হরফে জার, الافعال মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে ثابتا শিবহে ফে'ল -এর সাথে মুতাআল্লেক। শিবহে ফে'ল এবং মুতাআল্লেক মিলে খবরে মুকাদ্দাম। خفض ইসমে মুআখ্খার। ফে'লে নাকেছ ও ইসমে মুআখ্খার ও খবরে মুকাদ্দাম মিলে جمله فعليه হয়ে মা'তুফ আলাইহি। واو হরফে আ'তফ, لا بمعنى ليس , في হরফে জার, الاسماء মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে ثابتا শিবহে ফে'ল -এর সাথে মুতাআল্লেক। ثابتا শিবহে ফে'ল ও তার মুতাআল্লেক মিলে খবরে মুকাদ্দাম। جزم ইসমে মুওয়াখ্খার। ফে'লে নাকেছ তার ইসম ও খবর মিলে মা'তুফ । মা'তুফ ও মা'তুফ আলাইহি মিলে جمله نتيجيه হল।

الابتدائية : ما وقعتَ في اولِ الكلامِ مثلُ الكلمةُ علىٰ ثلاثةِ اضربٍ.

سادسها প্রথম মুবতাদা মাহযূফ, الابتدائية দ্বিতীয় মুবতাদা, ما ইসমে মাওছূল, وقعت ফে'ল, هي যমীর ফায়েল, في হরফে জার, اول মুযাফ, الكلام মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে في হরফে জার -এর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে وقعت ফে'ল -এর সাথে মুতাআল্লেক। ফে'ল, ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে جمله فعليه হয়ে ما ইসমে মাওছূল -এর 'ছিলা'। ছিলা ও মাওছূল মিলে الابتدائية মুবতাদা -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে سادسها মুবতাদা -এর খবর। سادسها মুবতাদা ও তার খবর মিলে جمله اسميه হল।

نظيره মুবতাদা মাহযূফ, مثل মুযাফ, الكلمة على ثلاثة اضرب জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে نظيره মুবতাদা -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جمله اسميه হল।

المقطوعةُ : ما وقعتْ بلاَ ارتباطِ شيئٍ بالتعدادِ مثلُ الباب الثانيِّ فِي العَوامِلِ اللفظيّةِ القياسيّةِ

سابعها প্রথম মুবতাদা মাহযূফ, المقطوعة দ্বিতীয় মুবতাদা, ما ইসমে মাওছূল, وقعت ফে'ল, هي যমীর ফায়েল, ب হরফে জার, لا ارتباط মাছদার মানফী মুযাফ, شيئ মাওছূফ, بالتعداد জার ও মাজরূর মিলে كائن শিবহে ফে'ল -এর সাথে মুতাআল্লেক। শিবহে ফে'ল ও মুতাআল্লেক মিলে شيئ মাওছূফ -এর ছিফাত। ছিফাত ও মাওছূফ মিলে মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে ب হরফে জার -এর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে وقعت ফে'ল -এর সাথে মুতাআল্লেক। ফে'ল, ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে المقطوعة মুবতাদা -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে سابعها মুবতাদা মাহযূফ -এর খবর। سابعها মুবতাদা ও তার খবর মিলে جمله اسميه হল।

نظيره মুবতাদা মাহযূফ, مثل মুযাফ, الباب মাওছুফ, الثاني ছিফাত। মাওছুফ ও ছিফাত মিলে মুবতাদা। في হরফে জার, العوامل মাওছুফ, اللفظية প্রথম ছিফাত, القياسية দ্বিতীয় ছিফাত। মাওছুফ তার উভয় ছিফাত মিলে মাজরূর।

জার ও মাজরূর মিলে ثابت শিবহে ফে'ল -এর সাথে মুতাআল্লেক। শিবহে ফে'ল ও মুতাআল্লেক মিলে الباب الثاني মুবতাদা -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে مثل মুযাফ -এর মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে نظيره মুবতাদা মাহযূফ -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جمله اسميه হল।

الحالية : ما وقعتْ حالاً مثلُ جاءَنِي زيدٌ وابوهُ رَاكِبٌ .

ثامنها প্রথম মুবতাদা মাহযূফ, الحالية দ্বিতীয় মুবতাদা, ما ইসমে মাওছূল, وقعت ফে'ল, هي যমীর 'যূল হাল', حالا 'হাল'। হাল ও যুল হাল মিলে ফায়েল। ফে'ল ও ফায়েল মিলে جمله فعليه হয়ে ما ইসমে মাওছূল -এর ছিলা। ছিলা ও মাওছূল মিলে الحالية মুবতাদা -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে ثامنها মুবতাদা মাহযূফ -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جمله اسميه হল।

نظيره মুবতাদা মাহযূফ, مثل মুযাফ, جاء ফে'ল, ن বেকায়া, ي মুতাকাল্লিম মাফউলে বিহি, زيد যুল হাল, واو হালিয়া, ابوه মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা, راكب খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে زيد যূল হাল -এর হাল। হাল ও যূল হাল মিলে جاء ফে'ল -এর ফায়েল।

ফে'ল, ফায়েল ও মাফউল মিলে جمله فعليه হয়ে مثل মুযাফ -এর মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে نظيره মুবতাদা মাহযূফ -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جمله اسميه হল।

المعطوفة : ما عُطِفَ علىٰ سَابِقِهِ . ونظائرُهُ كثيرةٌ في العبارَاتِ العَرَبِيَّةِ .

تاسعها প্রথম মুবতাদা মাহযূফ, المعطوفة দ্বিতীয় মুবতাদা, ما ইসমে মাওছূল, عطف ফে'লে মাজহুল, هو যমীর নায়েবে ফায়েল, على হরফে জার, سابق মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে على হরফে জার -এর মাজরূর। জার মাজরূর মিলে عطف ফে'ল -এর সাথে মুতাআল্লেক। ফে'লে মাজহুল তার নায়েবে ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে ما ইসমে মাওছূল -এর 'ছিলা'। মাওছূল ও ছিলা মিলে المعطوفة দ্বিতীয় মুবতাদা -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে تاسعها প্রথম মুবতাদা -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جمله اسميه হল।

واو মুসতা'নাফা, نظائر মুযাফ, ه মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা। كثيرة শিবহে ফে'ল, في হরফে জার, العبارات মাওছুফ, العربية ছিফাত। মাওছুফ ও ছিফাত মিলে في হরফে জার -এর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে كثيرة শিবহে ফে'ল -এর সাথে মুতাআল্লেক। ফে'ল ও মুতাআল্লেক মিলে نظائره মুবতাদা -এর খবর। মুবতাদা খবর মিলে جمله اسميه হল।

সমাপ্ত

হাল মিলে فاعل হয়েছে। ফেল ফায়েল জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়েছে। موصول এর। موصول তার صله মিলে بدل হয়েছে। مبتدل منه তার بدل মিলে خبر হয়েছে مبتدا محذوف এর। مبتدا محذوف তার خبر মিলে جملة اسميه হয়েছে।

نظيره তা মুবতাদা। مثل মুযাফ, আর جاءنى الخ সম্পূর্ণ বাক্য মিলে مضاف اليه মুযাফ مضاف اليه মিলে خبر হয়েছে। مبدائے محذوف তার খবর মিলে جملة اسميه হয়েছে।

ذو الحال ذيد - مفعول به يائے متكلم - يا نون وقايه ফেল جاء আর مضاف اليه মুযাফ ابوه যমীর مضاف اليه মুযাফ তার حاليه - واو মিলে جمله اسميه হয়ে حال তার خبر মিলে মুবতাদা خبر - راكب - مبتدأ হয়েছে। ذوا الحال তার حال মিলে فاعل হয়েছে فعل এর। فعل তার فاعل এবং مفعول মিলে جمله فعليه হয়েছে।

اَلْمَعْطُوْفَةُ مَا عُطِفَ عَلٰى سَابِقِهٖ وَنَظَائِرُهٗ كَثِيْرَةٌ فِى الْعِبَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ -

---

تاسعها মুবতাদায়ে মাহযুফ আর المعطوفه - مبدل منه - ما ইসমে মাওসূল عطف ফেলে মাজহূল هو যমীর نائب فاعل- على হরফে জার سابقه মিলে متعلق হয়েছে جار তার مجرور মিলে مجرور হয়েছে مركب اضافى হয়ে جمله ও متعلق এবং نائب فاعل তার فعل مجهول এর। عطف ফেল جمله فعليه হয়ে صله হয়েছে موصول এর। موصول তার صله মিলে بدل হয়েছে। مبدل منه তার بدل মিলে خبر হয়েছে مبتدا এর। مبتدا তার خبر মিলে جمله اسميه হলো।

واو হরফে আতফ আর نظائره মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে مبتدأ হয়েছে। كثيرة - شبه فعل আর فى হরফে জর العبارات মাওসূফ العربية সিফত। موصوف তার صفت মিলে مجرور হয়েছে جار এর। جار তার مجرور মিলে متعلق হয়েছে شبه فعل এর। شبه فعل তার متعلق মিলে خبر হয়েছে مبتدا এর। مبتدا তার خبر মিলে جمله اسميه হলো।

تمت ফেল আর الجمل ফায়েল فعل তার فاعل মিলে جمله فعليه خبريه হয়েছে।

নাহবেমীরে উল্লেখিত উদাহরণ সমূহের ধারাবাহিক তারকীব

১. زَيْدٌ عَالِمٌ - زيد মুবতাদা, عالم খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

২. ضَرَبَ زَيْدٌ - ضرب ফেয়েল, زيد ফায়েল। ফেয়েল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৩. اِضْرِبْ - اضرب ফেয়েল, انت যমীর ফায়েল। ফেয়েল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ।

৪. لَاتَضْرِبْ - لاتضرب ফেয়েল, انت যমীর ফায়েল। ফেয়েল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ

৫. هَلْ ضَرَبَ زَيْدٌ - هل হরফে ইস্তিফহাম, ضرب ফেয়েল, زيد ফায়েল। ফেয়েল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ।

৬. لَيْتَ زَيْدًا حَاضِرٌ - ليت হরফে মুশাব্বাহ বিল ফেয়েল। زيدا তার ইসম। حاضر তার খবর। ليت তার ইসম এবং খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ।

৭. لَعَلَّ عَمْرًوا غَائِبٌ - لعل হরফে মুশাব্বাহ বিল ফেয়েল, عمروا তার ইসম غائب তার খবর। لعل তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ।

৮. بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ - بعت ফেয়েল ت যমীর তার ফায়েল। فعل তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ। اشتريت এর তারকীব অনুরূপ।

৯. يَا اَللّٰهُ - يا হরফে নিদা, কায়েম মোকাম ادعوا ফেয়েল انا যমীর ফায়েল লফজে الله মাফউলে বিহী, ফেয়েল ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ।

১০. اَلَا تَنْزِلُ بِنَا فَتُصِيْبَ خَيْرًا - الاتنزل بنا জুমলায়ে ইনশাইয়্যাহ আর فتصيب خيرا জুমলায়ে খবরিয়্যাহ। আরবী কায়দা অনুসারে জুমলায়ে খবরিয়াকে জুমলায়ে ইনশাইয়্যার উপর আতফ করা যায় না। তাই বাক্যের পূর্ণ ইবারত উঠিয়ে তারপর তারকীব করতে হবে। পূর্ণ ইবারত হচ্ছে الا يكون منك نزول فاصابة خير منى.

الا হরফে তাম্বিহ, يكون ফে'লে নাকেছ, من হরফে জার, ك যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মুতাআল্লেক ثابت শিবহে ফে'লের সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, هو যমীর মুসতাতির ফায়েল। শিবহে ফে'ল তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে يكون ফে'লে নাকেছের খবরে মুকাদ্দাম। نزول মাতুফ আলাইহি, فاء হরফে আ'তফ, اصابة মাছদার মুযাফ, خير মুযাফ ইলাইহি।

من হরফে জর নূনে বেকায়াহ ى যমীরে মুতাকাল্লেম মাজরুর। জর মাজরুর মিলে মুতায়াল্লেক اصابة মাছদারের সাথে। اصابة মাছদার তার মুযাফ ইলাই ও মুতাআল্লেক মিলে মাতুফ। মাতুফ মাতুফ আলাইহি মিলে يكون ফে'লে নাকেছের ইসমে মুআখখার يكون ফেলে নাকেছ তার ইসম ও খবর নিয়ে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ আরজিয়্যাহ।

১১. وَاللّٰهِ لَاَضْرِبَنَّ زَيْدًا - واو ওয়াও হরফে জর, লফজে الله মাজরুর জর মাজরুর মিলে মুতাআল্লেক اقسم ফেয়েলে মাহযুফের সাথে। اقسم ফেল انا যমীর ফায়েল। ফেল, ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে কসম। لاضربن ফেয়েল, যমীর انا ফায়েল زيدا মাফউলে বিহী। ফে'ল ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ হয়ে জাওয়াবে কসম। কসম ও জওয়াবে কসম মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ।

১২. مَا اَحْسَنَهٗ وَاَحْسِنْ بِهٖ : ما بمعنى اى شئ মুবতাদা احسن ফেয়েল, যমীর هو মুসতাতের ফায়েল ه যমীর মাফউলে বিহী। ফেয়েল তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে اى شئ মুবতাদার খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ।

احسن ফেলে আমর। احسن - بمعنى ফেলে মাযী, যমীর انت মুসতাতের ফায়েল। با যায়েদাহ ه যমীর মাফউলে বিহী। ফেয়েল তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ।

১৩. غُلَامُ زَيْدٍ قَائِمٌ : غلام মুযাফ, زيد মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মুবাতাদা قائم খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৪. عِنْدِىْ اَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا : عند মুযাফ ى মুতাকাল্লেম মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে ظرف মুতাআল্লাক হল موجود শিবহে ফে'ল মুকাদ্দরের সাথে। موجود শিবহে ফে'ল তার متعلق মিলে শিবহে জুমলা হয়ে খবরে মুকাদ্দাম। احد عشر মুমাইয়ায درهما তমীয। তমীয মুযাইয়ায মিলে মুবতাদা মুয়াখখার। মুবতাদা মুয়াখখার ও খবরে মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়া।

১৫. جَاءَ بَعْلَبَكُّ : جاء ফে'ল بعلبك তার ফায়েল। ফেয়েল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যা।

১৬. جَائَنِىْ زَيْدٌ : جاء ফে'লে মাযী। نى নুনে বেকায়া ইয়ায়ে মুতাকাল্লেম মাফউলে বিহী। زيد ফায়েল। ফেয়েল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৭. رَأَيْتُ زَيْدًا : رأيت ফেল। ت যমীর ফায়েল। زيدا মাফউলে বিহী। ফে'ল ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৮. مَرَرْتُ بِزَيْدٍ : مررت ফেয়েল ت যমীর ফায়েল। با হরফে জর। زيد মাজরুর। জার মাজরুর মিলে মুতাআল্লেক مررت ফেয়েলের সাথে। مررت ফেল তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৯. جَائَنِي هٰؤُلَاءِ : رَأَيْتُ هٰؤُلَاءِ : مَرَرْتُ بِهٰؤُلَاءِ এর তারকীব হুবহু جَائَنِي زَيْدٌ : رَأَيْتُ زيدا : مَرَرْتُ بِزَيْدٍ এর তারকীবের মতই।

২০. جَائَنِي ذُوْ ضَرَبَكَ : جاء ফেয়েল نى নূনে বেকায়া ইয়ায়ে মুতাকাল্লেম মাফউলে বিহী। ذو ইসমে মাউসুল ضرب ফেয়েল যমীর هو মুসতাতের ফায়েল ك মাফউলে বিহী। ফেয়েল ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ হয়ে صله (সিলাহ) ইসমে মাউসূল তার সিলাহ মিলে جاء ফেয়েলের ফায়েল। جاء ফেল তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

جَائَنِي زَيْدٌ وَظَبْيٌ وَرِجَالٌ ঃ جاء ফে'ল, نى নূনে বেকায়া, ইয়ায়ে মুতাকাল্লিম মাফউলে বিহি, زيد মা'তুফ আলাইহি, و হরফে আ'তফ, ظبى মা'তুফে আউওয়াল, و হরফে আত'ফ, رجال মা'তুফে ছানী। মা'তুফ আলাইহি তার দুই মা'তুফ নিয়ে جاء ফে'ল -এর ফায়েল। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

২১/খ ঃ رَأَيْتُ زَيْدًا وَظَبْيًا وَرِجَالًا

رأيت ফে'ল ت যমীর ফায়েল زيدا وظبيا ورجالا পূর্বের ন্যায় মা'তুফ, মাতু'ফ আলাইহি মিলে মাফউলে বিহী। ফে'ল তার ফায়েল ও মাফউল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়ায়ে খবরিয়্যাহ।

২১/গ ঃ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَظَبْيٍ وَرِجَالٍ

مررت ফে'ল ب হরফে জার زيد وظبى ورجال পূর্বেরে ন্যায় মা'তুফ, মা'তুফ আলাইহি মিলে মাজরুর। জার মাজরুর মিলে মুতাআল্লেক হল مررت ফে'ল এর সাথে ফে'ল তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

২২/ক ঃ هُنَّ مُسْلِمَاتٌ : هن মুবতাদা مسلمات খবর মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

২২/খ ঃ رَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ ঃ رأيت ফেল, ت যমীর ফায়েল, مسلمات মাফউলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

২৩. مَرَرْتُ بِمُسْلِمَاتٍ : مررت ফেল ت যমীর ফায়েল। باء হরফে জর, مسلمات

মাজরুর। জর মাজরুর মিলে মুতাআল্লেক مررت ফেলের সাথে। مررت ফেল তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

২৪. جَاءَ عُمَرُ : جاء ফেয়েল عمر তার ফায়েল। ফেয়েল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

২৫. رَأَيْتُ عُمَرَ : رأيت ফে'ল ت যমীর ফায়েল। عمر মাফউলে বিহী। ফেয়েল ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

২৬. مَرَرْتُ بِعُمَرَ : مررت ফেয়েল ت যমীর ফায়েল باء হরফে জর عمر মাজরুর। জর মাজরুর মিলে মুতাআল্লেক مررت ফেয়েলের সাথে। مررت ফেয়েল তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে জুমলায়ে ফেরিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

২৭. جَاءَ أَبُوْكَ : جاء ফেয়েল ابو মুযাফ, ك যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে جاء ফেলের ফায়েল। ফেল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

২৮. رَأَيْتُ أَبَاكَ : رأيت ফে'ল ت যমীর ফায়েল ابا মুযাফ ك যমীর মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে رأيت ফেয়েলের মাফউ বিহী। ফে'য়েল ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

২৯. مَرَرْتُ بِأَبِيْكَ : مررت ফে'য়েল ت যমীর ফায়েল হরফে জর। اب মুযাফ, ك যমীর ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে ب হরফে জরের মাজরুর। জর মাজরুর মিলে মুতাআল্লেক مررت ফেয়েলের সাথে। مررت ফেয়েল তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৩০. جَاءَ رَجُلَانِ - رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ - مَرَرْتُ بِرَجُلَيْنِ এবং جَاءَ مُسْلِمُوْنَ رَأَيْتُ مُسْلِمِيْنَ ও مَرَرْتُ بِمُسْلِمِيْنَ এর তরকীব পূর্বের উদাহরণের ন্যায়।

৩১. هٰؤُلَاءِ أُولُوْ مَالٍ : هؤلاء মুবতাদা। اولوا মুযাফ এবং مال মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৩২. جَاءَ عِشْرُوْنَ رَجُلًا ঃ جاء ফে'ল, عشرون মুমাইয়্যায, رجلا তামীয। মুমাইয়্যায ও তামীয মিলে جاء ফে'ল -এর ফায়েল, ফে'ল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৩৩. رَأَيْتُ عِشْرِيْنَ رَجُلًا : رأيت ফে'ল ت যমীর ফায়েল। عشرين মুমাইয়্যায رجلا তমীয। তমীয মুমাইয়্যায মিলে رأيت ফে'লের মাফউলে বিহী। ফেয়েল ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৩৪. مَرَرْتُ بِعِشْرِيْنَ رَجُلًا : مررت ফেল ت যমীর ফায়েল با হরফে জর, عشرين মুমাইয়ায رجلا তমীয। তমীয মুমাইয়ায মিলে با হরফে জরের মাজরুর। জর মাজরুর মিলে মুতাআল্লেক مررت ফে'লের সাথে। مررت ফে'ল তার فاعل ও মুতাআল্লেক মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৩৫. جَاءَ مُوْسٰى وَغُلَامِىْ : جاء ফে'ল, موسى মাতুফ আলাইহি واو হরফে আতফ غلام মুযাফ, ى মুতাকাল্লেম মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাতুফ। মাতুফ ও মাতুফ আলাইহি মিলে جاء ফেলের ফায়েল। ফেয়েল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৩৬. رَأَيْتُ مُوْسٰى وَ غُلَامِىْ : رأيت ফেল। ت যমীর ফায়েল। موسى و غلامى মাতুফ ও মাতুফ আলাইহি মিলে মাফউলে বিহী। ফেয়েল ফায়েল ও মাফউল বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৩৭. مَرَرْتُ بِمُوْسٰى وَغُلَامِىْ : مررت ফে'ল ت যমীর ফায়েল با হরফে জর موسى ও غلامى মাতুফ মাতুফ আলাইহি মিলে با হরফে জরের মাজরুর। জর মাজরুর মিলে মুতায়াল্লেক مررت ফেলের সাথে। ফেল ফায়েল ও মুতায়াল্লেক মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৩৮. جَاءَ الْقَاضِىْ : جاء ফেল القاضى ফায়েল, ফেল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৩৯. رَأَيْتُ الْقَاضِىَ : رأيت ফে'ল ت যমীর ফায়েল القاضى মাফউলে বিহী, ফে'ল ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৪০. مَرَرْتُ بِالْقَاضِىْ : مررت ফে'ল ت যমীর ফায়েল با হরফে জর, القاضى মাজরুর। জর মাজরুর মিলে মুতাআল্লেক مررت ফেলের সাথে। ফে'ল ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৪১. هٰؤُلَاءِ مُسْلِمِىَّ : هؤلاء মুবতাদা, مسلمى মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৪২. رَأَيْتُ مُسْلِمِىَّ : رأيت ফেয়েল ت যমীর ফায়েল। مسلمى মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফউলে বিহী। ফেয়েল ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৪৩. مَرَرْتُ بِمُسْلِمِىَّ : مررت ফেল, ت যমীর ফায়েল। با হরফে যর, مسلمى মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরুর। জর মাজরুর মিলে মুতাআল্লেক مررت ফে'লের সাথে। ফেয়েল ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৪৪. هُوَ يَضْرِبُ : هو মুবতাদা, يضرب ফেল যমীর هو মুসতাতের ফায়েল। ফে'ল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ হয়ে هو মুবতাদার খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৪৫. لَنْ يَضْرِبَ : لن হরফে নাসেবাহ। يضرب ফে'ল هو যমীর মুসতাতের ফায়েল। ফে'ল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৪৬. لَمْ يَضْرِبْ : لم হরফে জাযেমাহ। يضرب ফেল। যমীর هو মুসতাতের ফায়েল। ফেল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৪৭. هُوَ يَغْزُوْ থেকে শুরু করে لم يضرب পর্যন্ত এই নয়টি জুমলার তারকীব হুবহু ৪৪, ৪৫ ও ৪৬নং তারকীবের মত।

৪৮. هُمَا يَضْرِبَانِ : هما যমীর মুবতাদা يضربان ফেল যমীর هما ফায়েল। ফেল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে هما মুবতাদার খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৪৯. لَنْ يَضْرِبَا : لن হরফে নাসেব। يضربا ফে'ল যমীর هما ফায়েল। ফেয়েল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৫০. لَمْ يَضْرِبَا : لم হরফে জাযেম। يضربا ফে'ল যমীর هما ফায়েল। ফে'ল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৫১. اَلْمَالُ لِزَيْدٍ : المال মুবতাদা। ل হরফে জর। زيد মাজরুর। জর মাজরুর মিলে মুতাআল্লেক ثابت শিবহে ফে'লের সাথে। শিবহে ফে'ল তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে المال মুবতাদার খবর। মুতাবাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৫২. اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ : ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল। زيدا ইসমে ইন্না قائم খবর ইন্না। ان তার ইসম খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৫৩. مَا زَيْدٌ قَائِمًا : ما হরফে মুশাব্বাহ বিলাইছা। زيد তার ইসম, قائما তার খবর। ما তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৫৪. لَا غُلَامَ رَجُلٍ ظَرِيْفٌ فِى الدَّارِ : لا লায়ে নফী জিনস। غلام মুযাফ, رجل মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে লায়ে নফী জিনসের ইসম। ظريف খবরে আউয়াল فى হরফে জর الدار মাজরুর। জর মাজরুর মিলে মুতাআল্লেক ثابت

শিবহে ফে'লের সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে শিবহে জুমলা হয়ে খবরে ছানী। লায়ে নফী জিনস তার ইসম ও দুই খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৫৫. لَا رَجُلَ فِى الدَّارِ : لا লায়ে নফী জিন্‌স। رجل ইসমে লা فى হরফে জর الدار মাজরুর জর মাজরুর মিলে মুতাআল্লেক ثابت শিবহে ফে'লের সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে শিবহে জুমলা হয়ে লায়ে নফী জিনসের খবর। লায়ে নফী জিন্‌স তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৫৬. لَا زَيْدٌ عِنْدِى وَلَا عَمْرٌو : لا মুলগা (আমলহীন) زيد মাতুফ আলাইহি, واو হরফে আতফ, لا মুলগা عمرو মাতুফ। মাতুফ মাতুফ আলাইহি, মিলে মুবতাদা عند যরফ মুযাফ ى মুতাকাল্লেম মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে ثابتان মুকাদ্দার শিবহে ফেলের জরফ। ثابتان শিবহে ফেয়েল তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক জরফ মিলে খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৫৭. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ এই জুমলাটির দুভাবে তারকীব করা যায়।

(ক) لا قوة কে لا حول এর উপর আতফ করে এবং উভয়টির একই খবর মাহযুফ ধরে। এ অবস্থায় জুমলা একটি হবে এবং উহ্য ইবারত এরূপ হবে ঃ لاحول عن المعصية ولا قوة على الطاعة ثابتان باحد الا بالله

তারকীব ঃ لا লায়ে নফী জিন্‌স, حول মাছদার, عن হরফে জর, المعصية মাজরুর। জর মাজরুর মিলে মুতাআল্লেক حول মাছদারের সাথে حول মাছদার তার মুতাআল্লেক মিলে মাতুফ আলাইহি واو হরফে আতফ, قوة মাছদার, على হরফে জর الطاعة মাজরুর। জর মাজরুর মিলে মুতাআল্লেক قوة মাছদারের সাথে। قوة মাছদার তার মুতাআল্লেক মিলে মাতুফ। মাতুফ মাতুফ আলাইহি মিলে ইসমে লা। ثابتان শিবহে ফেল, যমীর هما ফায়েল, ب হরফে জর, احد মাজরুর। জর মাজরুর মিলে মুসতাছনা মিনহু الا হরফে ইস্তিছনা, ب হরফে জর লফযে الله মাজরুর জর মাজরুর মিলে মুছতাছনা। মুছতাছনা মুছতাছনা মিনহু মিলে মুতাআল্লেক ثابتان শিবহে ফে'লের সাথে। শিবহে ফে'ল তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে লায়ে নফী জিনস -এর খবর। লায়ে নফী জিনস তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

(খ) জুমলার উপর জুমলার আত্‌ফ করে এবং পৃথক পৃথক খবর মাহযুফ মেনে। এ অবস্থায় জুমলা দুটি হবে এবং উহ্য ইবারত নিম্নরূপ হবে- لا حول عن المعصية ثابت باحد الا بالله ولاقوة على الطاعة ثابت باحد الا بالله

তারকীব ঃ لا লায়ে নফী জিন্‌স, حول মাছদার, عن হরফে জর তার মাজরুরসহ মুতাআল্লেক حول মাছদারের সাথে। حول মাছদার তার মুতাআল্লেক নিয়ে লা-এর ইসম। ثابت শিবহে ফে,ল ب হরফে জর তার মাজরুর নিয়ে মুসতাছনা মিনহু, لا হরফে ইস্তিছনা, ب হরফে জর লফজে الله মাজরুর হরফে জার তার মাজরুরসহ মুসতাছনা। মুছতাছনা মুছতাছনা মিনহু মিলে মুতাআল্লেক ثابت শিবহে ফেলের সাথে। ثابت শিবহে ফেল তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে লা-এর খবর। লা তার ইসম খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে মাতুফ আলাইহি। واو হরফে আতফ বাকী অংশটুকু পূর্বের মত তারকীব হয়ে মা'তুফ। মাতুফ মাতুফ আলাইহি মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ মাতুফাহ।

৫৮. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ একেও দুই জুমলা ধরে অথবা এক জুমলা ধরে মোট দু'ভাবে তারকীব করা যায়। এক জুমলা ধরলে তাকদীরী ইবারত এরূপ হবে -

لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة ثابتان باحد الا بالله -

তারকীব ঃ لا মুলগা, حول মাছদার, عن المعصية মুতাআল্লেক حول মাছদারের সাথে। حول মাছদার তার মুতাআল্লেক মিলে মাতুফ আলাইহি। واو হরফে আতফ قوة عن الطاعة হুবহু حول عن المعصية এর মতমত তারকীব হয়ে মাতুফ। মাতুফ মাতুফ আলাইহি মিলে لا এর ইসম। ثابتان باحد الا بالله ৫৭ নং তারকীবে বর্ণিত তারকীবের ন্যায় তারকীব হয়ে لا এর খবর। لانفى جنس তার ইসম খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

আর দুই জুমলা ধরলে তাকদীরী ইবারত নিম্নরূপ হবে – لا حول عن المعصية ثابت باحد الا بالله ولاقوة على الطاعة ثابت باحد الا بالله -

তারকীব ঃ (لا نفى جنس) لا মুলগা, حول عن المعصية ثابت باحد الا بالله ৫৭ নং তারকীবের (খ)-এ বর্ণিত তারকীবের ন্যায় তারকীব হয়ে মাতুফ আলাইহি। واو হরফে হরফে আতফ, لا মুলগা, قوة على الطاعة ثابت (باحد الا بالله ও অনুরূপ তারকীব হয়ে মাতুফ। মাতুফ মাতুফ আলাইহি মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৫৯. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ একেও দু'ভাবে তারকীব করা যায়।

(ক) এক জুমলা ধরে তখন তাকদীরী ইবারত এরূপ হবে –

لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة ثابتان باحد الا بالله -

তারকীব ঃ (لا نفى جنس) লায়ে নফী জিনস حول عن المعصية ৫৭নং তারকীবের (ক)-এ বর্ণিত তারকীবের ন্যায় তারকীব হয়ে মাতুফ আলাইহি। واو হরফে আতফ, لا মুলগা قوة মাছদার, على الطاعة মুতাআল্লেক قوة মাছদারের সাথে। قوة মাছদার তার মুতাআল্লেক মিলে মাতুফ। মাতুফ মাতুফ আলাইহি মিলে لا এর ইসম। ثابتان باحد الا بالله পূর্বের ন্যায় তারকীব হয়ে لا এর খবর। লায়ে নফী জিনস তার ইসম খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

(খ) দুই জুমলা ধরে। তখন তাকদীরী ইবারত নিম্নরূপ হবে- لا حول عن المعصية ثابت باحد الا بالله ولاقوة على الطاعة ثابت باحد الا بالله

তারকীব ঃ لا লায়ে নফী জিন্‌স حول عن المعصية ৫৭ নং তারকীবের (ক)-এ বর্ণিত তারকীবের ন্যায় তারকীব হয়ে لا এর ইসম। ثابت باحد الا بالله ৫৭ নং তারকীবের (খ)-এ বর্ণিত তারকীবের ন্যায় তারকীব হয়ে لا -এর খবর। لا তার ইসম খবর নিয়ে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে মাতুফ আলাইহি। وا و হরফে আতফ لا মূলগা قوة على الطاعة ৫৭নং তারকীবের (ক)-এ বর্ণিত তারকীবের ন্যা।য় তারকীব হয়ে মুবতাদা ثابت باحد الا بالله ৫৭ নং তারকীবের (খ)-এ বর্ণিত তারকীবের ন্যায় তারকীব হয়ে খবর। মুবতাদা খবর মিলে মাতুফ। মাতুফ মাতুফ আলাইহি মিলে জুমলায়ে মাতুফাহ।

৬০. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ একেও দু'ভাবে তারকীব করা যায়।

(ক) এক জুমলা ধরে। তখন তাকদীরী ইবারত এরূপ হবে –

لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة ثابتان باحد الا بالله

তারকীব ঃ لا মুলগা, حول عن المعصية পূর্বের ন্যায় তারকীব হয়ে মাতুফ আলাইহি। وا و হরফে আতফ لا লায়ে নফী জিনস। قوة على الطاعة পূর্বের ন্যায় তারকীব হয়ে মাতুফ। মাতুফ মাতুফ আলাইহি মিলে মুবতাদা ثابتان باحد الا بالله পূর্বের ন্যায় তারকীব হয়ে খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

(খ) দুই জুমলা ধরে। তখন তাকদীরী ইবারত হবে এইরূপ– لا حول عن المعصية ثابت باحد الا بالله ولا قوة على الطاعة ثابت باحد الا بالله

তরকীব ঃ لا মুলগা, حول عن المعصية পূর্বের ন্যায় তারকীব হয়ে মুবতাদা ثابت باحد الا بالله পূর্বের ন্যায় - তারকীব হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে মাতুফ আলাইহি। وا و হরফে আত্‌ফ لا লায়ে নফী জিনস। قوة على الطاعة পূর্বের ন্যায় তারকীব -এর ইসিম ثابت باحد الا بالله পূর্বের ন্যায় তারকীব হয়ে لا-এর খবর। لا তার ইসম খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে মাতুফ। মাতুফ মাতুফ আলাইহি মিলে জুমলায়ে মাতুফাহ।

৬১. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ এ জুমলাটিকেও দু'ভাবে তারকীব করা যায়। (ক) এক জুমলা ধরে। তখন তাকদীরী ইবারত হবে নিম্নরূপ ঃ

لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة ثابتان باحد الا بالله

তারকীব ঃ لا লায়ে নাফী জিনস, حول عن المعصية পূর্বের তারকীবের ন্যায় তারকীব হয়ে মাতুফ আলাইহি, وا و হরফে আতফ, لا মুলগা, قوة على الطاعة পূর্বের তারকীবের ন্যায় তারকীব হয়ে মুবতাদা ثابت باحد الا بالله পূর্বের ন্যায় তারকীব হয়ে মাতুফ। মাতুফ আলাইহি মিলে ইসমে لا

ثابتان باحد الا بالله পূর্বের ন্যায় তারকীব হয়ে খবরে لا। লায়ে নফী জিনস তার ইসম খবর নিয়ে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

(খ) দুই জুমলা ধরে তখন তাকদীরী ইবারত নিম্নরূপ ঃ لا حول عن المعصية ثابت باحد الا بالله ولا قوة على الطاعة ثابت باحد الا بالله

তারকীব ঃ لا লায়ে নফী জিনস حول عن المعصية ইসমে لا ثابت باحد الابالله খবরে لا, লায়ে নফী জিনস তার ইসম খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে মাতুফ আলাইহি। واو হরফে আতফ, لا মুলগা, قوة على الطاعة পূর্বের ন্যায় তারকীব হয়ে মুবতাদা। ثابت باحد الا بالله পূর্বের ন্যায় তারকীব হয়ে খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে মাতুফ। মাতুফ মাতুফ আলাইহি মিলে জুমলায়ে মাতুফাহ।

৬২. يَا عَبْدَ اللّٰهِ : يا হরফে নেদা কায়েম মোকাম ادعو ফেলের। عبد মুযাফ, লফযে الله মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মুনাদা মুযাফ মাফউলে বিহী। ادعو ফেল তার ফায়েল এবং মুনাদা মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ।

৬৩. يَا طَالِعًا جَبَلًا : يا হরফে নেদা কায়েম মোকাম ادعو ফেলের। ادعو ফে'ল যমীর انا ফায়েল, طالعا শিবহে ফেল, جبلا মাফউলে বিহী। طالع শিবহে ফেল তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে শিবহে জুমলা হয়ে ادعو ফে'লের মাফউলে বিহী। ادعو ফেল তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ।

৬৪. يَا رَجُلًا خُذْ بِيَدِيْ : يا হরফে নেদা কায়েম মোকাম, ادعو ফেলের। ادعو ফে'ল যমীর انا ফায়েল رجلا মাফউলে বিহী। ادعو ফে'ল তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে নেদা خذ ফে'লে আমর, যমীর انت ফায়েল, ب হরফে জর يد মুযাফ, ياء মুতাকাল্লেম মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে ب হরফে জরের মাজরুর। জার, মাজরূর মিলে মুতাআল্লেক خذ ফে'লের সাথে। خذ ফে'ল, তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ হয়ে জওয়াবে নেদা। নেদা ও জওয়াবে নেদা মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ।

৬৫. يَا زَيْدُ : يا হরফে নেদা কায়েম মোকাম ادعو ফেলের। ادعو ফেল যমীর انا ফায়েল زيد - محلا منصوب মাফউলে বিহী। ادعو ফেল তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ।

৬৬. أُرِيْدُ أَنْ تَقُوْمَ ঃ اريد ফে'ল, انا যমীর ফায়েল, ان হরফে মাছদারিয়্যাহ, تقوم ফে'ল, انت যমীর ফায়েল। ফে'ল, ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে ان এর কারণে মাছদার হয়ে মুফরাদ হয়ে اريد ফে'ল -এর মাফউলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৬৭. لَنْ يَخْرُجَ زَيْدٌ : لن হরফে নাছেবাহ يخرج ফেল زيد ফায়েল। ফেল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৬৮. أَسْلَمْتُ كَيْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ : اسلمت ফেল انا যমীর ফায়েল। كى হরফে. নাছেবাহ। ادخل ফেল, যমীর انا ফায়েল, الجنة মাফউলে ফিহী। ফেল ফায়েল ও মাফউলে ফিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে اسلمت ফেলের মাফউলে লাহু। ফেল ফায়েল মাফউলে লাহু মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৬৯. أَنَا آتِيْكَ غَدًا إِذَنْ أُكْرِمَكَ : انا মুবতাদা, آتى ফে'ল, انا যমীর ফায়েল, ك যমীর মাফউলে ফীহি আওয়াল, غدا মাফউলে ফীহি ছানী। ফে'ল, ফায়েল ও উভয় মাফউল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে انا মুবতাদা -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে শর্ত অথবা قول -এর কায়েম মোকাম। اذن হরফে নাছেবাহ, اكرم ফে'ল, انا যমীর ফায়েল, ك যমীর মাফউলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে 'জাযা' অথবা 'জওয়াব' -এর কায়েম মোকাম। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ।

---

৭০. مَرَرْتُ حَتَّى أَدْخُلَ الْبَلَدَ : مررت ফে'ল ت যমীর ফায়েল حتى হরফে জর, ادخل ফেল মানছুব বআনে মুকাদ্দারাহ انا যমীর মুসতাতের ফায়েল البلد মাফউলে ফিহী। ফেল ফায়েল ও মাফউলে ফিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ হয়ে ان এ মাছদারিয়্যার কারণে মুফরাদ হয়ে حتى হরফে জরের মাজরুর। জর মাজরুর মিলে মুতাআল্লেক مررت ফেয়েল সাথে। مررت ফেল তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৭১. مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ : ما মায়ে নাফিয়াহ, كان ফেলে নাকেছ, লফযে الله ইসমে নাকেছ, ل হরফে জর, يعذب ফেল মানসুব বআনে মুকাদ্দার যমীর هو মুসতাতের ফায়েল, هم যমীর মাফউলে বিহী। ফেল ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে ان এ মাছদারিয়্যার কারণে মুফরাদ হয়ে ل হরফে জরের মাজরুর। জর মাজরুর মিলে মুতাআল্লেক قاصدا শিবহে ফেলের সাথে, قاصدا শিবহে ফে'ল তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে শিবহে জুমলা হয়ে كان ফেলে নাকেছের খবর। كان তার ইসম খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরয়্যািহ।

৭২. لَاَلْزَمَنَّكَ اَوْ تُعْطِيَنِىْ حَقِّىْ - لالزمنك لا ফেল যমীর انا ফায়েল, ك যমীর মাফউলে বিহী। او বা মা'না الى ان - الى হরফে জর ان হরফে নাছেবাহ تعطى ফেয়েল যমীর انت ফায়েল ى নূনে বেকায়া ইয়ায়ে মুতাকাল্লেম মাফউলে বিহী আউয়াল, حقى মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফউলে বিহী ছানী। ফেল তার ফায়েল ও দুই মাফউল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ হয়ে ان মাছদারিয়্যার কারণে মুফরাদ হয়ে الى হরফে জরের মাজরুর। জর মাজরুর মিলে মুতাআল্লেক لا لزمن ফেলের সাথে। لالزمن ফে'ল তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। আর او বা মা'না الا ان ধরলে নিম্নরূপ ইবারত উঠিয়ে তারকীব করতে হবে। لالزمنك فى كل وقت الا فى وقت ان تعطنى حقى

তারকীব : لالزمنك ফেয়েল ফায়েল ও মাফউলে বিহী। فى হরফে জর। كل মুযাফ, وقت মুযাফ ইলাইহি, মুসতাছনা মিনহু, الا হরফে ইস্তিছনা, فى হরফে জর, وقت মুযাফ, ان تعطينى حقى পূর্বের ন্যায় তারকীব হয়ে وقت মুযাফ এর মুযাফ ইলাহি। মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে فى হরফে জরের মাজরুর। জর মাজরুর মিলে মুসতাছনা। মুসতাছনা মুসতানা মিনহু মিলে মুতাআল্লেক لالزمنك ফেলের সাথে। لالزمنك ফে'ল তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৭৩. لَاتَأْكُلِ السَّمَكَ وَتَشْرَبَ اللَّبَنَ : لا تاكل ফে'ল যমীর انت ফায়েল, السمك মাফউলে বিহী, ফেল, ফায়েল, মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ হয়ে মাতুফ আলাইহি واو (ওয়ায়ে ছরফ) আতেফাহ্ تشرب ফেল, যমীর انت ফায়েল, اللبن মাফউলে বিহী। ফেল, ফায়েল, মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ হয়ে মাতুফ। মাতুফ ও মাতুফ আলাইহি মিলে জুমলায়ে মাতুফাহ।

৭৪. اَسْلَمْتُ لِاَدْخُلَ الْجَنَّةَ : اسلمت ফেল انا যমীর ফায়েল, ل হরফে জর, ادخل الجنة ফেল ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে ان -এ মাছদারিয়্যার কারণে মুফরাদ হয়ে ل হরফে জরের মাজরুর। জর মাজরুর মিলে মুতাআল্লেক اسلمت ফেয়েলের সাথে। اسلمت ফেল তার ফায়েল, মুতাআল্লেক মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৭৫. لَمْ يَنْصُرْ : لم হরফে জাযেমাহ। ينصر ফেল, যমীর هو মুসতাতের ফায়েল। ফেল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৭৬. لَمَّا يَنْصُرْ এ জুমলাটির তারকীব لم ينصر এর তারকীবের মত।

৭৭. لِيَنْصُرْ : ل লামে আমর। ينصر ফেল যমীর هو মুসতাতের ফায়েল। ফেল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ।

৭৮. لَاتَنْصُرْ : لا লায়ে নেহী ينصر ফেল যমীর انت মুসতাতের ফায়েল। ফেল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ।

৭৯. اِنْ تَنْصُرْ اَنْصُرْ : ان হরফে শর্ত تنصر ফেল, যমীর انت মুসতাতের ফায়েল। ফেল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ হয়ে শর্ত انصر ফেল, যমীর اَنَا মুসতাতের ফায়েল। ফেল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ।

৮০. اِنْ تَأْتِنِى فَاَنْتَ مُكْرِمٌ : ان হরফে শর্ত تات ফে,ল যমীর انت মুসতাতের ফায়েল نى নূনে বেকায়া ইয়ায়ে মুতাকাল্লেম মাউফলে বিহী। ফেল, ফায়েল, মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ হয়ে শর্ত। ف জাযাইয়্যাহ, انت মুবতাদা, مكرم খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত-জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ।

৮১. اِنْ رَأَيْتَ زَيْدًا فَاَكْرِمْهُ : ان হরফে শর্ত। رأيت ফেল انت যমীর ফায়েল زيدا মাফউলে বিহী। ফেল ফায়েল মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ হয়ে শর্ত فا জাযায়িয়্যাহ, اكرم ফেল, যমীর انت মুসতাতের ফায়েল, ه যমীর মাফউলে বিহী। ফেল ফায়েল মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ ইনশায়িয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত-জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ।

৮২. اِنْ اَتَاكَ عَمْرٌو فَلَاتُهِنْهُ : ان হরফে শর্ত, اتا ফেল, ك যমীর মাফউলে বিহী, عمرو ফায়েল। ফেল ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে শর্ত। فا জাযাইয়্যাহ, لاتهن ফেল, যমীর انت মুসতাতের ফায়েল। ه মাফউলে বিহী। ফেল ফায়েল মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ।

৮৩. اِنْ اَكْرَمْتَنِى فَجَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا : ان হরফে শর্ত, اكرمت ফেল, ت যমীর ফায়েল, نى নূনে বেকায়া ইয়ায়ে মুতাকাল্লেম মাফউলে বিহী। ফেল ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে শর্ত। فا জাযায়িয়্যাহ, جزا ফেল ك মাফউলে বিহী আউয়াল, লফযে الله ফায়েল। خيرا মাফউলে বিহী ছানী। جزا ফেল তার ফায়েল ও দুই মাফউল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ

৮৪. قَامَ زَيْدٌ قِيَامًا : قام ফেল, زيد ফায়েল, قياما মাফউলে মুতলাক। ফেল তার ফায়েল ও মাফউলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৮৫. ضَرَبَ زَيْدٌ ضَرْبًا : ضرب ফেল, زيد ফায়েল ضربا মাফউলে মুতলাক। ফেল তার ফায়েল ও মাফউলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৮৬. صُمْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : صمت ফেল যমীর ت ফায়েল। يوم মুযাফ الجمعة মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফউলে ফিহী। ফেল তার ফায়েল ও মাফউলে ফিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৮৭. جَلَسْتُ فَوْقَكَ : جلست ফেল, ت যমীর ফায়েল, فوق মুযাফ, ك যমীর মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফউলে ফিহী। ফেল তার ফায়েল ও মাফউলে ফিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৮৮. جَاءَ الْبَرْدُ وَالْجُبَّاتِ : جاء ফেল, البرد ফায়েল, و বা মা'না مع الجبات মাফউলে মাআহু। ফেল তার ফায়েল ও মাফউলে মাআহু মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৮৯. جَاءَ الْبَرْدُ وَالْجُبَّاتِ أَيْ مَعَ الْجُبَّاتِ : جاء ফেল, البرد ফায়েল, والجبات মুফাস্‌সার اى হরফে তাফসীর, مع মুযাফ, الجبات মুযাফ ইলাইহি মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মুফাসসির (مفسر) মুফাস্‌সির ও মুফাসসার মিলে মাফউলে মাআহু। ফেল তার ফায়েল ও মাফউলে মাআহু মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

قُمْتُ إِكْرَامًا لِزَيْدٍ ঃ قمت ফে'ল. ت যমীর ফায়েল. اكراما শিবহে ফে'ল, ل হরফে জার, زيد মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে শিবহে ফে'ল -এর সাথে মুতাআল্লেক। শিবহে ফে'ল, তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে قمت ফে'ল -এর মাফউলে লাহু। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে লাহু ও মুতাআল্লেক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৯১. ضَرَبْتُهُ تَأْدِيبًا : ضربت ফেল, ت যমীর ফায়েল ه মাফউলে বিহী। تاديبا মাফউলে লাহু। ফেল ফায়েল, মাফউলে বিহী ও মাফউলে লাহু মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৯২. جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا : جاء ফেয়েল, زيد যুল হাল - راكبا, হাল। হাল যুলহাল মিলে جاء ফেলের ফায়েল। ফেয়েল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৯৩. طَابَ زَيْدٌ نَفْسًا : طاب ফেয়েল, زيد মুমাইয়ায نفسا, তমীয মুমাইয়ায তমীয মিলে طاب ফেলের ফায়েল। ফেল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৯৪. ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا : ضرب ফেল, زيد ফায়েল। عمرا মাফউলে বিহী। ফেল তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেরিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

পৃষ্ঠা নং-৪৯

৯৫. ضَرَبَ زَيْدٌ : ضرب ফেল, زيد ফায়েল। ফেল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৯৬. ضَرَبْتُ ضَرْبًا : ضربت ফেল, ت যমীর ফায়েল। ضربا মাফউলে মুতলাক। ফেল ফায়েল ও মাফউলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৯৭. قُمْتُ قِيَامًا : قمت ফেল ت যমীর ফায়েল, قياما মাফউলে মুতলাক। ফেল তার ফায়েল ও মাফউলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

৯৮. صُمْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ এ জুমলাটির তারকীব পূর্বে বলা হয়েছে।

৯৯. قُمْتُ إِكْرَامًا لِزَيْدٍ : قمت ফেল, ت যমীর ফায়েল, اكراما মাফউলে লাহু। ফেল ফায়েল ও মাফউলে লাহু মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১০০. ضَرَبْتُ زَيْدًا مَشْدُوْدًا : ضربت ফেল ت যমীর ফায়েল, زيدا যুলহাল, مشدودا হাল। হাল যুলহাল মিলে মাফউলে বিহী। ফেল ফায়েল মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১০১. لَقِيْتُ زَيْدًا رَاكِبَيْنِ : لقيت ফেল ت যমীর যুলহাল زيدا যুলহাল راكبين হাল। হাল যুলহাল মিলে لقيت ফেয়েলের ফায়েল। زيدا যুলহাল, راكبين হাল। হাল যুলহাল মিলে لقيت ফেলের মাফউলে বিহী। ফেল ফায়েল মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১০২. جَائَنِيْ رَاكِبًا رَجُلٌ : جاءنى ফেল, نى নূনে বেকায়া ى মুতাকাল্লেম মাফউলে বিহী। راكبا হালে মুকাদ্দাম رجل যুলহালে মুআখখার। হাল যুলহাল মিলে جاء ফেলের ফায়েল। ফেল ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১০৩. رَأَيْتُ الْأَمِيْرَ وَهُوَ رَاكِبٌ : رأيت ফেল ت যমীর ফায়েল, الامير যুলহাল و হালিয়্যাহ هو মুবতাদা, راكب খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে হাল। হাল যুলহাল মিলে মাফউলে বিহী। ফেল ফায়েল মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১০৪. عِنْدِيْ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا : عند মুযাফ ى মুতাকাল্লেম মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে ثابت শিবহে ফেল মুকাদ্দারের মাফউলে ফিহী অথবা যরফ মুতাআল্লেক। শিবহে ফেল তার ফায়েল ও মাফউলে ফিহী অথবা মুতাআল্লেক মিলে খবরে মুকাদ্দাম। احد عشر মুমাইয়্যায درهما তমীয। মুমাইয়্যায তমীয মিলে মুবতাদা মুআখখার। মুবতাদা মুআখখার ও খবরে মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১০৫. عِنْدِيْ رَطْلٌ زَيْتًا এর তারকীব عندى احد عشر درهما এর মত।

১০৬ مَا فِي السَّمَاءِ قَدْرُ رَاحَةٍ سَحَابًا ঃ ما নাফিয়া বিমা'না লাইসা, في السماء জাররর ও মাজরূর মিলে মুতাআল্লেক ثابت শিবহে ফে'ল -এর সাথে। শিবহে ফে'ল তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে ما -এর খবরে মুকাদ্দাম। قدر মুযাফ, راحة মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মুমাইয়্যায, سحابا তামীয। তামীয, মুমাইয়্যায মিলে ما -এর ইসমে মুআখখার। ما -এর ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১০৭. ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا : ضرب ফেল, زيد ফায়েল, عمروا মাফউলে বিহী। ফেল ফায়েল মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১০৮. زَيْدٌ ضَرَبَ : زيد মুবতাদা, ضرب ফেল যমীর هو মুসতাতের ফায়েল। ফেল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১১০. طَلَعَ الشَّمْسُ : طلع ফেল الشمس ফায়েল। ফেল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১১১. ضُرِبَ زَيْدٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمَامَ الْأَمِيْرِ ضَرْبًا شَدِيْدًا فِيْ دَارِهٖ تَأْدِيْبًا وَالْخَشَبَةَ : ضرب ফেলে মাজহুল, زيد নায়েবে ফায়েল, يوم الجمعة মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফউলে ফিহী জরফে যামান, أمام الامير মুযাফ মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফিহী যরফে মাকান, ضربا মাউসুফ, شديدا ছিফত, মাউসুফ ছিফাত মিলে মাফউলে মুতলাক। فى হরফে জর, داره মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে فى হরফে জরের মাজরুর। জর মাজরুর মিলে মুতাআল্লেক ضرب ফেলের সাথে। تاديبا মাফউলে লাহু, واو বা মা'না مع الخشبة মাফউলে মাআহু। ضرب ফেল তার ফায়েল, মুতাআল্লেক ও সমস্ত মাফউল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১১২. أَعْطَيْتُ زَيْدًا دِرْهَمًا : اعطيت ফেল ت যমীর ফায়েল, زيدا মাফউলে আউয়াল, درهما মাফউলে ছানী। اعطيت ফেল তার দুই মাফউল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১১৩. أَعْلَمَ اللّٰهُ زَيْدًا عَمْرًوا فَاضِلًا : اعلم ফেল, লফযে الله ফায়েল, زيدا মাফউলে আউয়াল। عمروا মাফউলে ছানী, فاضلا মাফউলে ছালেছ। اعلم ফেল তার ফায়েল ও তিন মাফউল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১১৪. كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا : كان ফেলে নাকেছ। زيد ইসমে كان - قائما খবরে - كان তার ইসম খবর মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১১৫. كَانَ مَطَرٌ ، كان ফেল مطر ফায়েল। ফেল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১১৬. عَسٰى زَيْدٌ أَنْ يَخْرُجَ : عسى ফেলে মুকারেব, زيد ইসমে عسى - ان মাছদারিয়্যাহ, يخرج ফেল যমীর هو মুসতাতের ফায়েল। ফেল ফায়েল মিলে

জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ হয়ে ان-এ মাছদারিয়্যার কারণে মুফরাদ হয়ে খবরে عسى. عسى তার ইসম খবর মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ।

১১৭. عَسٰى زَيْدٌ يَخْرُجُ : عسى ফেলে মুকারিব, زيد মুবতাদা, يخرج ফেল যমীর هو মুসতাতের ফায়েল। ফেল, ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে عسى এর ফায়েল ফেল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ।

১১৮. عَسٰى اَنْ يَخْرُجَ زَيْدٌ ঃ عسى ফে'লে মুকারেব, ان হরফে মাছদারিয়্যাহ, يخرج ফে'ল, زيد ফায়েল, ফে'ল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে ان -এর কারণে মাছদার হয়ে عسى -এর ফায়েল। عسى ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ।

১১৯. نعم الرجل الخ এর তারকীব দু'ভাবে করা যায়।

(ক) দুই জুমলা বানিয়ে, তখন তাকদীরী ইবারত এইরূপ হবে ঃ نعم الرجل هو زيد ঃ نعم ফেলে মাদাহ الرجل ফায়েলে মাদাহ। ফেল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ। هو মুবতাদা زيد খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

(খ) এক জুমলা ধরে। তখন তারকীব এভাবে হবে- نعم ফেলে মাদাহ, الرجل ফায়েলে মাদাহ। نعم ফেল তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ হয়ে খবরে মুকাদ্দাম زيد মাখছুছ বিল মাদাহ মুবতাদা মুয়াখখার। মুবতাদা মুয়াখখার ও খবরে মোকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ।

১২০. نِعْمَ صَاحِبُ الْقَوْمِ زَيْدٌ : نعم এই জুমলাটির তারকীব হুবহু نعم الرجل زيد এর মত। শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, نعم صاحب القوم মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে ফায়েলে মাদাহ হয়েছে।

১২১. نِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ : نعم ফেয়েলে মাদাহ, যমীর هو মুমাইয়ায, رجلا তমীয। তমীয মুমাইয়ায মিলে نعم ফেল এর ফায়েল। ফেয়েল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ হয়ে খবরে মুকাদ্দম। زيد মুবতাদা মুআখখার। মুবতাদা মুআখখার ও খবরে মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ ইনশিয়্যাহ।

১২২. حَبَّذَا زَيْدٌ - حب ফেয়েলে মাদাহ, ذا ফায়েলে মাদাহ। ফেল তার ফায়েল নিয়ে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ হয়ে খবরে মুকাদ্দম زيد মাখছুছ বিল মাদাহ মুবতাদা মুআখ্খার। মুবতাদা মুআখ্খার ও খবের মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ।

১২৩. بِئْسَ الرَّجُلُ زَيْدٌ : بئس ফেলে যম الرجل ফায়েলে যম, ফেল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ হয়ে খবরে মুকাদ্দাম। زيد মাখছুছ বিয়যম। মুবতাদা মুআখখার ও খবরে মুকাদ্দম মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ।

১২৪. مَا أَحْسَنَ زَيْدًا - ما بمعنى اى شيئ মুবতাদা, احسن ফেল যমীর هو মুসতাতের ফায়েল। زيدا মাফউলে বিহী। ফেল ফায়েল মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ হয়ে أى شيئ মুবতাদার খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ।

১২৫. أَحْسِنْ بِزَيْدٍ : احسن ফেলে আমর بمعنى ফেলে মাযী। ب যায়েদাহ। زيد তার ফায়েল। احسن ফেল তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ।

১২৬. مَنْ تَضْرِبْ أَضْرِبْ : من ইসমে শর্ত মাফউলে বিহী মুকাদ্দাম, تضرب ফে'ল, انت যমীর ফায়েল। ফে'ল ফায়েল ও মাফউল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। اضرب ফে'ল, انا যমীর ফায়েল। ফে'ল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ।

১২৭. أَيْنَ تَجْلِسْ أَجْلِسْ : اين ইসমে শর্ত মাফউলে ফিহী জরফে মাকান মুকাদ্দম تجلس ফেল যমীর انت ফায়েল, ফেল ফায়েল ও মাফউলে ফিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ হয়ে শর্ত। اجلس ফেল যমীর انا ফায়েল। ফেল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ।

১২৮. هَيْهَاتَ يَوْمُ الْعِيدِ : هيهات ইসমে ফেল بمعنى بعد : يوم العيد মুযাফ মুযাফ ইলাহি মিলে بعد ফেলের ফায়েল। ফেল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১২৯. رُوَيْدَ زَيْدًا : رويد ইসমে ফেল بمعنى امهل যমীর انت মুসতাতের ফায়েল, زيد মাফউলে বিহী। ফেল ফায়েল মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৩০. زَيْدٌ قَائِمٌ أَبُوهُ : زيد মুবতাদা قائم শিবহে ফেল। ابوه মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে قائم শিবহে ফেলের ফায়েল। শিবহে ফেল তার ফায়েল মিলে শিবহে জুমলা হয়ে زيد মুবতাদার খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৩১. زَيْدٌ ضَارِبٌ أَبُوهُ عَمْرًا : زيد মুবতাদা, ضارب শিবহে ফেল, ابوه মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে ضارب শিবহে ফেলের ফায়েল। عمرا তার মাফউলে বিহী। শিবহে ফেল তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে শিবহে জুমলা হয়ে زيد মুবতাদার খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৩২. مَرَرْتُ بِرَجُلٍ ضَارِبٍ اَبُوْهُ عَمْرًا : مررت ফেয়েল ت যমীর ফায়েল, ب হরফে জর, رجل মাওসুফ, ضارب শিবহে ফেল, ابوه তার ফায়েল। عمروا মাফউলে বিহী। শিবহে ফেল তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে শিবহে জুমলা হয়ে رجل মাউসুফের ছিফত মাউসুফ ছিফত মিলে ب হরফে জরের মাজরুর। জর মাজরুর মিলে মুতাআল্লেক مررت ফেলের সাথে। مررت ফেল তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৩৩. جَائَنِى الْقَائِمُ اَبُوْهُ : جاء ফেল, نى নুনে বেকায়া ইয়ায়ে মুতাকাল্লেম মাফউলে বিহী। আলিফ লাম بمعنى - الذى ইসমে মাউসুল قائم শিবহে ফেল। ابوه তার ফায়েল। শিবহে ফেল তার ফায়েল মিলে শিবহে জুমলা হয়ে الذى ইসমে মাউসুলের ছেলাহ। ইসমে মাউসুল তার ছেলাহ মিলে جاء ফেলের ফায়েল। ফেল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৩৪. جَائَنِى الضَّارِبُ اَبُوْهُ عَمْرًا জাআ ফেল, نى নুনে বেকায়া ইয়ায়ে মুতাকাল্লেম মাফউলে বিহী। الف لام - بمعنى - الذى ইসমে মাউসুল, ضارب শিবহে ফেল, ابوه তার ফায়েল, عمروا তার মাফউলে বিহী। শিবহে ফেল তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী শিবহে জুমলা হয়ে الذى ইসমে মাউসুলের ছেলাহ। ইসমে মাউসুল তার ছেলাহ নিয়ে جاء ফেলের ফায়েল। ফেল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৩৫. جَائَنِى زَيْدٌ رَاكِبًا غُلَامُهُ : جاء ফেল, نى নুনে বেকায়া ইয়ায়ে মুতাকাল্লেম মাফউলে বিহী। زيد যুলহাল, راكبا শিবহে ফেল, غلامه মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে তার ফায়েল। শিবহে ফেল তার ফায়েল মিলে শিবহে জুমলা হয়ে زيد যুল হালের হাল। হাল, যুলহাল মিলে جاء ফেলের ফায়েল। جاء ফেল তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৩৬. اَضَارِبٌ زَيْدٌ عَمْرًا : أ হামযায়ে ইস্তিফহাম, ضارب শিবহে ফেল কায়েম মোকাম মুবতাদা। زيد ফায়েল কায়েম মোকাম খবর। عمروا মাফউলে বিহী। শিবহে ফেল তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ।

১৩৭. مَا قَائِمٌ زَيْدٌ : ما হরফে নাফি قائم শিবহে ফেল, যমীর هو মুসতাতের ফায়েল। শিবহে ফেল তার ফায়েল নিয়ে খবরে মুকাদ্দাম। زيد মুবতাদা মুআখার। মুবতাদা মুআখখার ও খবরে মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৩৮. زَيْدٌ مَضْرُوْبٌ اَبُوْهُ : زيد মুবতাদা, مضروب শিবহে ফেল ابوه তার নায়েবে ফায়েল। শিবহে ফেল তার নায়েবে ফায়েল মিলে শিবহে জুমলা হয়ে زيد মুবাতাদার খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৩৯. عمرو معطى غلامه درهما : عمرو মুবতাদা, معطى শিবহে ফে'ল, غلامه নায়েবে ফায়েল, درهما মাফউলে বিহী। শিবহে ফে'ল তার নায়েবে ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে শিবহে জুমলা হয়ে عمرو মুবতাদা -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৪০. خالد مخبر ابنه عمروا فاضلا : خالد মুবতাদা, مخبر শিবহে ফে'ল, ابنه নায়েবে ফায়েল, عمروا মাফউলে বিহী আওয়াল, فاضلا মাফউলে বিহী ছানী। শিবহে ফে'ল তার নায়েবে ফায়েল ও উভয় মাফউলে মিলে শিবহে জুমলা হয়ে خالد মুবতাদা -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৪১. زيد حسن غلامه : زيد মুবতাদা, حسن শিবহে ফে'ল, غلامه তার ফয়েল। শিবহে ফে'ল তার ফায়েল মিলে শিবহে জুমলা হয়ে زيد মুবতাদার খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হল।

১৪২. زَيْدٌ اَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو : زيد মুবতাদা, افضل শিবহে ফেল। যমীর هو মুসতাতের ফায়েল। من عمرو মুতাআল্লেক افضل শিবহে ফেয়েলের সাথে। افضل শিবহে ফেল তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে শিবহে জুমলা হয়ে زيد মুবতাদার খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৪৩. جَائَنِى زَيْدُنِ الْاَفْضَلُ : جاء ফেল, نى নুনে বেকায়া ইয়ায়ে মুতাকাল্লেম মাফউলে বিহী। زيد মাওসুফ, الافضل ছিফত। মাউসুফ ছিফত মিলে جاء ফেলের ফায়েল। ফে'ল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৪৪. زَيْدٌ اَفْضَلُ الْقَوْمِ : زيد মুবতাদা افضل القوم মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৪৫. اَعْجَبَنِى ضَرْبُ زَيْدٍ عَمْرًوا : اعجب ফেল نى নুনে বেকায়া ইয়ায়ে মুতাকাল্লেম মাফউলে বিহী। ضرب মাছদার মুযাফ। زيد মুযাফ ইলাইহি। عمروا মাফউলে বিহী। মাছদার তার মুযাফ ও মাফউলে বিহী মিলে اعجب ফে'ল -এর ফায়েল; ফে'ল তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৪৬. جَائَنِىْ غُلَامُ زَيْدٍ : جاء ফেল, نى নুনে বেকায়া ইয়ায়ে মুতাকাল্লেম মাফউলে বিহী। غلام زيد মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে جاء ফেলের ফায়েল। جاء ফেল তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৪৭. هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا : هل হরফে ইস্তিফহাম ننبأ ফেল, نحن যমীরে মুসতাতের ফায়েল, كم মাফউলে বিহী। باء হরফে জর, اخسرين মুমাইয়্যায, اعمالا তমীয। তমীয মুমাইয়্যায মিলে باء হরফে জরের মাজরুর। জর মাজরুর মিলে মুতাআল্লেক ننبأ ফেলের সাথে। ننبأ ফেল তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ।

পৃষ্ঠা নং-৬৭

১৪৮. كَمْ رَجُلًا عِنْدَكَ : كم ইস্তিফহামিয়্যাহ মুমাইয়্যায, رجلا তমীয। তমীয মুমাইয়্যায মিলে মুবতাদা। عندك মুযাফ, মুযাফ ইলাইহি মিলে জরফ মুতাআল্লেক হয়েছে ثابت শিবহে ফেলের সাথে। শিবহে ফেল তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে শিবহে জুমলা হয়ে মুবতাদার খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ।

১৪৯. كَمْ مَالٍ اَنْفَقْتَ : كم খবরিয়্যাহ মুমাইয়্যায, مال তামীয। তামীয ও মুমাইয়্যায মিলে মুবতাদা। انفقت ফে'ল, انت যমীর ফায়েল। ফে'ল ও ফায়েল মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৫০. كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِى السَّمٰوَاتِ : كم খবরিয়্যাহ মুমাইয়্যায من হরফে জর যায়েদাহ, ملك তমীয, তমীয মুমাইয়্যায মিলে মুবতাদা। فى হরফে জর السموات মাজরূর। জর, মাজরূর মিলে মুতাআল্লেক ثابت শিবহে ফেলের সাথে। ثابت শিবহে ফেল তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে খবর। মুবতাদা, খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৫১. جَائَنِىْ رَجُلٌ عَالِمٌ : جاء ফেল। نى নূনে বেকায়া ইয়ায়ে মুতাকাল্লেম মাফউলে বিহী। رجل মাউসুফ, عالم ছিফত। মাউসুফ, ছিফত মিলে جاء ফেলের ফায়েল। ফেল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৫২. جَائَنِىْ رَجُلٌ حَسَنٌ غُلَامُهُ : جاء ফেল। نى নূনে বেকায়া ইয়ায়ে মুতাকাল্লেম মাফউলে বিহী। رجل মাউসুফ। حسن শিবহে ফেল। غلامه তার ফায়েল। حسن শিবহে ফেল তার ফায়েল মিলে رجل মাউসুফের ছিফত। মাউসুফ ছিফত মিলে جاء ফেলের ফায়েল। ফেল, ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৫৩. عِنْدِىْ رَجُلٌ عَالِمٌ : عند মুযাফ ى মুতাকাল্লেম মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ, মুযাফ ইলাইহি মিলে ثابت শিবহে ফেলের মাফউলে ফিহী। শিবহে ফেল তার ফায়েল ও মাফউলে ফিহী মিলে খবরে মুকাদ্দাম رجل عالم মাওসুফ ছিফত মিলে মুবতাদা মুআখখার। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৫৪. جَائَنِىْ رَجُلٌ عَالِمٌ اَبُوْهُ : جاء ফেল, نى নূনে বেকায়া ইয়ায়ে মুতাকাল্লেম মাফউলে বিহী, رجل মাওছুফ, عالم শিবহে ফেল, ابوه তার ফায়েল। শিবহে ফেল তার ফায়েল মিলে رجل মাওসুফের ছিফত। মাওসুফ ছিফত মিলে جاء ফেলের ফায়েল। ফেল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৫৫. جَائَنِيْ رَجُلٌ اَبُوْهُ عَالِمٌ : جاء এর তারকীব পূর্বের মত। رجل মাওসুফ। ابوه মুযাফ, মুযাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা। عالم খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে

ইসমিয়্যাহ হয়ে رجل মাওসূফের ছিফত। মাওসূফ ছিফত মিলে جاء ফেলের ফায়েল। جاء ফেল তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৫৬. زَيْدٌ زَيْدٌ قَائِمٌ প্রথম زيد মুয়াক্কাদ (مؤكد) দ্বিতীয় زيد তাকীদ (تاكيد) তাকীদ, মুয়াক্কাদ মিলে মুবতাদা قائم খবর। মুবতাদা, খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৫৭. ضَرَبَ ضَرَبَ زَيْدٌ প্রথম ضرب মুয়াক্কাদ, দ্বিতীয় ضرب তাকীদ। মুয়াক্কাদ তাকীদ মিলে ফেল زيد ফায়েল। ফেল, ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৫৮. اِنَّ اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ প্রথম ان মুয়াক্কাদ, দ্বিতীয় ان তাকীদ। উভয়ে মিলে হরফে মুশাব্বাহ বিল ফেল। زيد তার ইসম এবং قائم তার খবর ان তার ইসম খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৫৯. جَائَنِيْ زَيْدٌ نَفْسُهٗ : جاء ফেল, نى মাফউলে বিহী, زيد মুয়াক্কাদ, نفسه মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে তাকীদ। মুয়াক্কাদ তাকীদ মিলে جاء ফেলের ফায়েল। جاء ফেল তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৬০. এ দুটি জুমলার তারকীবও جائنى زيد نفسه র তারকীবের অনুরূপ।

১৬১. جَائَنِي الْقَوْمُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ وَاَكْتَعُوْنَ وَاَبْتَعُوْنَ وَاَبْصَعُوْنَ : جاء ফেল, ى মাফউল বিহী. القوم মুয়াক্কাদ, كلهم মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে তাকীদ اجمعون মাতুফ আলাইহি, واو হরফে আতফ, اكتعون প্রথম মাতুফ واو হরফে আতফ. ابتعون দ্বিতীয় মাতুফ, واو হরফে আতফ ابصعون তৃতীয় মাতুফ। মাতুফ আলাইহি তার তিনটি মাতুফ নিয়ে তাকীদ আলাত তাকীদ (تاكيد على التاكيد) হয়েছে। তাকীদ মুয়াক্কাদ মিলে جاء ফেলের ফায়েল। ফেল ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৬২. جَائَنِيْ زَيْدٌ اَخُوْكَ : جاء ফেল, نى নুনে বেকায়া ইয়ায়ে মুতাকাল্লেম মাফউলে বিহী, زيد মুবদাল মিনহু (مبدل منه) اخوك মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে বদল (بدل) মুবদাল মিনহু বদল মিলে جاء ফেলের ফায়েল। جاء ফেল তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৬৩. ضُرِبَ زَيْدٌ رَأْسُهٗ : ضرب ফেলে মাজহুল, زيد মুবদাল মিনহু, رأسه মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে বদল। বদল মুবদাল মিনহু মিলে ضرب ফেলে মাজহুলের নায়েবে ফায়েল। ضرب ফেল তার নায়েবে ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৬৪. مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حِمَارٍ : مررت ফেল, ت যমীর ফায়েল, باء হরফে জার, رجل মুবদাল মিনহু, حمار বদল। মুবদাল মিনহু বদল মিলে باء হরফে জরের মাজরুর।

জার মাজরূর মিলে মুতাআল্লেক مرورت ফেলের সাথে। مرورت ফেল তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৬৫. جَائَنِیْ زَیْدٌ وَعَمْرٌو : جاء ফেল, نی নুনে বেকায়া ইয়ায়ে মুতাকাল্লেম মাফউলে বিহী। زید মাতুফ আলাইহি। واو হরফে আতফ, عمرو মাতুফ। মাতুফ মাতুফ আলাইহি মিলে جاء ফেলের ফায়েল। جاء ফেল তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৬৬. اَقْسَمَ بِاللّٰهِ اَبُوْ حَفْصٍ عَمَرَ : اقسم ফেল بالله মুতাআল্লেক اقسم ফেলের সাথে ابو حفص মুবাইয়্যান (مبين) عمرو আতফে বয়ান। মুবাইয়্যান ও আতফে বয়ান মিলে اقسم ফেলের ফায়েল। اقسم ফেল, তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ হয়ে কসম জওয়াবে কসম মাহজুফ। কসম ও জওয়াবে কসম মিলে জুমলায়ে কসমিয়্যাহ।

১৬৭. ونادیناه ان یا ابراهیم : বাক্যটির মূল রূপ হচ্ছে- ونادیناه بلفظ ان یا ابراهیم। و হরফে আ'তফ, نادینا ফে'ল, نا যমীর তার ফায়েল, ه মাফউলে বিহী আওয়াল, ب হরফে জার, لفظ মুযাফ, ان হরফে তাফসীর, یا হরফে নিদা, কায়েম মোকাম ادعو ফেলের। ادعو ফেল যমীর انا ফায়েল ابراهيم মাফউলে বিহী। ফেল ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলা হয়ে ان এ মাছদারিয়্যার কারণে মাছদার হয়ে তাফসির। মুফাসসার ও তাফসির মিলে نادینا ফেলের মাফউলে বিহী ছানী। نادینا ফেল তার ফায়েল ও দুই মাফউল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৬৮. كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ : كلا হরফে রাদা سوف تعلمون ফেল যমীর انتم ফায়েল। ফেল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ।

১৬৯. اَقِلِّى اللَّوْمَ عَاذِلُ وَالْعِتَابَنْ : وَقُوْلِىْ اِنْ اَصَبْتُ لَقَدْ اَصَابَنْ কবিতার তাকদীরী ইবারত এইরূপ-

يا عاذلة اقلى اللوم والعتابن وقولى ان اصبت لقد اصابن

তারকীব : یا হরফে নেদা ادعوا ফেলের কায়েম মোকাম। ادعو ফেল, যমীর انا ফায়েল عاذلة মাফউলে বিহী। ফেল, ফায়েল, মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ হয়ে নেদা (ندا) اقلى ফেল, যমীর ফায়েল اللوم মাতুফ আলাইহি, واو হরফে আতফ العتابن মাতুফ। মাতুফ, মাতুফ আলাইহি মিলে اقلى ফেলের মাফউলে বিহী। ফেল ফায়েল ও মাফউল বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ হয়ে মাতুফ আলাইহি। واو হরফে আতফ قولى ফেল, যমীর انت

ফায়েল। إن হরফে শর্ত, اصبت ফেল, انا যমীর ফায়েল। ফে'ল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। ل লামে তাকীদ, قد হরফে তাওক্কু', اصاب ফে'ল, هو যমীর ফায়েল। ফে'ল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে قولى ফে'ল -এর মাফউলে বিহী। قولى ফে'ল তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তুফ। মা'তুফ ও মা'তুফ আলাইহি মিলে জুমলায়ে মা'তুফা হয়ে জওয়াবে নেদা। নেদা ও জওয়াবে নেদা মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ।

১৭০. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِي النَّارِ وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِي الْجَنَّةِ : منهم **জর মাজরুর মিলে মুতাআল্লেক ثابت শিবহে ফেলের সাথে। শিবহে ফেল তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে শিবহে জুমলা হয়ে খবরে মুকাদ্দাম। شقى মাতুফ আলাইহ واو হরফে আতফ سعيد মাতুফ। মাতুফ, মাতুফ আলাইহি মিলে মুবতাদা মুআখখার। মুবতাদা মুআখখার ও খবরে মুকাদ্দাম মিলে জমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।**

فاء হরফে তাফসীর, اما হরফে শর্ত, الذين ইসমে মাওছূল, شقوا ফে'ল, هم যমীর ফায়েল। ফে'ল, ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে ইসমে মাওছুল -এর 'ছিলা'। মাওছুল ও ছিলা মিলে শর্ত। ف জাযাইয়্যাহ, فى হরফে জার, النار মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মুতাআল্লেক ثابتون শিবহে ফে'ল -এর সাথে। শিবহে ফে'ল তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে শিবহে জুমলা হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে মাতুফ আলাইহি, و হরফে আ'তফ, اما হরফে শর্ত, الذين سعدوا বাক্যটি الذين شقوا -এর মত তারকীব হয়ে শর্ত, في الجنة বাক্যটি في النار -এর মত শিবহে জুমলা হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে মা'তুফ। মাতুফ ও মাতুফ আলাইহি মিলে জুমলায়ে মা'তুফাহ।

১৭১. لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا : لو হরফে শর্ত, كان ফেলে নাকেছ, فيهما জর মাজরুর মিলে মুতাআল্লেক ثابتة শিবহে ফেলের সাথে। শিবহে ফেল তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে শিবহে জুমলা হয়ে كان ফেলে নাকেছের খবরে মুকাদ্দাম الهة মাউসূফ, الا - غير بمعنى মুযাফ, লফযে الله মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে الهة মাওসুফের ছিফত। ছিফত মাউসুফ মিলে كان ফেলে নাকেছের ইসমে মুআখখার। ফেলে নাকেছ তার ইসম খবর মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে শর্ত। لفسدتا ফেল, যমীর هما

ফায়েল। ফেল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ।

১৭২. لَوْلَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ : لولا হরফে শর্ত, علي মুবতাদা, موجود শিবহে ফেল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল, শিবহে ফেল তার নায়েবে ফায়েল মিলে শিবহে জুমলা হয়ে খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে শর্ত। ل লামে তাকীদ, هلك ফেল, عمر ফায়েল। ফেল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ।

১৭৩. لَزَيْدٌ اَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو : لام তাকীদ গায়রে আমেলা, زيد মুবতাদা, افضل শিবহে ফেল من হরফে জর, عمرو মাজরুর। জর মাজরুর মিলে মুতাআল্লেক افضل শিবহে ফেলের সাথে। শিবহে ফেল তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে শিবহে জুমলা হয়ে زيد মুবতাদার খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৭৪. اَقُوْمُ مَا جَلَسَ الْاَمِيْرُ : اقوم ফেল, যমীর انا ফায়েল। ما مادام - بمعنى মুযাফ, جلس ফেল, الامير ফায়েল। ফেল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ হয়ে ما মুযাফের মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে اقوم ফেলের মাফউলে ফিহী। اقوم ফেল তার ফায়েল ও মাফউলে ফিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৭৫. جَاءَنِي الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا : جاء ফেল, نى নুনে বেকায়া ইয়ায়ে মুতাকাল্লেম মাফউলে বিহী। القوم মুসতাছনা মিনহু। الا হরফে ইস্তিছনা, زيدا মুছতাছনা। মুসতাছনা মুসতাছনা মিনহু মিলে جاء ফেলের ফায়েল। جاء ফেল তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৭৬. جَاءَنِي الْقَوْمُ خَلَا زَيْدًا : جاء ফেল, نى নুনে বেকায়া ইয়ায়ে মুতাকাল্লেম মাফউলে বিহী। القوم যুলহাল, خلا ফেল, যমীর هو ফায়েল, زيدا মাফউলে বিহী, ফেল, ফায়েল, মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে হাল। হাল যুলহাল মিলে جاء ফেলের ফায়েল। جاء ফেল তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৭৭. مَا جَاءَنِي اَحَدٌ اِلَّا زَيْدًا : ما নাফিয়াহ। جاء ফেল, نى মাফউলে বিহী, احد মুছতাছনা মিনহু, الا হরফে এস্তেছনা, زيدا মুছতাছনা। মুসতাছনা মুসতাছনা মিনহু মিলে جاء ফেলের ফায়েল। ফেল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৭৮. مَا جَائَنِي اَحَدٌ اِلَّا زَيْدٌ : ما جائني এর তারকীব পূর্বে মতই, احد মুবদাল মিনহু. الا হরফে এস্তেছনা, زيد বদল। বদল, মুবদাল মিনহু মিলে جاء ফেলের ফায়েল। ফেল, ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৭৯. مَاجَائَنِي اِلَّا زَيْدٌ : ما جائني এর তারকীব পূর্বের মতই। الا হরফে ইস্তিছনা। زيد ফায়েলে। جاء ফেল তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৮০. مَا رَاَيْتُ اِلَّا زَيْدًا : ما নাফিয়াহ, رايت ফেল ফায়েল। الا হরফে ইস্তিছনা। زيد মাফউলে বিহী। ফেল ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৮১. مَا مَرَرْتُ اِلَّا بِزَيْدٍ : ما مررت এর তারকীব পূর্বের মতই। الا হরফে ইস্তেছনা, ب হরফে জর, زيد মাজরুর। জর, মাজরুর মিলে মুতাআল্লেক হয়েছে مررت ফেলের সাথে। مررت ফেল তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৮২. جَائَنِي الْقَوْمُ غَيْرُ زَيْدٍ : جاء ফেল نى নুনে বেকায়া ইয়ায়ে মুতাকাল্লেম মাফউলে বিহী। القوم যুলহাল। غير মুযাফ, زيد মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ, মুযাফ ইলাইহি মিলে হাল। হাল যুল হাল মিলে جاء ফেলের ফায়েল। ফেল ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৮৩. جَائَنِي الْقَوْمُ حَاشَا زَيْدٍ : جائنى القوم এর তারকীব পূর্বের মতোই। حاشا হরফে জর زيد মাজরুর। জর মাজরুর মিলে মুতাআল্লেক جاء ফেলের সাথে। جاء ফেল তার ফায়েল ও মুতাআল্লেক মিলে জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

১৮৪. لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ : لا লায়ে নফী জিনস, اله তার ইসম, الا বিমা'না غير মুযাফ. الله শব্দটি মুযাফ ইলাইহি, মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে লায়ে নফী জিনস -এর খবর। ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

সমাপ্ত